

**LAXMI BOOK BINDING &
DYE PRINTING WORKS.**
8, Kambuliatole Lane,
CALCUTTA-5.



সিংহাসন ।

(পঞ্চাঙ্ক নাটক)

শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য, এম. এ.,
প্রণীত ।

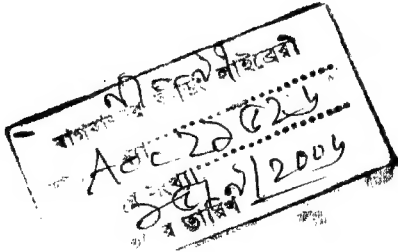
Hare Printing Works :—Calcutta.
1929.

মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র)

প্রকাশক

শ্রীউপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য

৪৪সি বাগবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা



হেয়ার প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে
শ্রীশশীভূষণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত
২০ নং বৈটকখানা রোড ।

নাটোল্লিখিত কুশীলবগণ ।

পুরুষগণ ।

বিক্রমাজিৎ	মেবারের রাণা ।
উদয়সিংহ	...	ঐ নাবালক ভ্রাতা ।
চৈতর	...	ভীলের সর্দার ও সুরেখার পিতা ।
বনবীর	...	বিক্রমাজিতের পিতৃব্য পৃথ্বীসিংহের ঔরসজাত দাসী-পুত্র ও পরে মেবারের রাণা ।
কর্ষিচাঁদ বা করিমচাঁদ	...	মেবারের ওমরাহ ও প্রমার দেশের সর্দার ।
কাণোজী	...	মেবারের ওমরাহ (চন্দাবৎ সীমন্ত) ।
দয়াল সা	...	মেবারের ওমরাহ ।
নয়ান সা	...	মেবারের ওমরাহ ।
প্রভুরাম ও দয়াল	...	মল্লধ্ব (বিক্রমাজিতের বেতন ভোগী)
জগৎসিংহ (ওরফে) খুড়োমশায়	...	কুচক্রী নাগরিক ।
পুরোহিত	...	একলিঙ্গেশ্বরের পূজারী ব্রাহ্মণ ।
সিংহ রাও	...	দেবল পরগণার শাসন-কর্তা ।

।•

সিংহাসন ।

আশা সা	...	কমলমীর দুর্গের দুর্গাধ্যক্ষ ।
গণক	...	চৈতরার অনুগত ব্রাহ্মণ (ছদ্মবেশে গণংকার) ।
রঘুদয়াল গোবর্ধন	}	... মেবারের নাগরিকদ্বয় ।

দৈনন্দিক, সৈনিকগণ, দেহরক্ষীগণ, দৌহবর্ষ, কৃতবর্ষ, ওমরাহগণ,
নাগরিকগণ, পূজারীগণ, ভেরীবাদকদ্বয়, দূত, ভীলসেনা
বিদূষক ইত্যাদি ।

নারীগণ ।

সুরেখা	চৈতরার কন্যা ও বনবীরের পত্নী ।
পান্নাধাত্রী	রাজ-ধাত্রী (কুমার উদয়সিংহকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন) ।

আশা সার মাতা

টগর চাঁপা গোলাপ	}	... রাজবাটীর পরিচারিকাদ্বয় ।
-----------------------	---	-------------------------------

নর্তকীগণ, পূজারিণীগণ, নাগরিকাগণ, চারলীগণ ইত্যাদি



সিংহাসন ।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—বনবীরের অন্তঃপুর ।

বনবীর-পত্নী সুরেখা এক গণককে হস্ত দেখাইতেছিলেন ।

সুরেখা । বল দেখি বয়স আমার ?
গণক । পঞ্চদশ ।
সুরেখা । কহ দেখি জন্মদিন ?
গণক । আশ্বিনী পূর্ণিমা,
যেই রাত্রে বিশ্বাসী পূজে বিশ্বমাতা
কমলারে, সেই রাত্রে জন্মিলে জননী ।
সুরেখা । মিলেছে গণনা । কহ কত আয়ুঃ মম ।
গণক । ভবিষ্যৎ সুধাইও পরে, যবে অতীতের
মৃতকল্প আখ্যায়িকা বলিব সকল ।
অতীতের যবনিকা করি উস্তোলন,
বিগত ঘটনা যদি পারি দেখাইতে,
বিশ্বাস জন্মিবে তব, মম গণনায় ।

সুরেখা ।

ভাল, চাও যদি বিশ্বাস রোপিতে মম

হৃদয়-ভূমিতে, কহ গণক ঠাকুর,

ললাটে বে রেখা মম, কি কারণ তার ?

গণক ।

বাল্যলীলা-ইতিহাসে একটি অধ্যায়

রাখিয়াছে আপনার স্মৃতি । মাতঃ ! বাল্যে

বিন্দ্য শৈল 'পরে খেলিতে খেলিতে, পড়ে

গেলে শিলা 'পরে, কাটিল ললাট ; তাই

আছে রেখা তার,—ক্ষতের কঙ্কাল !

সুরেখা ।

ভাল ।

কহ, কয় ভ্রাতা মম ?

গণক ।

ভ্রাতা নাই ।

সুরেখা ।

মাতা

জীবিতা কি মৃত ?

গণক ।

অভাগিনী বাল্যকালে

হারাইলে মাতা ।

সুরেখা ।

কয় বর্ষে পরিণয়

হল মম ?

গণক ।

দ্বাদশ বরষে ।

সুরেখা ।

মিলিয়াছে ।

আছে শক্তি তব, অতীতের নিদ্রাগৃহে

দীপ ধরি, দেখাইতে সুপ্ত বিবরণ ।

তিলরেখা আছে কোথা শরীরে আমার ?

গণক ।

(গণনা করিয়া) তিলরেখা আছে তব বাম জজ্বাদেশে ।

প্রথম দৃশ্য]

সিংহাসন ।

সুরেখা ।

অদ্ভূত শক্তি তব, হেরি নাই কভু
ভূত বর্তমান্দর্শী জ্যোতিষী এমন ।

গণক ।

ভবানীপতির আশীর্বাদ । ঝুঁকি
তপস্কার ফলে, পাইয়াছি তাঁর বরে
ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান জ্ঞান ।

সুরেখা ।

দেব

ধন্থ আমি দর্শনে তোমার । প্রভু যদি
করহ আদেশ, আসন, অশন তব
করি আনয়ন ।

গণক ।

নাহি প্রয়োজন মাতঃ !

নহি আমি সাধারণ ভিক্ষুকের মত ;
আসি নাই ধন রত্ন আশে ; ক্ষুধা কিম্বা
নিদ্রা পরাজিত তপস্কার বাণে মম ।
শুন মাতঃ ! কহি কিছু ভবিষ্যৎ-বাণী ।
কর-রেখা হেরি তব মনে হয় মম,
সামান্য রমণী তুমি নহ,—নহ বীর
বনবীর বীর-জায়া শুধু, আছে তব
মেবারের রাজ-রাণী যোগ ! মাতঃ ! অতি
অল্পদিনে রাজ-সিংহাসনে পতি-পাশে
বসি, রাজ-দণ্ড করিবে ধারণ ।

সুরেখা ।

বার্তা

তব অতীত অদ্ভূত ! কেমনে বিশ্বাস
করি ! রাজ-সিংহাসনে বিক্রমকেশরী

রাণা বিক্রমাজিৎ বসি' দৃঢ়করে ধরে
 রাজদণ্ড, করে প্রজ্ঞা সুপালন, শত্রু-
 দলে খেদায় সুদূরে, কেশরী যেমতি
 খেদায় শিবির দল বনপ্রান্তভাগে ।
 তাঁর অস্ত্রে সিংহাসনে বসিবে সৌদর
 কুমার উদয়সিংহ । তবে কহ, পতি
 মম কেমনে লভিবে, মেবারের স্বর্ণ-
 সিংহাসন ? জলশ্রোত ছোট্টে ক্রম-নিম্ন
 নদীর মোহানা পানে, কেমনে সে শ্রোত
 ফিরাইয়া নিজমুখ, করিবে প্রবেশ
 পার্শ্বস্থিত খাল মাঝে ?

গণক ।

নহে অসম্ভব !

ইতিহাসে পাবে মাতঃ দৃষ্টান্ত ইহার
 শত শত । নহে শুধু মেবারের ক্ষুদ্র
 ইতিহাস । এ বিশ্বের যেথা আছে রাজ-
 সিংহাসন, আছে তথা যথাকালে বহু
 ক্ষুদ্র বা বিরাট আলোড়ন, পরিবর্ত্ত ।
 স্বর্ণমান বিধিচক্র আনে সে সকল ।
 সৃষ্টি নষ্ট যদি হয়, তবু লুপ্ত কভু
 হয় না বিধির বিধি । মাতঃ, মম বাক্যে
 রাখিও প্রত্যয়, লক্ষ্য রাখো, অবশ্যই
 পতি তব হইবে মেবার-পতি । যদি
 পূর্ব ছাড়ি পশ্চিম-আকাশে কভু হয়

সূর্য্যোদয়, তথাপিও বিধাতৃ-লিখন
 কভু হবে না অলীক । আর এক কথা ;
 আসিয়াছি পিতার সকাশ হতে তব,—
 সুরেখা । পিতা ? পিতা জীবিত ? অসম্ভব বারতা ।
 যবে হতে হইয়াছে জ্ঞান, গুনিয়াছি
 পিতা মোর মৃত । এ কি বার্তা কহ তুমি
 গণক ঠাকুর ?

গণক । (হাসিয়া) বল দেখি কেনা পিতা
 তব ? কহ তাঁর নাম ।

সুরেখা জয়মল্ল ।

গণক । নহে

তিনি জন্মদাতা পিতা ; পালক ভোমার ।
 ভোমার জন্মদাতা বিদ্যাচলবাসী,—
 পার্কত্যজাতির নেতা বীরেন্দ্র চৈতরা ;
 এই বীর চৈতরার ভীম পরাক্রমে
 মেবারের ভূতপূর্ব্ব রাণা সঙ্গসিংহ
 হইল কাতর । সম্মুখ সমরে তাঁরে
 বার বার তিনবার করি পরাভূত
 রাজপুতবংশে করি ধ্বংসের সাগরে
 নিমজ্জিত, দৃষ্ট বিজয়-পতাকা তার
 উড়াইল এ মেবারে । কিন্তু গ্রহ-দোষে
 সূর্য্য-রশ্মি-প্রতিভাত বিমল আকাশে
 মেঘখণ্ড দিল দেখা । কুম্ভ-আজ্ঞাণে

কীট আসি করিল দংশন । জয়মল,
 সংগ্রামসিংহের মন্ত্রণায়, চৌরসম
 সুবর্ণ-প্রতিমা তাঁর করিল হরণ ।
 একদা নিশার শেষে বীরেন্দ্র চৈতরা
 আচম্বিতে হেরে তাঁর কণা অপহৃত ।
 বজ্রাঘাত হ'ল যেন শিরে ! সেই দণ্ডে
 সন্ধানে তোমার, ছুটিল চৌদিকে যত
 ভীলগণ ; পাতি পাতি থুঁজিল মেবারে ;
 থুঁজিল গহন বনে, অতীব দুর্গম
 পর্বতে ; প্রখর-স্রোতা গিরিনদী তটে ।
 কিন্তু হায় মিলিল না তোমার সন্ধান ।
 স্নেহময় পিতা তব, সেই শোকে হল
 মুহূমান । 'হা কণা হা কণা' বলি হ'ল
 উন্নতের প্রায় । নিল শয্যা ; অস্ত্রশস্ত্র
 নিক্ষেপিল দূরে । হায় ! কি বুঝিবে ! কত
 ভীক্ষু শেল বিঁধেছিল বক্ষে তার ! এই
 ঘোর বিপদের কালে পামর সংগ্রাম-
 সিংহ বুঝিল সুর্যোগ ; নৃশংস বুঝিল
 ছিন্ন বাহু সৈন্তসম চৈতরা এখন
 কণাশোকে অর্ধবল হয়েছে অরাতি ।
 সে সুর্যোগে, চৈতরারে করে পরাভব
 মেবারের ধূর্তরাণা ; রোগগ্রস্ত সিংহে
 বধা বৃকে করে বিধ্বস্ত সমরে । হায় !

তাই আজ পিতা তব করিছে ভ্রমণ
বনে বনে বনচর সম । সন্তান বিহীন
পিতা, বায়ুভরে গুরু পত্র সম, ঘুরে
উদ্দেশ্য-বিহীন, কৰ্মহীন । কত কাল
খুঁজেছে তোমারে । তুমি ভিন্ন এ সংসারে
নাহিক বন্ধন আর তার । পুণ্যবলে
পেয়েছে সন্ধান আজি । মাতঃ ! বৃদ্ধ জনকেরে
একবার দেখা দিবে জুড়াও পরাণ ।

সুরেখা ।

অদ্বুত সংবাদ ! শুনি নাই কভু আমি
হেন বিবরণ । সত্য সব যা कहিলে
অদ্বুত ব্যাপার ?

গণক

মিথ্যা বাক্য সন্ন্যাসীর
রসনায় অস্তিত্ব হারায় । ভাগ্যবতি !
মিথ্যা বাক্যে কিবা লাভ মম ?

সুরেখা ।

কিন্তু—

গণক ।

জানি

মাতঃ ! বহু “কিন্তু” আছে পশ্চাতে ইহার
কিন্তু লহ বাক্য মম ; করহ বিশ্বাস ।
নহ তুমি রাজপুত্র-সুতা । নহ তুমি
জয়মল্ল-অঙ্গজাতা । ভীলের বালিকা
তুমি । ভীল জাতির নয়ন-মণি তুমি !
ভীলজাতির আশাস্থল তুমি, উদ্ধার-
কারিণী তুমি !

সুরেশা ।

কি কার্য্য করিতে আদেশ ?

অবনত শিরে আমি পালিব পিতার
আজ্ঞা ; যদি সত্য পিতা ভীলের সর্দার !

গণক ।

পিতা তব 'হা বৎসে, হা বৎসে' করি, চক্ষু
তার ধোত করে শোকতপ্ত অশ্রুজলে ।
স্থবির বয়সে অন্ধ স্নেহে, চাহে শুধু
একবার হেরিতে তোমার চক্কানন ।
দেখা দাও তাঁরে একবার ।

সুরেশা ।

ব্যাকুল হৃদয় মম

পদরেণু লইতে পিতার ।

গণক ।

মম বাক্যে

করো না সন্দেহ ! ভূত, রক্তমান গণি'
দেখায়েছি শক্তি আমার । ভবিষ্যৎ-
গণনাও হবে না'ক অলীক চাতুরী ।

সুরেশা ।

(স্বগত) একি কথা শুনি আজ গণকের মুখে ?
আমি ভীলকন্ঠা ! নহি ক্ষত্রিয়গী ! নহি
রাজপুত্র জয়মল্ল-সুতা । ভাল, দেখি
কেবা পিতা মোর ।

কিন্তু,—গৃহস্থের বধু

স্বামীরে আমার না জিজ্ঞাসি যাইবার

কথা, কেমনে যাইব নবাগত পাছ

সনে ? কিবা ভয় সন্ন্যাসীর সনে যেতে ?

প্রথম দৃশ্য]

সিংহাসন ।

দেখি,

কতদূর সত্য আছে এর ভলদেশে !

(প্রকাশ্যে) চল দেব, কোথা যেতে হ'বে ?

গণক ।

এস বৎসে

মম সাথে ; ঘটাইব পিতৃ-দরশন ।

ব্যোম ভোলানাথ !

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য—মেবারের রাজসভা ।

সম্মুখে মল্লযুদ্ধভূমি—সিংহাসনে রাণা বিক্রমাজিৎ আসীন—হুই পার্শ্বে

ওমরাহগণ উপবিষ্ট—তন্মধ্যে চন্দাবৎ-সামন্ত কাণজী, করিমচাঁদ,

নয়ান সা ও বনবীর উল্লেখযোগ্য । সকলে মল্ল-যুদ্ধ দেখিতে-

ছিলেন । মল্লযুদ্ধভূমিতে হুইজন মল্ল—দয়াল সা ও

প্রভুরাম খেলা দেখাইতেছিল ।

বিক্রমা ।

অদ্ভুত কৌশল ; বাখানি বীরত্ব তব

বীর প্রভুরাম । সাবাস্ সাবাস্ । অতি

শ্লাঘ্য মল্ল-যুদ্ধ তব । লহ পুরস্কার

কর্ণহার দিলাম যৌতুক ।

(প্রভুরাম কর্ণহার লইয়া প্রণাম করিয়া

প্রস্থান করিল)

দয়াল ! যদিও আজি পরাজিত তুমি,
তথাপিও, দেখায়েছ অদ্ভুত কৌশল !
আছে দৈত্যবল দৈহে তব ; লহ এই
পুষ্পগুচ্ছ পুরস্কার !

(দয়াল পুষ্প গুচ্ছ লইয়া প্রণাম করিয়া
প্রস্থান করিল)

মল্লক্রীড়া শরীরের উৎসাহ-বর্ধক ।
বীরত্বের নিকষ-প্রসূর । শরযুদ্ধ
সম, নহে শুধু চাতুর্যের রঙ্গলীলা ।
পদাতিক সৈন্য যথা, শর-ব্যবসায়ী
অশারোহী সৈন্য হতে যুদ্ধের কল্যাণ
সাধে, সেই মত মল্লযুদ্ধ, শরযুদ্ধ
হতে শ্লাঘ্যতর, বীরত্ব-ব্যঞ্জক ।

করিম

রাণা ! শরযুদ্ধে কর নিন্দা আজ ! একি
কথা শুনি কহ, বাপ্পারাও-বংশজাত
মেবারের রাণামুখে ? শোভা নাহি পায় !
যেই শরযুদ্ধ বলে, রাজপুত জাতি
টলাইল ভুবনে, —দূর ত্রেতাযুগে
যে শর সমরে ভগবান্ রামচন্দ্র
(রাজপুত-আদিনর), ভেদি রাক্ষসের
গৃহ, বধি ছরস্ত্র রাবণে, উদ্ধারিল
পবিত্রা সীতায়, —অযোধ্যার যশোমান

সনে,—রাণা ! কেমনে সে কাম্যুক বিদ্যায়
 ক্ষত্রিয়ের প্রধান সম্বল জানি, কর
 নিন্দা বালকের মত ? শরযুদ্ধ নহে
 গ্নাঘ্য ? হাসি আসে শুনি তব কথা ! রাণা !
 মল্লযুদ্ধ শরযুদ্ধ হতে প্রশংসার
 পরিচয় ? কি দিব উত্তর ? আছে বহু
 রাজপুত ডুমরাহ, উপস্থিত হেথা ;
 বীরত্বে যাদের কাঁপে বিদ্য-শৈলচূড়া,
 কাঁপে দিল্লী সিংহাসন, কাঁপে চমকিত
 অসভ্য তাতার,—তঁারাই বলিতে পারে
 মল্লযুদ্ধ কিম্বা শরযুদ্ধ বীরত্বের
 পরীক্ষার স্থল । কহ চন্দাবৎ সামন্ত !
 কহ দয়াল সা, কিবা মত তোমাদের ?
 হাসি আসে শুনিয়া রাণার কথা ; যেই
 জন দেখিয়াছে রাজপুত-রগনীতি,
 কহিবে নিশ্চয়, শিখোঁছিল ধনুর্বিদ্যা
 রাজপুত জাতি, তাই আজি পৃথিবীর
 বক্ষঃস্থলে সূর্যশ তাদের, বিষ্ণুবক্ষে
 ব্রাহ্মণের পদরজঃ সম, নিজগর্বে
 ভরে, আছে সমুজ্জ্বল । নহে, মগ্ন হয়ে
 পারশ্ব-সাগরে যুগ যুগান্তর ধরি
 থাকিত জলধি-মগ্ন উপলের রাশি

কানজী ।

রাণী ।

সম । ভীমকায় প্রস্তুতের তলে, দুর্কী-
 দল যথা, নিষ্পেষিত হইত সে যশঃ ।
 ছিল শরযুদ্ধ শিক্ষা রাজপুতানায়
 তাই বুঝি বাহাদুর গুর্জর নৃপতি
 যবে আক্রমিল পরাক্রমে, রাজপুত
 বীর সুরক্ষিত মেবারের দশ দিকে,—
 ধনুর্বিদ্যা পারদর্শী কাশজী করিম
 আরো বহু বীর ওমরাহ ভঙ্গ দিল
 রণস্থল হতে ! লুকাইল রমণীর
 অঞ্চলের পাশে । গুজরাট অধিপতি
 ম্লেচ্ছ বাহাদুর কেশে ধরি অপমান
 করে যবে মেবারের রাজশ্রীকে, যবে
 চিতোরের সিংহাসনে বসি হুঙ্কারিল
 নিঃশঙ্ক তাতার সিংহ, কোথা ছিল শর-
 বিদ্যা স্ননিপুণ কাণোজী তখন ? কোথা
 ছিল নির্ভীক করিম ? ছিল দিল্লীশ্বর
 হুমায়ুন, ছিল রাণী কর্ণাবতী, তাই
 আজ রাজপুত-দেশ মাঝে রাজপুত-
 বীরগণ করে আশ্চর্যন ! রমণীর
 সুকোমল ধনুর্বিদ্যা রক্ষিল সকলে,
 চন্দ্র যথা রঞ্জে পান্ডুজনে রশ্মিদানে
 নিশীথে তরুর হতে ।

কাপুরুষ, ধূর্ত

বিশ্বাসঘাতক ওমরাহদল,—ঘোর
শত্রু স্বদেশের,—করে আশ্ফালন আজি
ধনুর্বিদ্যা লয়ে ! নাহি লজ্জাবোধ, নাহি
অপমান-জ্ঞান, তাই পুনঃ শির তুলি'
কথা কয় কুকুরের মত ! ধূর্ত যারা,
কাপুরুষ যারা, কুলাঙ্গার যারা, দেশ-
দ্রোহী যারা, তারা করে পৃষ্ঠ প্রদর্শন
স্বাধীনতা রণে !

করিম ।

সাবধান রাণা ! মনে
রেখো হুবির করিমচাঁদ নহে মৃত !
মেবারের দস্তী রাণা সমরের পূর্ব-
দিনে যদি প্রকাশ্য-সভায় অপমান
না করিত ওমরাহগণে, বাহাডুর
কখনও হইত না জয়ী রাজপুত
সনে যুদ্ধে ! তুমি নিরকোঁধ, তুমি দান্তিক,
তুমি রাজনীতি-মূর্খ, তাই সমরের
পূর্বদিনে ওমরাহগণে করেছিলে
হীন অপমান !

বিক্রমা ।

সাবধান প্রমারের
উদ্ধত সর্দার ! মনে রেখো কার সনে
কহ কথা ! তুই ক্ষুদ্র পার্বত্য তরুর,
আর আমি বাপ্পারাও-বংশ জাত রাণা !

সমরের পূর্বদিনে ওমরাহদলে
করে থাকি অপমান, ছিল প্রয়োজন
তার ! মেবারের রাণা যুদ্ধের নায়ক,—
বুঝেছিল, আবশ্যক ছিল তার ।

মেবারের

রাণা, মেবারের রাণা বলি কর দস্ত ;
বাপ্পারাও বংশ বলি করে আশ্চালন :
কিন্তু রে দান্তিক যুবক, এই দস্যুর
করুণার বিপণি-সকাশে একদিন
পিতা তব সিংহাসন ভিক্ষা করেছিল !
ছিল প্রমার-বংশীয় দস্যু কস্মিচাঁদ
তাই মেবারের মহারাণা সঙ্গসিংহ
বিতাড়িত রাজ্য হতে—পৃথ্বি সিংহ রোষে—
হলেন সক্ষম রক্ষিতে আপন প্রাণ !
ছিল এই কস্মিচাঁদ দস্যু ব্যবসায়ী,
তাই রাণা বিক্রমাজিৎ নিজ স্কন্ধ 'পরে
হেরে আপনার শির । হয়ে ছিল পুষ্ঠ
তার কলেবর, এই দস্যু কস্মিচাঁদ—
করুণা-প্রদত্ত গোধূম-পিষ্টকে । আর
আজ বিক্রমাজিৎ মেবারের সিংহাসনে
পর্বতের সমুচ্চ শিখরে, তাই করে
আশ্চালন ! বিধির বিপাক ! হৃদ্ধ দিয়া
কালসর্প করিত্ত পোষণ ।

বিক্রম ।

আরে, আরে

দস্য্য ব্যবসায়ী ! আরে অকিঞ্চিং প্রজা !
 করো রাজনিন্দা রাজার সম্মুখে ! জান
 নাকি ফুৎকারে উড়াতে পারি বৃথাদন্ত
 তব ! জনক আমার, কোথা কোন্ কস্ম-
 ব্যপদেশে শৈলগুহা করিল আশ্রয়,
 তার তরে পুত্র তার দায়ী ! ক্ষত্র-শাস্ত্রে
 কোথা আছে হেন কথা লেখা ? "রাজা
 যদি ভাগ্যের বিপাকে সিংহাসন চ্যুত
 হয়, প্রজা তারে না করে আশ্রয় দান ?
 প্রজার কর্তব্য ইহা ! যে প্রজা না করে
 দেশ দ্রোহী সেই জন, বিজ্রোহের শাস্তি
 অঙ্গে তার অবশ্য প্রদেয় ! বেই করে.
 সেই প্রজা করে শুধু কর্তব্য সাধন ।
 যদি কোন প্রজা করে রাজার বিরুদ্ধে
 মিথ্যা নিন্দাবাদ, সর্পস্কৃত অঙ্গুলির
 মত, উচিত রাজার, করিতে ছেদিত
 তারে স্বদেশ হইতে ; অথবা করিতে
 বিংশ বার বেত্রাঘাত পৃষ্ঠেতে তাহার
 রাজ-পথ মাঝে ! কস্মিচাঁদ ! বনদস্য্য !
 সেই মত শাস্তি আছে ভাগ্যে তোর !

করিম ।

আরে

আরে কটুভাষী শিশু ? আরে রাজহংস-

কুলায় মাঝারে নিষ্কিপ্ত গোকুর-ডিঙ ?
 আরে পিতৃ-বন্ধু-দ্রোহি ! অশীতি বরষ
 আমি করিয়াছি বিধিমতে যে খড়্গের
 পূজা, নাহি ডরে সেই খড়্গ তিল মাত্র
 আশ্ফালন তোর ! এই খড়্গে যে তরুর
 মূলে করেছি মৃত্তিকা দান, পুনঃ কাটি'
 খান খান, ধরা-শায়ী করিব তাহারে !
 অপমান মোরে ! বেত্রাঘাত ! পৃষ্ঠে মম !
 আরে রে দাস্তিক ! এখনও কস্মিঁচাঁদ
 বৃদ্ধ, করে নাই অঙ্গত্যাগ, ধরে নাই
 হরি নাম মালা, বাহুযুগ তার, হয়
 নাই শোণিত বিহীন, বার্কক্যের রক্ত-
 পায়ী ক্রিমির দংশনে, হই নাই, জীর্ণ
 শীর্ণ বিবর্ণ দুর্বল । করি সাবধান,
 পুনঃ যদি করো অপমান, গুরু বধা
 শাস্তি দেয় অবাধ্য শিষ্যেরে, সেই মত
 দিব শাস্তি তোরে ভাল মতে !

আরে আরে

প্রগল্ভ বিদ্রোহি ! ক্ষুদ্র এক প্রমারের
 সর্দারের কাছে, সহিবেনা মেবারের
 রাণা, বিদ্রোহীর উদ্ধত উত্তর !

প্রভু—

রাম ?

(প্রভুরামের প্রবেশ)

রাজভক্ত সৈনিক প্রধ্বন ! করো
বন্দী বুদ্ধ দস্যু বিদ্রোহী সর্দারে !

কর্মা । (অসি নিষ্কাশণ) আরে
ভৃত্য ! সাবধান ! রাজ-ভক্তি পারে যদি
বাঁচাইতে প্রাণ, হও আশুমান । নচেৎ—

রাণা । নচেৎ দ্বাদশ সৈনিক অস্ত্রহীন ক'রে
তোরে, প্রকাশ্য সভায়, ওই দৃষ্ট পৃষ্ঠ
জর্জরিত করিবে প্রহারে ।

(সঙ্কেতে দ্বাদশ সৈনিকের প্রবেশ)

সৈন্যগণ !

চূর্ণ করো বুদ্ধের শরীর ।

(সৈনিকেরা কশ্মিটাদকে অস্ত্রহীন করিল ও
প্রহার করিতে লাগিল)

কর্মা । কে আছ হে বন্ধুজন ! রক্ষা কর, রক্ষা
কর বুদ্ধের শরীর !

বনবীর । সাবধান মল্লগণ ! কাপুরুষ সম সব
বুদ্ধজনে করো না প্রহার ! কর ত্যাগ
তারে ! মুহূর্ত্ত বিলম্ব হ'লে, তরবারি

মম, দ্বিখণ্ডিত করিবে সকলে ! এস

তবে, লহ এর প্রতিক্ষণ ।

(বনবীরের সহিত মল্লগণের যুদ্ধ আরম্ভ হইল ও
সকলেই পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল)

আর কত

সৈন্য আছে রাণা ? করহ আহ্বান সবে !

দেখি বৃদ্ধ কশ্মিচাঁদে কেবা করে, পুনঃ

অপমান !

রাণা ।

সাবধান বনবীর ! উগ্র

বিষধর সর্প সনে করিও না খেলা ।

মনে রেখো রাজ-আজ্ঞা ইহা, মনে রেখো

মেবারের রাণা শান্তি দেয় একজন

বিদ্রোহী প্রজারে ! হোক সে বৃদ্ধ, হোক সে

বালক, হোক নারী, যদি হয় বিদ্রোহী

সে জন, অবশ্য রাজা দিবে শান্তি তারে !

বনবীর ।

বিদ্রোহের মিথ্যা স্ত্রী ধরি, বৃদ্ধজন

দারুণ প্রহার, অন্ধ তব ঔদ্ধত্যের

পরিচয় ।

বিক্রমা ।

আরে অর্কাটীন ! দুর্কিনীত !

মনে রেখো রাণা আমি ! মনে রেখো, রাজা

যেই জন, প্রজার জীবন, মুষ্টি মধ্যে

রহে বদ্ধ তার ! কোটি কোটি পিপীলিকা

নিষ্পেষিত করে যথা মানবের কর,
সেই মত নরপতি পারে নিষ্পেষিতে
প্রজাদলে কোটি কোটি করি ! রাজ-আজ্ঞা,
কর্মিচাঁদে করিতে প্রহার ! রাজ-আজ্ঞা
করো না লঙ্ঘন ।

কাণজী ।

রাজাজ্ঞা অণায় হ'লে

নহে বাধা প্রজাদল সে আজ্ঞা পালিতে ।

বিক্রমা ।

রাজদ্রোহী, ঘৃণিত কুকুর ! তুচ্ছ হও ।

যুদ্ধ হ'তে করি পলায়ন, দেয় যেই

রাজার সম্মুখে উদ্ধত উত্তর, সেই

প্রজা সে রাজ্যের আবর্জনা । পদাঘাত

করি সে প্রজার শিরে আমি !

বনবীর ।

(ভরবারি খুলিয়া) সাবধান

রাণা ! জন্ম ভাগ্যবলে, মেবারের রাজা

তুমি আজ, তা না হ'লে দিতাম ইহার

সমুচিত প্রত্যুত্তর ।

বিক্রমা ।

পদাঘাত করি

প্রত্যুত্তর-শিরে তব, পদাঘাত করি

রাজদ্রোহী ওমরাহ দলে, পদাঘাত

করি পিতৃব্যের উপপত্নীজাত, নীচ

দাসীপুত্র, বনবীর-শিরে ।

বনবীর ।

সাবধান !

পুনঃ যদি কহ হেন অপমান কথা,

স্বক্ৰচ্যুত শির তব মুহূর্ত্ত না যেতে
হরিবে জিহ্বার শক্তি ।

বিক্রমা ।

বাথানি বীরত্ব ;—

রাজ্য মাঝে নিজ দল বল সুরক্ষিত
হয়ে বীর বাক্য প্রয়োগ,—কাপুরুষের
পুরুষত্ব ! যাও ভার্য্যার কামার্ভ কৰ্ণে
কহ গিয়ে বীরত্ব-কাহিনী ; উপপত্নী
ক্রোড়ে বসি', বামাগণ চুম্বনে অস্থির
করি, কর গিয়া বীরত্বের নৃত্যগীত !
লজ্জাহীন বীর ! প্রায়শ্চিত্ত করো আগে
আপন পাপের । লোকনিন্দা-হোমায়িত্তে
করো দগ্ধ রূপাণ তোমার । তারপর
এস বিক্রমজিতের সনে করিবারে
অসি পরিমাণ ।

(প্রস্থান)

কাণোজী ।

উঠ, উঠ যে যেখানে

আছ বীর ! যেই স্থানে বীরত্বের হয়
অপমান, জনমত দহে সেই স্থান ।
রূপাণ ঝলসি উঠে কোষ কারা হ'তে
করি মুক্ত নিজ কলেবর ! চাহে শুধু
প্রতিশোধ অপমানকারী 'পরে ! যেই
হুর্কিনীত নিবায়েছে ক্ষত্রিয়ের দীপ,

দ্বিতীয় দৃশ্য]

সিংহাসন ।

৯৭-২৭
AOL 20026
২০১১/২০০৬

২১

করো তার প্রাণবধ ; করো অবমান
প্রতিহিংসা-শ্রোতে তারে করি নিমজ্জিত ।
বীরগণ ! কেন আর রাজসভা মাঝে ?
চল যাই, যেথা গেলে শুনিতে না হবে
ক্ষত্রিয়ের নিন্দাবাদ, নির্দোষের গ্লানি ।

দয়াল শা ।

চল, চল, হেথা নহে আর, বিষ্ঠাময়
স্থানে কেবু চাহে রহিবারে ?

কর্ষিচাঁদ ।

এই ধূলি-

কণা,—অঙ্গে যাহা লাগিয়াছে সভা তলে,—
বিক্রমাজিতের ধ্বংসে হবে অগ্নিকণা !
এই অপমান,—গ্রাসিতে সে নরাধমে
বদন ব্যাদান করে রাক্ষসের মত ।
ভাই সব, কর প্রতিশ্রুতি ; যদি চাও সবে
আপন সম্রম বশ অক্ষুণ্ণ রাখিতে,
সপ্তদিনে মেবারের সিংহাসন হ'তে
দূর ক'রে দিবে এই উদ্ধত রাণারে ।

সকল ওমরাহ । নিশ্চয় ! নিশ্চয় !

কর্ষিচাঁদ ।

অসিম্পর্শে করো প্রতিশ্রুতি ; সপ্তদিন
না হ'তে বিগত, লবে এর প্রতিশোধ ।

সকলে ।

সপ্তদিন না হ'তে বিগত লব এর
প্রতিশোধ ।

কর্ষা ।

যদি প্রাণ যায়,



কর্মী ।

তথাপিও দিব প্রাণ প্রতিশোধ-
বিনিময়ে,

সকলে ।

দিবপ্রাণ প্রতিশোধ-বিনিময়ে ।

কর্মী ।

রাণা সঙ্গসিংহ ! স্বর্গ হ'তে স্তন বাণী,
ধ্বংস করে পুত্র তব স্বর্ণ-সিংহাসন !
বহু শোণিতের পরিবর্তে রেখেছিলে
অটুট বাহারে,—বাপ্লাবংশধর বীর
রাণাগণ পিতৃ-পিতামহক্রমে পুঞ্জ
যারে গৃহদেবতার পুত্র অর্থ দানে,—
রাজপুত্র-ইতিহাস লেখা অঙ্গে বার
স্বর্ণাঙ্করে, ভগবান্‌ রামচন্দ্র হ'তে,—
আজি সেই পুণ্য সিংহাসন,— পুত্র তব
পদাঘাতে ভাঙিছে দুর্দৃষ্টি ! মূঢ়মতি
বানরে কেমনে বুঝে মুক্তার আদর !
হায় ! হায় ! মেবারের সিংহাসন যায়
বুঝি এতদিন পরে !

(সকলের প্রশ্নান)

তৃতীয় দৃশ্য—রাজপথ ।

নাগরিকগণ ।

১ম নাগরিক । বাঁ ক'রে এতটা কাণ্ড হয়ে গেল, ঠিক বুঝতে পারলুম না ।

২য় নাগ । ওর ভেতর বোঝবার কিছু নেই । রাণা ওমরাহদের, সভার মাঝখানে অপমান করেছিলেন ; কাজেই ওমরাহরা দল বেঁধে রাজসভা হ'তে বেরিয়ে গেলেন । কোনও মানী লোক এ অবস্থায় রাজসভায় থাকতে পারে না ।

৩য় নাগ । অপমান ব'লে অপমান । বুড়ো কর্মিচাঁদকে বারো জন সৈনিক দিয়ে আছা ক'রে প্রহার করা হয়েছে । বুড়োর নেহাত পাকা হাড়, তাই সেই প্রহারের পরও সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পেরেছে । আমি হ'লে বোধ হয়, সে মারের চোটে তুলসীতলার সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিয়ে ফেলতুম ।

১ম নাগ । এঁ্যা! বল কি ? বুড়ো কর্মিচাঁদকে মেরেছে ? বুড়ো যে মেবার রাজ্যের স্তম্ভ ; তাকে যে মেবার দেশের পশু পক্ষী অবধি সম্মান ক'রে থাকে ।

৩য় নাগ । এই বুড়ো ছিল ব'লে রাণা সংগ্রাম সিংহ মেবার রাজ্য ফিরিয়ে পেয়েছিলেন । নইলে পৃথ্বী সিংহ ত সিংহাসনে শিকড় নামিয়ে ছিলেন ।

২য় নাগ । শুনেছি নাকি, রাণা সংগ্রাম সিংহ তাঁর সাত বেটা নিয়ে এই কর্মিচাঁদদের কুঁড়ে ঘরে ছই বছর শুধু ঘাসের কুটি খেয়ে বেচে ছিলেন । তখন রাণা সংগ্রাম সিংহের ভাই পৃথ্বী সিংহ মেবার রাজ্যের রাণা । তিনি

ভাইকে দুইচক্ষে দেখতে পারতেন না । আর কেই বা পারে ? ও রাজা-রাজ্ঞাদের ঘরে ভায়ে ভায়ে গরমিল হয়েই থাকে । যেমন একটা স্বামী হ'লে সতীন সতীনে ঝগড়া হয়েই থাকে, তেমনি একটা সিংহাসন হলেই রাজাদের বাড়ীতে ভাইএ ভাইএ ঝগড়া হবেই হবে । যতই রক্তের নিকটত্ব, ততই একখানা তরোয়াল মাঝখানে বলমল ক'রে উঠবেই উঠবে ।

১ম নাগ । না—না—সব জায়গায় তা হয় না । তবে, হাঁ, বলতে পার, সংগ্রাম সিংহ ও পৃথ্বী সিংহে মোটেই ভাব ছিল না ।

২য় নাগ । তার কারণ আর কিছুই নয়, শুধু মাঝ খানে এক খানা সোণার তক্তপোষ ।

৩য় নাগ । আরও কারণ ছিল হে, আরও কারণ ছিল । সে সব কথা আর শুনে কাজ নেই । ও সব রাজারাজ্ঞাদের কথা, ওখানে বিষ্ঠাও সোণা হয় । আর আমাদের ঘরে হলেই, অমনি শালা লম্পট বদমায়েস ।

১ম নাগ । হাঁ-হাঁ, আমরাও কিছু কিছু জানি বই কি ! আমরাও তো একেবারে পাটলিপুত্র সহরে কাপড় বেচি না । আমরাও কিছু কিছু খবর রাখি ।

২য় নাগ । হাঁ, হাঁ, ঐ সেই দাসী ছুঁ ডীটার কথা বলছ ত ! আঃ ! সে আর কে জানে না হে !

৩য় নাগ । তা বৈকি, তা বৈকি ! বিশেষ, যখন তার গর্ভের অতবড় একটা জলজ্যাঙ্কো ছেলে বর্তমান ।

২য় নাগ । ছেলে ব'লে ছেলে,—বনবীরের মত বীর পুত্র মেবার দেশে কটা আছে ?

১ম নাগ । তা, যাই হ'ক ; তার জন্তে পৃথ্বীসিংহের সঙ্গে ঝগড়া হবে কেন ?

৩য় নাগ । ওহে, তুমি এখনও ছেলে মানুষ । ও সব কথা বুঝতে পারবে না । ভাল ক'রে গোঁপ-টোপ বেরুক, তারপর ও সব মেয়েমানুষের কাণ্ড বুঝতে পারবে । বুঝলে হে ?

(খুড়োর প্রবেশ)

কি বলো খুড়ো ?

খুড়ো । কি বাবা ভাইপো, কি কথা হচ্ছিল ?

৩য় নাগ । এই মেয়েমানুষের কথা বাবা, সে আর নরোত্তম দুগ্ধপোষ্য-শিশু কি বুঝবে ? তুমি, আমি বরং—হাঁ হাঁ—কি বলো খুড়ো ?

খুড়ো । আর বাবা ভাইপো, এখন আর ও সব কথা ভাল বুঝতে পারি না । এই অবধারণ করো, এই উনসত্তর গিয়ে সত্তরে পদার্পণ করলুম । এখন, অবধারণ করো ভাইপো, যত শ্রালী পাশের বালিশ পায়ের বালিশ হয়ে দাঁড়িয়েছে ।

৩য় নাগ । বল কি খুড়ো ? তোমার এমন অধঃপতন হয়েছে ! না, না—খুড়ো, তাত কি কখনও হ'তে পারে ? তুমি বাবা, পৃথ্বীসিংহের এক গেলাসের ইয়ার, তোমার এমন অধঃপতন হবে ? কাল বুঝি খুড়ীর সঙ্গে একটু মন কষাকষি,—হাঁ, হাঁ, খুড়ো, এইবার ধরা পড়েছ বাবা !

খুড়ো । রাম ! রাম ! খুড়ী ! খুড়ী এখন তালের হুড়ী ।

৩য় নাগ । ও ! তাই বুঝি এখন পায়ের বালিশ হয়ে দাঁড়িয়েছে ?

১ম নাগ । আচ্ছা খুড়ো, এখন যদি একটা পনেরো ষোল বছরের কচি-

তালশাসের সঙ্গে তোমার প্রণয় সম্বন্ধটন হয়, তা হলে বোধ হয়, তাকে মাথার বালিশ করে রাখ ?

খুড়ো ! হাঁ-হাঁ—অবধারণ করো, অবধারণ করো—সে কি আমার ভাগ্যে—

৩য় নাগ । জুটবে ? যা বলেছ খুড়ো—ওই ছুঃখেই মেবার দেশটা উচ্ছন্ন গেল । যত ছুঁড়ী কেবল ছোঁড়া ধরবে, আরে তা হ'লে যাদের মাথায় ধবল রোগ এসে ধরেছে, তাদের উপায় কি হবে ?

খুড়ো । আর—অবধারণ করগে—ছুঁড়ীদের ধর্মজ্ঞানটা একেবারে চলে গিয়েছে ।

২য় নাগ । তবে একটু আশা আছে খুড়ো । আজকে মদন-ব্রয়োদশী । আজ মেবারের ছুঁড়ীগুলো মদনপূজা করচে, আর পাগলা কুকুরগুলোর মত রাস্তায় রাস্তায় ছটফটিয়ে বেড়াচ্ছে । দেখ, আজ যদি বুড়ো হাবড়া বাদ না রাখে ।

৩য় নাগ । খুড়ো, ঐ দেখ কতকগুলো ছুঁড়ী মাছের ঝাঁকের মত এই দিকে গান করতে করতে আসছে । এইবার খুড়ো, একটু গোঁফে চাড়া দিয়ে ছোকরা বাবু হয়ে দাঁড়াও, তা হ'লেই একটা চুনোপুঁটি লেগে যেতে পারে ।

খুড়ো । তাই ত, সত্যিই ত । অবধারণ করগে—এই দিকে একদল ছুঁড়ী আসছে বটে ত ।

৩য় নাগ । খুড়ো ! চল, আমরা একটু স'রে দাঁড়াই । তা না হ'লে ছুঁড়ীদের ঠমকটা ভাল উপভোগ করতে পারা যাবে না ।

খুড়ো । তা—অবধারণ করগে—অবধারণ করগে ।—

২য় নাগ । আজকে আর অবধারণ নয় খুড়ো ! একেবারে ধারণ !

এস, এস, অমন গোলাপ ফুলের বাঁকের পাশে ঘেঁটুকুল হয়ে দাঁড়িয়ে
থেক না ।

(প্রস্থান)

(কতিপয় নাগরিকার প্রবেশ ও গীত)

ভরা চাঁদ উঠেছে ফুলকুল ফুটেছে,
বসন্ত এসেছে মলয় সনে ।
পোড়া অনঙ্গবাণে জ্বলি যে আগুনে
নিবা'ব সে আগুন বল কেমনে ?
হে দেব, হে দেব, হে দেব ফুলশর,
(হে দেব সূচতুর, নিশ্চয় ফুলশর)
তোমার কুমুমবাণে অঙ্গ জ্বর জ্বর,
ললিত দয়িত ভরে ত্বিত যে অধর
তিরপিত, বল, হবে কেমনে ?
যৌবন কেমনে, রাখিব ধরিয়া,
কাস্তুর উদ্দেশে চলে যে ছুটিয়া
কুল যশ মান সব গেল যে টুটিয়া ;
পাগল করে যে ক্ষেপা মদনে ।

চতুর্থ দৃশ্য—পর্বতগুহা ।

চৈতরা উপবিষ্ট ।

চৈতরা । সিংহাসন ! সিংহাসন ! শুধু মেবারের সিংহাসন ! চোখের সম্মুখে, আমার সমস্ত পৃথিবীটা ক্ষুধার্ত হয়ে চাইছে, শুধু মেবারের সিংহাসন । প্রথম যৌবনে যে দিন মেবারের সিংহাসন দেখি, সেই দিন থেকে তার বিচিত্র ঔজ্জ্বল্য আমার সমস্ত জীবনের মাঝে এক সুস্পষ্ট রেখা টেনে দিয়েছে । আমি যেন অর্ধ ছিন্ন হয়ে নিজের শোণিতের খারায় নিজেই নির্মাজ্জিত হচ্ছি । অনেক দিন হয়ে গেল, জীবনের অনেক অধ্যায় শেষ হয়ে গেল, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত বাল্যকাল হ'তে রোপিত, যৌবনে সলিল-সেচিত, প্রোঢ়ে বুভুক্ষু পশুদল হ'তে রক্ষিত, আমার আশা-তরুকে ফুলে ফলে পরিশোভিত হ'তে দেখতে পেলুম না । মা দুর্গে ! কতকাল আর তোমার সন্তানকে, জীবনের সিদ্ধি থেকে বহু নিয়ে তাড়িয়ে দিয়ে রাখবে ? মা মা ! সন্তানকে সিদ্ধি দাও ! অঙ্গারত্বপে পুনরায় অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করো ।

(পরিক্রমণ)

অপার সমুদ্রের তীরে ব'সে এবার একবার জাল ফেলা গেছে । পুরোহিত ঠাকুর যে রকম কৰ্ম্মকুশল, তাতে এ কৌশল বোধ হয় ব্যর্থ হবে না । মা দুর্গে !

(গণক ঠাকুর ও সুরেখার প্রবেশ)

গণক ।

মা সুরেখে ! ওই তব পিতা ! উর্দ্ধনেত্র

হের, চেয়ে আছে অশ্বিকার করুণার
পানে ।

চৈতরা । কে ? এসেছি! এসেছি! কণ্ডা আমার ! আমার
সর্বস্ব ! আমার সৃষ্টি ! আয় মা ! একবার আমার কোলে আয় ! তোকে
কত দিন দেখিনি ।

(সুরেখা চৈতরার নিকটে গেল)

বোম্ । আমার পার্শ্বে বোম্ ! আমি তোকে একবার দেখি ।
দেখতে দেখতে হয় ত এই দশ বৎসরের গহ্বর একদিনে পূর্ণ ক'রে তুলতে
পারব ।

(চৈতরা সুরেখার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন)

গণক । তা হ'লে আপনারা বাপে-বিয়ে বোঝাপড়া করুন, আমি
ততক্ষণ আমার দৈনিক পূজার সঙ্গে বোঝাপড়াটা করেনি ।

(প্রস্থান)

সুরেখা । পিতা ! আমি অত্যন্ত অভাগিনী, তা না হলে তোমার মত
পিতার স্নেহ-ঐশ্বর্য্য এতদিন ভোগ করতে পাইনি কেন ?

চৈতরা । আমি যে মা, আরও অভাগা ! যে বীজ নিজে রোপণ
করেছি, যে বীজের উজ্জীবনের জন্তু নিজে জল সেচন করেছি, সেই বীজ
যখন পত্র পুষ্প ফলে মুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে, তখন আমি তাকে উপভোগ
আনন্দাশ্রু দিয়ে, স্নাত ক'রে জীবনের আরাম লাভ করতে পারিনি ।
সুরেখা ! জীবনে কস্মই সব নয়, কস্মের সিদ্ধি কস্মের অসম্পূর্ণতার
অবসান করে । মা ! আজ তুমি আমায় দেখা দিয়ে, আমার জীবন-

গ্রন্থের শেষ অধ্যায় আনন্দোৎসবে উৎফুল্ল করে তুলে ! আজ আমার কি শাস্তি ! আজ আমার কি আনন্দ !

সুরেখা । পিতা ! আপনি আমার সঙ্গে চলুন । আমি আমার স্বামীকে ব'লে, আমাদের গৃহে আপনার বাসস্থানের ব্যবস্থা করি । সেখানে কোমল শয্যা আছে, দেখবার গুনবার, পরিচর্যা করবার লোক থাকবে, রোগে ঔষধ দেবার ব্যবস্থা হবে । আমি যা দেখছি, এই নির্জন, অপরিষ্কার, বন্ধুর শৈলগুহায় ওই প্রস্তর শয্যা গুয়ে থাকলে, আপনি শীঘ্রই আপনার জীবন হারাবেন ।

চৈতরা । (হাসিয়া) জীবন হারাব ? সুরেখা ! তুমি কি ভাব, জীবনের আর আমার বাকি আছে ? এই আমার বুকের ওপর হাত দিয়ে দেখ, যেটা ধুক ধুক করচে, সেটা কত নিরাশার কথা জাগিয়ে তুলছে । আমার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখ, তাতে প্রকৃতির আলোক নাই—শুধু পরজীবনের ছায়া নৃত্য করে বেড়াচ্ছে । আমার হাত পা গুলো মৃত্যুর শীতল হ্রদে নিম্নে অসাড়ে ঘুমিয়ে পড়চে । না, সুরেখা, আমি আর বাঁচব না ।

সুরেখা । কেন বাঁচবেন না । আপনি আমার সঙ্গে চলুন ; আমি ভাল ভাল কবিরাজ দেখিয়ে,—

চৈতরা । (হাসিয়া) হা হা ! সুরেখা ! যদি আমার শারীরিক কোনও অসুখ হোত, কবিরাজে ভাল করত । কিন্তু এ যে আমার মনের অসুখ । এ অসুখে কবিরাজ কি করবে মা ?

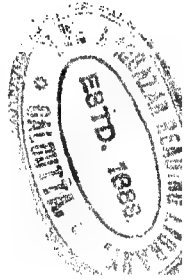
সুরেখা । কেন, আপনার কিসের মনের অসুখ, বাবা ?

চৈতরা । বালিকে !

কি বুঝাব কি অসুখ মনেতে আমার !

প্রতিহিংসানে জ্বলে, যেই বিশ্ব আছে

লুকায়িত এই রুগ্ন পঞ্জর-আড়ালে !
 ধূর্ত সঙ্গসিংহ করিল হরণ মম
 তনয়ারে, সন্ধিপত্রে করি পদাঘাত !
 বৎসে !
 হরে নাই শুধু বালিকায়,—সেই সঙ্গে
 হরে নিল এই ছই লৌহদণ্ড সম
 বাহুর শক্তি ; দিয়ে গেল পরিবর্তে,
 শুধু জর', পক্ষাঘাত, উদ্যমহীনতা,
 নিরন্তর নিরাশার রাশি ; চৈতরারে
 চিরতরে প্রেরিল শ্মশানে ! জীবনের
 নিবিল আলোক ! আশা-রশ্মি নাহি দেখি
 আর, সুবিস্তার ভবিষ্য প্রান্তরে ! কোথা
 প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ মম ! লুকায়েছে
 তারা কুজ্জাটিকা-অস্তুরালে ! মেবারের
 সিংহাসনে বসিবার নাহি লোভ মম,
 নাহি সম্ভাবনা ! কিন্তু যদি পারি কভু,
 মম তনয়ারে, কিম্বা মম জামাতারে
 বসাইতে ওই সিংহাসনে, তবে মম
 মনের আগুণ হইবে শীতল ! মম
 বংশজাত আর কেহ নাহি মোর ; বাতি
 দিতে আছে শুধু ঔরস-সজ্জাত কণ্ঠা
 চৈতরার ভবিষ্য-দুয়ারে । তাই আজ
 মনে হয় পারি যদি বসাতে তোমায়



মেবারের সিংহাসনে, হৃদি ঘনঘটা
পুণ্য বরষা সিঞ্চে হইয় বিগলিত ।

নহে,

বুধা জন্ম, দীর্ঘ দিন বুধা কাটায়েছি
বুধা করি জীর্ণ অস্থি বহন এখনো ।

সুরেখা ।

আমি সর্বনাশী ঘটায়েছি এ বিপদ
তব । আমি তব জরার কারণ ! আমি
তব মনে জ্বালায়িছি চিতার আগুণ !

চৈতরা ।

তাই যদি হয়, নিবাও আবার চিতা ।
ভীলের দারুণ তৃষ্ণা মিটাও সলিলে ।
প্রতিহিংসা রণে হও সহায় আমার ।
বল, বল সুরেখা আমার ! করি যদি
প্রতিশোধ-আয়োজন, এই জাতি-যজ্ঞে
হবে পুরোহিত ?

সুরেখা ।

কি সাহায্য করিবারে

পারি আমি ?

চৈতরা ।

কহ জামাতারে, তারে এই

মেবারের সিংহাসন লভিতে হইবে ।

দিব যত ভীল সৈন্ত আছে মোর । যাব
নিজে সংগ্রামে শোণিত দিতে ! কাড়ি' আনি
অশ্বিকার আশীর্বাদ, পরাইয়া দিব

বর্শরূপে অঙ্গেতে তাহার ! শুধু—শুধু

সঙ্গসিংহ পুত্র বিক্রমাজিতেরে—(আজি

যেই দক্ষ্যপুত্র উপবিষ্ট মেবারের
সিংহাসনে) তারে উপাড়ি সমূলে, রক্তে
তার চৈতরার করিয়া তর্পণ, পরে
সেই সিংহাসনে, মেবারের রাণা হয়ে
বসিতে আপনি । আর কিছু নাহি চাই !
আর কিছু নাহি চাই ! শুধু এই ভিক্ষা
তোমার সকাশে !

স্বরেখা ।

কিন্তু কেমনে সম্ভব ?

মেবারের সিংহাসন, মেবারের বীর-
দল করে রক্ষা, দেবতা-মন্দির যথা
করে রক্ষা পূজারী ব্রাহ্মণ দলে । যদি
হয় প্রয়োজন, রাজ্যের সমস্ত প্রজা,—
কিবা নর, কিবা নারী, হাসিমুখে দিবে
প্রাণ, রক্ষায় তাহার ! রাজপুত-জাতি
রাজার আসনে হেরে, যেন আপনার
শোণিতের হরিষার ! কেমনে সম্ভব,
তবে, স্বামীর আমার, লভিতে সে দৃঢ়
সিংহাসন ?

চৈতরা ।

জননী অধিকা করেছেন

ব্যবস্থা তাহার ! মাতা বহুকাল পরে
চাহিল বদন তুলি' । গুনিলাম মম
চরমুখে, ওমরাহ-দল অসম্ভব
রাণার উপরে ! প্রকাশ্য সভায় রাণা

করিয়াছে অপমান তাহাদের ! বুদ্ধ
কর্নীর্টাদ,—রাণাদের অরাতি-সমরে
রথচক্রসম বিনি গতি বিধায়ক,—
যাঁরে, মেবারের শিশুহতে বুদ্ধজন
সবে দেয় শব্দার অঞ্জলি,—বিনাদোষে
তাঁরে, বিক্রমাজিতের চাটুকারদল
করেছে প্রহার ! সে কারণে, যুক্তি করে
ওমরাহগণে, রাজ্যচ্যুত করিবারে
বিক্রমাজিতেরে ! বসাতে তথায়, অস্থ
কোন বাপ্পাবংশজাত বীরে ! ভ্রাতা তার
নাবালক । তেঁই আছয়ে সম্ভব, বীর
বনবীরে দিতে সিংহাসন ।

স্বরেখা ।

শুনিয়াছি ।

কিন্তু শুনি স্বামী মম দাসীগর্তুজাত,
তাই সবে করে না স্বীকার ।

চৈতরা ।

রাজপুত্র-

জাতি বীরত্বের পূজা করে । উচ্চতর
স্থান দেয় বীরত্বেরে, জন্মের গোরব
হতে । চাহে তারা সর্বাপেক্ষা বীর যেই,
সেই হবে সিংহাসন-অধিকারী ।

(গণকের পুনঃ প্রবেশ)

গণক ।

মাতঃ !

শুনিলাম প্রত্যাগত গুপ্তচরমুখে

চতুর্থ দৃশ্য]

সিংহাসন ।

প্রজাগণ চাহে, বনবীরে সিংহাসন
দিতে ; কিন্তু তিনি অস্বীকৃত !

উচতরা

কি কারণ

তার ?

গণক ।

নাহি জানি, কি কারণ ! শুধু চর
কহে এই বাণী ।

চৈতরা

মাতঃ ! এ সময় দাও

তব সাহায্য প্রার্থিত । গুনিয়াছি, তুমি
স্বামী-সোহাগিনী ; বনবীর-হৃদিক্ষেত্র
তব অধিকার ! রমণীসুলভ হলে,
করিয়া কর্ষণ, করহ রোপণ তথা
যেই নববীজ করিহু প্রদান আজ !

মাতঃ ! লোক-লজ্জা রাখো ! স্বীয় ভবিষ্যৎ
বুদ্ধিমতী নারীসম করহ গঠন ।

তার সনে, এই বৃদ্ধ অবিচার-হত
জনকের শেষকার্য্য করো সম্পাদন ।
চাহিনা'ক মৃত্যুপরে শ্রদ্ধার অঞ্জলি,
চাহি শুধু, মৃত্যুঘরে দাঁড়াইয়া, মম
বংশের গরিমাটুকু ।

সুরেখা ।

ভীল-কন্যা আমি !

এস তবে ভীলশক্তি হৃদয়ে আমার !
যে বৃক্ষে জনম নি'ছি, সেই বৃক্ষসম
হোক মম আশ্বাদন । বৃদ্ধ পিতা, হীন—

অত্যাচারে নিদীড়িত ; আমি ক'থা তাঁর !
 নহে কি উচিত মম প্রতিশোধ ল'তে ?
 একদিকে স্বামী হবে রাণা, অল্পদিকে
 অত্যাচারিত, বিধবস্ত পিতার, লওয়া
 হবে প্রতিশোধ ! এস তবে ভীল-শক্তি !
 দেখি,

ভীল রমণীর হৃদয়ের উদ্ধারার্থি
 পারে কি না পারে দহিবারে পুরুষের
 অত্যাচার-বিরাট কৌশল !

হে গণক,

বল তবে কি করিতে হবে ?

গণক ।

আছে পরামর্শ

বহু । কহিব নিভূতে । যদি পিতৃহুঃখে
 হয়েছ কাতর, এস বলি কি করিলে
 পিতা তব, হুঃখ হ'তে পায় অব্যাহতি ।

সুরেখা ।

পিতঃ ! প্রতিজ্ঞা করিলু তব চরণ পরশে,
 মনঃকষ্ট তব অচিরে ঘুচাব । এই
 ভীলক'থা, অত্যাচারি-শোণিত সেচনে
 ধৌত করি দেবে তব ক্ষতস্থান । তুমি
 হও না অধীর ! রক্ত তব থাকে যদি
 শরীরে আমার, সে শরীর তবকার্য্যে
 ভীলশক্তি করিয়ে ধারণ,—প্রতিশোধ
 এনে দেবে চরণে তোমার ।

চৈতরা ।

বৎসে ! করি

আশীর্বাদ, নবোদ্যমে হৃৎ জয়ী ।

(সুরেখা ও গণকের একদিকে ও দৈতরার
অপরদিকে প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য—একলিপ্সের মন্দির ।

সম্মুখে প্রতিমা ।

পুরোহিত দেবতার আরাত্রিক করিতেছেন । করিমচাঁদ, কাশোজী,
নয়ান সা, দয়াল সা, বনবীর ও অন্নাচ্ছ ওমরাহগণ
করবোড়ে দণ্ডায়মান ।

পূজারী ও পূজারিণীগণের গীত ।

মহাদেব মহাশিব মহাবৈভব মহাকাল !
জটাজুট-বিচর-গঙ্গা-শোভিত-শির ! চন্দ্রভাল !

পুরুষ ।

ঘন-গরজন-ফণি-ফণগণ-বিচরণ—রণরঙ্গ
বিভূতিভূষণ, অজিনবসন, জনমোহন অঙ্গ
যক্ষ-পিশাচ-সঙ্গ, সূক্ষ-নয়ন-ভঙ্গ
লক্ষকোটী রক্ষঃ দানব-দলনরূপ-বিশাল !

স্ত্রী ।

বামে শোভে কৈলাসকুল-কুন্দকুম্ম কামিনী
 দৃগুদানব দলনদণ্ড—দীধিতিময় রূপিনী
 দৈত্যমুণ্ড মালিনী, দস্যুধ্বংস কারিণী,
 দেব মানব পালন কারণ, ধরে করে করবাল ।

পুরোহিত ।

আজি সুপ্রভাত ! দেবতার আরাত্রিক
 শেষে, হেরি মেবারের বীরশ্রেষ্ঠ যত
 ওমরাহ উপস্থিত, প্রণমিতে দেব
 একলিঙ্গ রাতুল চরণে । বীরগণ ?
 রাজ্যের মঙ্গল সব ?

কশ্মিচাঁদ ।

কিনা তুমি জান,
 দেব, ত্রিকালজ্ঞ পুরোহিত, শতবর্ষ
 ধরি, পূজি মহাদেব একলিঙ্গে ? দেব ?
 রাজ্যের মঙ্গল কোথা ? রাণা বিক্রমাজিৎ
 বৃথা গর্বে হইয়া গর্কিত, অপমান
 করে হীন বাক্যে যত ওমরাহগণে !
 আর কি অধিক কব,—বৃদ্ধ আমি, মোরে
 করে শিরে পদাঘাত ; শুধু তাই নয় !
 আজ্ঞাদাস চাটুকার মল্লগণ দ্বারা
 রাজ সভা মাঝে মোরে করিল প্রহার ।
 বৃদ্ধের শরীর হ'তে করিল বাহির
 শোণিতের ধারা, অশীতি বরষ যাহা
 সুঝিয়াছে রণ, কিন্তু দেখে নাই কভু

বাহিরের আকাশ বাতাস । জীবলোক
 মৃত্যু মাঝে আছে যেই অবজ্ঞার হৃদ
 তার জলে নিমজ্জিতে পারি আমি নিজ
 অপমান ! কিন্তু ওমরাহগণ মাঝে
 যাহারা এ বুদ্ধ হতে বর্থেষ্ট তরুণ,
 যাহাদের ভবিষ্যৎ মেবারের সনে
 বহু বর্ষ ধরি^{*}রহিবে জড়িত,—যারা
 নিম্ন শরীর নিঃসৃত শোণিতের লৌহ-
 জাল দিয়ে রাখিয়াছে জনমভূমিরে
 নিরাপদ,—তারা কেন সবে অপমান ?
 প্রতিদিন এইরূপ রাজস্বর্ণা তলে
 কেমন জীবন যাপে ? তাই আসিয়াছে
 সবে, এ ঘোর বিপদে, পরামর্শ ল'তে
 আপনার ! তুমি জ্ঞান-বুদ্ধ, দাও, প্রভু,
 স্ময়ুকতি ।

পুরোহিত ।

শুনি আখ্যায়িকা, বাক্য মম
 জিহ্বাধার না পারে ছাড়িতে ! দিব
 কি উত্তর ! শুনেছি রাণা বিক্রমাজিৎ
 মদ্যপায়ী, বারাদনা-অহুরাগী, ক্রুর,
 চাটুকার-তৈলবাক্যে সদা বিক্ষোভিত ;
 কিন্তু এতদূর হইয়াছে অধোগতি
 তার, শুনিলাম প্রথম আজিকে । হেরি,
 পিপীলিকা পক্ষ লয় মরিবার তরে ।

কাণোজী ।

যেই কশ্মিটাদ একদিন রেখেছিল
তার পিতার জীবন, পৃথীসিংহ হ'তে ;
যেই কশ্মিটাদ, অন্নহতে অর্দ্ধগ্রাস
করিয়া প্রদান, রেখেছিল তার প্রাণ !
যেই কশ্মিটাদ, নিজ পুত্র পরিবারে
করিল বঞ্চিত, রাজপুত্রে অন্ন দিতে,—
সেই কশ্মিটাদ আজি বিধবস্ত, প্রহৃত,
বিক্রমের করে ! এখনও কি সূর্য্যোদয়
হয় ? এখনও কি দিবারাত্র ফিরে ? রীতি
প্রকৃতির, এখনও কি যথানীতি আছে
বিদ্যমান ? প্রলয় ছক্কারে মেবারের
হস্তাবলী, গিরিচূড়া পড়েনি ভূতলে ?
চন্দ্রসূর্য্য নহে কক্ষচ্যুত ? সর্বনাশী
ভূমিকম্পে, লয়নাই মেদিনী জননী
নিজকক্ষে মেবারের রাণার আসন ?
আশ্চর্য্য সকলি ! দেব, এ মহাপাপের
আজি করো প্রতিকার ! নহে আমাদের
দাও বলি আজি, মহাদেব একলিঙ্গ—
প্রাঙ্গণ সম্মুখে ! যূপকাষ্ঠ, অপমান
হতে, নহে দুঃখপ্রদ !

বনবীর ।

কি বলিব দেব ?

মেবারের রাণার আসন, একলিঙ্গ—
চরণ হইতে জানি পূততর ; পাছে

রাজ্য-মাঝে অশান্তি অনল জ্বলে, পাছে
 তন্ন গৃহের বিচ্ছেদ, পাছে রাজ-দ্রোহী
 কহে লোকে, তাই অতি কষ্টে রেখেছিছ
 চাপি, কোষমধ্যে অসিরে আমার ! নহে
 স্থালীবদ্ধ সর্পসম, গর্জিল ভীষণ
 অসিমম, পেতে শুধু স্বাধীনতা ! যেই
 রোষ জেগেছিল মস্তিষ্কে আমার, রুদ্ধ
 হয়ে যেন ভেঙ্গে দিল, ভীম দৈত্য বলে
 স্পৃদুট অর্গলবদ্ধ কবাট তাহার !
 এখনও হের, নয়ন হইতে ছোট
 অগ্নিরফুলিঙ্গ, যাহে বিক্রমাজিৎ
 দগ্ধ হয়ে যেত সেই অনল দাহনে ।

পুরোহিত ।

বৃক্শিয়াছি, বিষমুখ শূল সম, রাণা—
 কৃত অপমান বিধিয়াছে মর্শ্বে মর্শ্বে
 সবাকারে ! কিন্তু কি উপায় এবে ? কিবা
 ইচ্ছা সবাকার ?

বনবীর ।

চাহি শুধু প্রতিশোধ !

কাণোজী ।

শকলেরি মত,—গুন করি নিবেদন,—
 দেশ, ধন, বশ, মান, নারীর সতীত্ব,
 দেবের মন্দির কিম্বা দেবের প্রতিমা,—
 বক্ষের শোণিত দিয়ে রক্ষা করে যারা,
 তাহাদের রাজা যদি করে অপমান

উচিত প্রকৃত পুঞ্জ, সিংহাসন হতে
নামাইতে সে রাজনে ! আর কিবা কব !

দয়াল ।

রাজ্য মধ্যে কেহ নাই হেনজন, দেব,
রাণার কুকর্ষ্ম শুনি, রক্তিম লজ্জায়
না হইল অধোমুখ ! নারীগণ কহে,
লক্ষ্মী বুঝি যায় চলি মেবার ত্যজিয়া ।
রোগশয্যাপরে আছে শাস্তিত যে রোগী,
শুনি কুকর্ষ্ম রাণার, মর্ষ্ম বেদনায়,
মূর্ছা যায় বারম্বার । হাসে শক্রকুল ;
আসে বুঝি পুনরায় লুপ্তিতে মেবার
গুজরাট অধিপতি ধূর্ত বাহাদুর ।

পুরোহিত ।

উপস্থিত ওমরাহ বীরেন্দ্র নিকর ?
সকলেরি এই মত ? সকলেই চাও
নামাতে বিক্রমাজিতে সিংহাসন হতে !
মনে রেখো ঘোর ঝঞ্জা বহিবে মেবারে ;
হতেপারে বহু রক্তপাত ; বিদ্রোহের
ঘনঘটা আনে অন্ধকার, আলোড়ন
প্রলয়-ভাণ্ডব ; মেবারের নরনারী
বৃদ্ধ বা বালক, না রহিবে নিরাপদ
কেহ !

সকলে ।

হোক ! রক্তস্রোত ছুটুক মেবারে !
রাজকৃত অত্যাচার সহ নাহি হয় ।

পুরোহিত । (প্রতিমার দিকে চাহিয়া)

দেব-দেব একলিঙ্গ ! মেবারের
রাণার উপরে রাণা ! কহ ইচ্ছা তব ।
মেবারের বীরদল উপস্থিত হেথা,
লইতে আদেশ তব ! তুমি মেবারের
অধিষ্ঠাতা, তুমি পালক, তুমি শাসক,
তুমি পুনঃ ধ্বংসকারী । সঙ্কঃ, রজঃ, তমঃ
ত্রিগুণ ত্রিশূল সম আছে বর্তমান
তোমাতেই দেব ! কহ মেবার-ভূমির
হে ভাগ্য-বিধাতঃ ! নামাইতে সিংহাসন
হতে বিক্রমাজিতেরে, আছে অভিমত
তব ?

(ক্ষণেক নির্ঝাঁক থাকিয়া)

একলিঙ্গ দেব আছেন নির্ঝাঁক !
মৌন সন্মতি লক্ষণ ! যাও বীরগণ !
একলিঙ্গ দিয়াছেন মত, তোমাদের
অভিপ্রায়ে ! করি আশীর্বাদ, জয়ী হও
শুভ কার্য্যে !

সকলে ।

জয় একলিঙ্গের জয় !

পুরোহিত ।

কিন্তু গুন পরামর্শ মম, সিংহাসন
শূন্য না রাখিও । মেবারের চারিদিকে
আছে শত্রুদল ; সপ্তরথী যথা ছিল

বেড়িয়া অর্জুন পুলক অভিমত্ব বীরে,
 অথবা যেমতি রাহু রহে চক্ষু মেলি'
 গ্রাসিতে বিশ্বের চক্ষু তপন দেবেরে !
 যেই ক্ষণে বিক্রমাজিত্তেরে সিংহাসন
 হতে দিবে নামাইয়া, অমনি তথায়
 বসাইবে অন্তরাণা, যারে তোমাদের
 হবে অভিরুচি !

কাণোজী ।

করো অনুমতি, দেব,

কাহারে বসাব ?

পুরোহিত ।

বুদ্ধতম শূর যেই,

তারে করহ জিজ্ঞাসা । সমস্ত জীবন
 ধরি', কাশনদী তীরে বসি, অতি যত্নে
 যেই জন কুড়ায়েছে সংখ্যায় প্রচুর
 জ্ঞানের উপল রাশি, সেই পারে বলে
 দিতে, মেবার রাজ্যেতে উপযুক্ত কোন্
 বীর, রাজ-দণ্ড করিতে ধারণ । যদি
 চাহ মম অভিমত, শুন সব তবে ;
 রাজ্যের মঙ্গল যাহে, কহি তোমাদের ।
 বহু রণ-কোলাহল বধিরিল যারে,
 নররক্ত করিল সিন্দূর, এরাজ্যের
 বহু ভুকম্পন করেছে অটল,—বহু
 শত্রু-শবপরি' চরণ চারণ করি
 পহছিল যেই জন অশীতি বরণে,—

সেই কাম্বিজাদ বীরে সিংহাসন দ্বিতে
কিবা মত ভোগাদের ?

কয়িম ।

(হাসিয়া) স্নেহ, একচক্ষু
করে মানবেরে । উদার নয়ন যেটি,—
যেটি আত্মছাডি' বিশ্বেরে আত্মীয় করে,—
সেই চক্ষে হের প্রভু, 'আমি অতি ক্ষুদ্র
হয়ে যাব, মহাকায় উপস্থিত বহু
বীর পাশে' । 'সেথা কাণোজী মহান,
হোথা বনবীর বীরকুল-বনশোভা,
সেথা দুর্ধর্ষ দয়াল শা, উপযুক্ততর
সকলেই আমাহতে । গুরো, আমি আজি
অশীতি বর্ষীয় বৃদ্ধ ! হতশক্তি ! মম
সিংহাসন অতি শীঘ্র আসে পৃথিবীর
পরপার হতে । মেবারের সিংহাসন
তার কাছে অতি ক্ষুদ্র, অতীব নম্বর !
শুন দেব, কহি আমি স্মৃষ্টি সবারে !
বাপ্রাবংশ-জাত কোন বীর যুবজনে
মেবারের সিংহাসনে বসান উচিত ।
অন্ত কোন বংশজাত বীর, সিংহাসনে
পাতিলে আসন, মেবারের যত জন—
সাধারণ, হবে ক্ষুদ্র-মন । এ কারণ
পৃথ্বীসিংহ—ঔরসজ বীর বনবীরে
মেবারের সিংহাসন করহ অর্পণ ।

কাণো, দয়াল । আমাদের সেই মত ; শুন পূজ্য-পাদ !
 বনবীর । রণ-বুদ্ধ বীর ! ধর্ম-বুদ্ধ পুরোহিত !
 জ্ঞান-বুদ্ধ বীরবান্ ওমরাহগণ !
 আছে মম এ বিষয়ে বক্তব্য প্রচুর !
 নহে অজ্ঞাত কাহিনী, রাণা পৃথ্বীসিংহ
 জনক আমার । কিন্তু কহে বহুজন
 মাতা মম নীচ কুলোদ্ভবা । তাই মনে
 লয় মম, সিংহাসন-প্রথমসোপানে
 জনমত বিরুদ্ধে আমার ! বিশেষতঃ
 স্বর্গগত মহারাণা সংগ্রাম সিংহের
 বিক্রমাজিৎ ব্যতীত, অন্য পুত্র আছে
 বিদ্যমান । উদয় তাহার নাম । হোক
 নাবালক ; সিংহাসনে ত্রায়্য অধিকারী ।
 নহেক উচিত, ত্রায়্য অধিকারী জনে
 প্রবঞ্চিয়া, করিতে হরণ পিতৃধন
 তার ! সিংহাসন-লোভে অধর্ম-সঞ্চয়
 নহে অভিলাষ মম । অধর্মেরে ডরি,—
 তাই করি প্রত্যাখ্যান, অযাচিত দান
 তোমাদের । ক্ষমা করো মোরে দেশবাসি !
 চাহি ক্ষমা, উপস্থিত গুরুজন পদে ।
 কাণোজী ! শতমুখে প্রশংসি তোমার ধর্ম মতি,
 বনবীর ! ক্ষত্রিয়-শৌণ্ডিতে হেন ধর্ম-
 বুদ্ধি, তৈল জল সম, কদাচিৎ মিশে !

কিন্তু তোমাতেই মিশিয়াছে ধর্ম, ক্ষাত্রা
 সনে ! রাজপুত্র আদি নর রামচন্দ্র
 তেয়াগিল সিংহাসন ভরতের তরে,—
 পিতৃ সত্য ধর্ম পালিবারে,—সেই মত
 তুমি, ধর্ম রাখিবারে,—স্বৈচ্ছায় ছাড়িলে
 রাজ-সিংহাসন । ধন্য তুমি ! ধন্য তব
 স্বার্থত্যাগ । কিন্তু কহ বীর ! অতি শিশু
 সংগ্রামসিংহের পুত্র কুমার উদয় !
 কেমনে সম্ভবে তার, এই বহু ভীক্ষ
 কণ্টকে আস্ত্রীর্ণ মেবারের সিংহাসনে
 আরোহিতে শৈশব-কোমল পদে ? সেথা
 দিল্লীশ্বর হুমায়ূন বিমাতার স্নেহে
 ঘন পয়ঃ সনে করে বিঘের মিশ্রণ !
 হোথা পুনঃ বাহাহুর গুজরাট-পতি
 ব্যাত্র সম লোলুপ দৃষ্টিতে চাহে, মাতৃ-
 হীন মুগশিশু মেবারের পানে । পুনঃ
 হের অন্তর-বিপ্লবে জর্জরিত দেশ !
 বহু-ছিদ্র নোকা যথা পয়োধি মাঝারে,
 সেই মত মেবারের অবস্থা এখন ।
 কহ, হেন অবস্থায়, কেমনে সম্ভবে
 এ নোকায় কর্ণধার বালকে করিতে ?
 বনবীর ।
 হে ধীমান্ কাণোজী সামন্ত ! বুদ্ধিমান
 রাজনীতি-বিশারদ শত গুণে আমা

হতে তুমি । তব জান্ন পাশে বসি', হৃদয়
 রাজনীতি শিক্ষা করা উচিত আমার !
 ক্ষমা করো ঔদ্ধত্য আমার ! কিন্তু আমি
 না বুঝিতে পারি, যদি মেবার রাজ্যের
 অরাতি-শমন বীর ওমরাহগণ
 দাঁড়ায় রক্ষীর প্রায় সিংহাসন পাশে,
 কিবা আসে যায়, থাকে যদি শিশু এক
 সিংহাসন 'পরে ! কিবা আসে যায়, যদি
 শূন্য রহে সিংহাসন ? সাধ্য কি শত্রুর
 দুর্ভেদ্য হিমাঙ্গি ভেদি' হরে রত্ন চমু
 রত্নালয় হতে ? লক্ষ অসি ঝকঝকি
 ঝলকে যথায়, তার মাঝে গর্তস্থিত
 শিশু পারে রাজদণ্ড ধরিবারে ।

কস্মির্চাদ ।

ভাই,

বীরত্বে প্রবীণ, কিন্তু বয়সে নবীন
 তুমি । রাজনীতি নহেক সরল এত !
 হতে পারে ওমরাহগণ, অসি খুলি'
 রবে রক্ষী দিবা নিশি, রাণার চৌদিকে !
 কিন্তু,
 যে রাণারে করিতেছ সিংহাসন-চ্যুত,
 তাব কি সে নিতান্তই রবে উদাসীন ?
 হিংসা অসি পূর্বে না শূন্যতা তাহার ।

যদি,

ওমরাহ-দুশ্রবেশ্য অন্তঃপুর মাঝে,
নবোদ্ভিন্ন তৃণসম, উপাড়ে শিশুরে ?
কি করিবে বহির্দেশে ওমরাহগণ ?

দয়াল ।

বিশেষতঃ,
নিষ্ঠুর প্রকৃতি অতি বর্তমান রাণা !
এ উর্কর ক্ষেত্রে হিংসা বীজ হ'লে উপ্ত,
শত পাপ কর্ম উদ্ভিন্ন হইতে পারে ।
নিষ্ঠুর প্রকৃতি সনে হিংসা যোগ,—অগ্নি-
যোগ স্নতের কলসে ।

কাণোজী ।

কোরো না'ক দ্বিধা !

মহাদেব একলিপ্তে করিয়া স্মরণ,
মেবারের সিংহাসন করো আরোহণ ;
যতদিন কুমার উদয় সাবালক
নাহি হয়, তব দক্ষ পক্ষপুট দিয়া
রক্ষা করো মেবার মুকুট । বনবীর !
সকলেরি মত তুমি হও রাণা ।

বনবীর ।

কিস্ত

ভয় হয় পাছে, রাজ-সিংহাসন তরে
হারাই নিজেই । শুনি রাক্ষসীর মায়া
দিয়ে, গঠিত এ সিংহাসন । তলে তার
শত শত রাজবংশ-চিতানল জ্বলে !
রজত কাঞ্চনে গড়া, উজ্জল বরণ,

ছেঁরিতে ফোঁতন, কিন্তু করে বারান্দনা
 সম শুধু ইন্দ্রিয়ের প্রলোভন । আত্ম-
 ক্ষুধা মিটে না তাহায় । চতুষ্টয়
 আছে তার পদ ; অভিজ্ঞান তাহাদের,—
 নরহিংসা, অবিশ্বাস, অনিদ্র জীবন,
 অন্ধ আত্ম-সেবা । সম্মুখে পশ্চাতে
 পার্শ্বদ্বয়ে আছে চক্ষুঃ,—অনিমেঘে হেরে
 সমস্ত জগৎ, লজ্জিৎ দুর্লভ্য পর্বত,
 উত্তাল তরঙ্গময় বিশাল পয়োধি ।
 কণ নাই, দূতকর্ণে শুনে । আছে শুনি,
 লক্ষাধিক নাসা,—প্রান্ত নাসা রাখে শক্তি,
 স্বাপদের ভ্রাগশক্তি হতে শতগুণে
 ভীততর । অধিক কি কব ? ভ্রাগ পায়
 সে বস্তুর, নাহি যার অস্তিত্ব জগতে ;—
 কিম্বা অতি ক্ষীণ আভ্রাগ যাহার । পায়
 রসনায় বিষের আশ্বাদ, বিষহীন
 অমৃত হইতে । ইচ্ছায় তাহার, মরু
 হয় সুন্দরী নগরী, ইন্দ্রপুরী হয়
 সৃষ্ট নিবিড় কাননে । দৃষ্টির অনলে
 জলে যায় অভিশপ্ত গৃহ । পিতা মাতা,
 ভ্রাতা ভগ্নী, দারা সূত নহেক আত্মীয়,—
 শুধু আত্মবোধ, স্বার্থ-সেবা জানে । জ্ঞানী
 করে পরিহার, রহে শুধু চাটুকার

অনুদার বন্ধু হ'য়ে । হেন সিংহাসন
তুংগাসন পরিবর্তে চাহি না'ক আমি ।
পুরোহিত । বৎস !

সত্য যা কহিলে তুমি, বহু দোষ আছে
সিংহাসনে । কিন্তু রত্ন রহে রত্নাকরে,
মকর কুম্ভারে বেথা বিপত্তি ঘটায় ।
পুষ্পে আছে কীট । সেইমত সিংহাসনে
আছে বহু দোষ, কিন্তু গুণ ততোধিক ।
এত শক্তি কোথা আছে হয়ে পৃঞ্জীভূত,
আছে যত রাজ-সিংহাসনে ? বিদেশীয়
কামুক হইতে স্বদেশের ধনরত্ন
অস্পৃষ্ট রাখিতে,—অত্যাচার, অবিচার
গৃধ্রীর দলে, গৃহস্থের গৃহ হ'তে
স্বত্বেরে রাখিতে,—শাস্তির শীতল রশ্মি
দেশ বক্ষে বিঘ্নিত রাখিতে, কেবা পারে ?
পারে এক রাজা । প্রতিবাসী, প্রতিবাসী
মনে, করে যবে কলুষ সঞ্চয়, বল
কেবা হয় ফটিসম কলুষ-নাশন ?
সিংহাসন নহে শুধু শক্তির আধার ;
তীর্থভূমি ধর্ম্মকর্ম্মে । আতুরে পালন,
বর্ষরূপে উপদ্রুতে করিতে রক্ষণ,
নিরাশ্রয়ে আশ্রয়-প্রদান, সিংহাসন
মানবে শেখায় ; শেখায় যেমতি গুরু

শিষ্যজনেরোধর্ষেমতি । এতগুণ আছে
যার, যদি কিছু দোষ থাকে তার, জানী
যারা, না করে গণন । শশধরে কেবা
নিশ্চয় শশক কারণে ? তারপর, যেই
জন লয় তার গুণাবলী,—দোষ সেখা
পারে না আসিতে, আলোকে আঁধার সম ।

বনবীর ।

মাননীয় ওমরাহগণ ! করো ক্ষমা ।

দোলে মন অবিরত সন্দেহ দোলায়,
তাই চাহি দুইদিন ভাবিতে সময় ।
দুইদিন পরে আমি জানাইব সবে,
আমা হতে রাণাগিরি হবে কি না হবে !

(সৈন্যগণ সহ বেগে বিক্রমাজিতের প্রবেশ)

বিক্রমাজিৎ ।

আরে আরে বিদ্রোহিরদল ? রাণাগিরি
করিব সফল । আগে চল্ কারাগৃহে ।
আজ এই একলিঙ্গ মন্দির সম্মুখে
দিব বলি মেবারের পাপ । ওমরাহ-
রক্তে গাঠি পরিখা চৌদিকে, বাঁচাইব
মেবারেরে, দুষ্টজন অত্যাচার হতে ।

বনবীর ;

বন্ধুগণ ! মিলেছে সুবোগ । প্রতিশোধ
আসিয়াছে আপনি দুয়ারে ! ধর অস্ত্র
সবে ; বাধি পশু বিক্রমাজিতেরে, চল
সবে মিলি, মেবারের সিংহাসন করি
অধিকার ।

ওমরাহগণ ।

জয় রাণা বনবীরের জয় !

(উভয় পক্ষে বৃদ্ধারস্ত)

(বিক্রমাজিতের সৈন্তগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল ।)

বনবীর ।

(বিক্রমাজিতকে অস্ত্রহীন করিয়া)

এইবার ? এইবার কোথা মল্লসৈন্ত

সব ? ছিল যারা মহাযোদ্ধা ? ছিল

যারা, মহাবীর ওমরাহগণ হতে

বীরত্ব-আধার ? ডাক তাহাদের, দেখা

যাক্ কেবা তীরু ! ওমরাহগণ কিম্বা

মল্লগণ ?

কাণোজী ।

বাধ তারে, রাখ গিয়া অন্ধ

কারাগারে । মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জীবনের

আয়ুঃ তার, পদাঘাত করুক তাহারে !

যতদিনে মৃত্যু আসি নাহি দেয় দেখা,

ধাক্ বন্দী মেবারের কারাগারে ।

দয়াল ।

কিম্বা

লহ বধ্যস্থানে । রক্ত দিয়া পামরের,

পদাঘাত করো প্রত্যাখ্যান ।

নয়ান সা ।

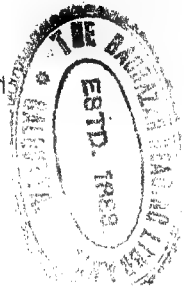
কিম্বা তারে

ভেকের গরলময় খুৎকার-সংযোগে

করো প্রাণবধ । যে খুৎকার করিয়াছে

অঙ্গে আমাদের, স্মৃণ্য ভেকের বমনে

বুঝিবে সে উপাদানে কত আছে জালা !



জয়সিংহ ।

কশ্মির্চাঁদ ! আগে তুমি করহ প্রহার,
 বাতে অঙ্গুষ্ঠে মাংসগুলি ছিন্ন হয়ে
 পড়ে ধরণীতে । পরে রক্তের নদীতে
 ভাসাইয়া অস্থি তার, লয়ে বাও বেথা
 আছে কারাগার

কশ্মির্চাঁদ !

অসম্ভব কহ বাণী ।

রাণা সে, আজন্ম তারে করিয়াছি প্রতি-
 দিনে মর্যাদা-প্রদান । যদি করে থাকে
 অপমান মোরে,—প্রজা আমি,—উচিত কি
 মম, রণ্য প্রতিদানে ব্যথা দিতে তারে ?
 ছেড়ে দাও বিক্রমাজিতেরে, সিংহাসন
 শুধু, লহ কাড়ি হস্ত হতে ।

কানোজী ।

রাজ-পুত্র-

রক্ত নহেক শীতল এত ! বান্ধক্যের
 তিমরাশি বিফল করেছে, তব দেহে
 অপমান-তাপ ।

বনবীর ।

জনসভামাকে তার

করিয়া বিচার, স্থির হবে কিবা শাস্তি
 হবে । এবে শুধু রাখা যাক কারাগারে ।
 চল রাণা, স্বকৃত কর্মের ফল, ভুঞ্জ
 এইবার ।

(বিক্রমাজিতকে লইয়া সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—বনবীর-গৃহ ।

সুরেখা একাকী

সুরেখা ।

একি দৌর্বল্য মনের ! মেবারবাসীরা
আপামর চাহে তাঁরে সিংহাসন পরে ;—
যত ওমরাহগণ, মুকুট লইয়া
উপস্থিত ছুয়ারে তাঁহার, করাঘাত
করে শতবার, রুদ্ধ বিবেক-কবাটে
তাঁর ; কিন্তু তিনি বধির শ্রবণে, অন্ধ
হু নয়নে, জানান সকলে, অপারগ
সিংহাসন-ভার লতে !

একি নির্বুদ্ধিতা !

একি ঐশ্বর্যে সন্ন্যাস ! বীরত্ব-প্রস্তর
এত শুষ্ক, এত প্রাণহীন, এত প্রকৃতির
শাসন হইতে মুক্ত দেখি নাই কভু !
অধর্ম অধর্ম বলি ভয়েতে কাতর,
কিন্তু একি অধর্মের সংস্কার ! ক্ষত্রিয়
যে জন, সিংহাসন লাভ তার অসির

গোরব ! কৃপাণের মোক্ষলাভ ! বুঝি না,
এ জর্কুন্ধি হাতে কেমনে ফিরাই তাঁরে !

(বনবীরের প্রবেশ)

বনবীর ।

জীবন-সঙ্গিনি ! আসিয়াছি পরামর্শ
হেতু ! তুমি বুদ্ধিমতী, কৃপাণের ধার
সম, অতিতীক্ষ্ণ বুদ্ধি তব ! কহ প্রিয়ে
কি করি উপায় ! কুমার উদয়ে করি
প্রবঞ্চিত, সিংহাসন-আরোহণ, বল
প্রিয়ে কেমনে করিব ?

সুরেখা ।

বিস্মিত হইলু

আমি শুনি তব কথা প্রভু ! ক্ষত্রবীর
তুমি,—ক্ষত্রিয়ের ধর্ম যাহা, কহ তাহা
অধর্ম কেমনে ? বীর যোঝে রণে, শত্রু
সনে, দেশের কল্যাণ হেতু ! যেই জন
সক্ষম করিতে দেশের কল্যাণ, বসে
যদি সেইজন সিংহাসনে, সক্ষমতা
তার, বাড়ে শতগুণ ! প্রভু ! বুঝি না
কেন তুমি বিমুখ তাহাতে !

বনবীর ।

কিন্তু

উদয়েরে করি প্রবঞ্চিত,—

সুরেখা !

প্রবঞ্চনা

কিসে ! যদি তাই হয়, উদয় হইবে
যবে সাবালক,—বয়স তাহার, হবে

যবে রাজ্য স্মশাসনে মন্ত্রী, দিও
তায় রাজ্য ফিরাইয়া ।

বনবীর !

যদি আজি হতে

তারে বসাইয়া সিংহাসনে, থাকি আমি
মুষ্টিবদ্ধ উন্মুক্ত কুপাণ সম তার,
রাজ্য-স্মশাসন কেন না হইতে পারে ?

সুরেখা ।

অসম্ভব প্রভু ! তুমি বীরহে সরল,
তাই কহ হৈন কথা ! উত্তাল তরণ,
যেই নদীবক্ষ করে খান খান, সেই
লাঞ্ছনার রাশিমাঝে, কেমনে সক্ষম
হবে, শিশু এক হতে কর্ণধার ! তরি
হবে খান খান ।

বনবীর ।

দাঁড়ী যদি হয় পটু ?

সুরেখা ।

একা দাঁড়ি পারে না রাখিতে তরি, অতি
ঝঙ্কারু নদী বক্ষ পরে ।

বনবীর ।

তবে তাই

হোক । তুমি বুদ্ধিমতী । বহু প্রয়োজনে
দেখিয়াছি তববুদ্ধি অভিযাছে স্মখে
সাক্ষ্য-মুকুট । যুক্তি তোমার প্রিয়ে
করিব না অবহেলা ।

ওমরাহগণে

বলি গিয়া, “স্বীকার করিহু বসিবারে
মেবারের সিংহাসনে ।”

সুরেখা ।

বাও প্রভু ! সাধ
 গিয়া বিশ্বের কল্যাণ ! বিশ্বকর্মা সম
 প্রকৃতিরে নবচিত্রে করহ গঠিত !
 সূকঠিন পর্বতেরে করিয়া কোণল,
 গঠ সেখা সুন্দর নগর । আমি সব
 কুঠারের মত ।

দ্বিতীয় দৃশ্য—রাজপথ ।

ছইজন ভেরীবাদকের প্রবেশ ।

১ম ভেরী বাঃ । শুন সবে মেবারের অধিবাসিগণ !

রাণা বিক্রমাজিৎ করিলেন অপমান
 ওমরাহগণে, তাই তাঁরে রাজ্যচ্যুত
 করি, বনবীর বসিলেন সিংহাসনে ।
 দেশের কল্যাণ হেতু ওমরাহগণ
 যুক্তিকরি বসালেন বীর বনবীরে ।

২য় ভেরী বাঃ । আজি তাঁর অভিষেক দিন, কর সবে
 আনন্দ-উৎসব ! প্রজাদের যুক্তকণ্ঠ,
 উচ্চরবে আকাশ ভেদিয়া, দেবতার
 আশীর্বাদ আনুক বাচিয়া ।

(প্রস্থান)

(খুড়োর প্রবেশ)

খুড়ো । (স্বগতঃ) ঐ্যা কালে কালে এ হল কি ! সেই বনবীর,— সেই পেট-ড্যাংবরা, হাড়-জিরজিরে ছেলেটা একেবারে মেবারের মসনদে গিয়ে বসল ! অবধারণ করগে—ভাইত ! ব্যাটাকে যে এই সেদিন ঝাংটো হয়ে ছেল্ ডিগ্ ডিগ্ খেলতে দেখলুম । কালে কালে এ হল কি !

কিন্তু আমার ত বাবা এ সহবে না ! সন্তরেই পা দেই, আর বাহত্বুরে দশাই পাই, আমি বেঁচে থাকতে এ দেখতে পারব না । একটা কুলটা ছিলে,—আরে রাম, রাম ! এ কোনও তদ্রলোক সহিতে পারে ! তার ওপর আবার দাসীর ছেলে ! শীতলসেনীটা কি শুধু কুলটা ছিল, তার ওপর আবার দাসী ছিল,—তার ছেলে ওই বনবীরটা, সে কিনা আজ মেবারের রাণা ! আরে ছ্যা ! ছ্যা !

(নাগরিকগণের প্রবেশ)

১ম নাগ । কি খুড়ো ! একা কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?

খুড়ো । কে রঘুদয়াল ! আহা—তুই বড় ভাল ছেলে ! তোর বাবা আমার সঙ্গে শীকার করতে যেতো ! আহা তুই তার ছেলে ! আজ তোকে দেখে আমার ফের শীকার করতে যেতে ইচ্ছে বাচ্ছে ।

২য় নাগ । শীকারে যাবে নাকি খুড়ো ?

খুড়ো । আর বাবা, অবধারণ করগে, বুড়ো হয়েছি । এখন আর কি শীকার কর্তে পারব ? তার চেয়ে, বাবা, আমাকে এই আফিমের দোকানটা অবধি এগিয়ে দিয়ে যা । আহা রঘুদয়াল ! রঘুদয়াল বড় ভাল ছেলে । দেখ্—আমাদের বাড়ীতে খুব পাকা পাকা পেয়ারা হয়েছে,

যাসু, তোকে ছুটো দেব' এখন । আমার হাত ধ'রে, বাবা, আফিমের দোকানটা অবধি যদি নিয়ে যাসু ।

১ম নাগ । ও হরি ! খুড়ো ! তাও জান না । আফিমের দোকান যে বন্দ !

খুড়ো । বন্দ ? না—না—বন্দ কেন হবে ? রঘুদয়াল—রঘুদয়াল বড় ভাল ছেলে ! তোর বিয়ে হয়েছে রে ?—না হ'য়ে থাকেত, এইমাসেই তোর সঙ্গে একটা পরমাহুন্দরী পরীর বিয়ে দিয়ে দেব ! চলনা বাবা, এই আফিমের দোকানটা অবধি এগিয়ে দিবি !

১ম নাগ । খুড়ো ! পরীর সঙ্গেই বিয়ে দাও, আর পাকা পেয়ারাই খাওয়াও, আফিমের দোকান গিয়ে আফিম গাছে উঠেছে ।

খুড়ো । ছর ছোঁড়া হতভাগা । শালা,—শালা পাজির পা বাড়ি । যা, বেটা গল্পাকাটা, তোকে যেতে হবে না । আমি একাই যাচ্ছি ।

২য় নাগ । খুড়ো ! রঘুদয়াল মিথ্যে বলে নি । সত্যিই আফিমের দোকান মেবার থেকে উঠে গেছে ।

খুড়ো । উঠে গেছে. গেছে । তোর কিরে, শালা ? তোকে কে ফৌপলদালালি করতে বলেছে ?

২য় নাগ । ওইত খুড়ো, সত্যিকথা বলে চটে যাও ! মানুষকে বাবা বলতে শালা বল ! সত্তর বছর বয়স হ'ল, এখন মুখে লাগাম দিতে শিখলে না !

খুড়ো । তোর বাবার সত্তর বছর বয়স হোক, আমার কেন হবে ? নিপাত যাও—নিপাত যাও সব !

৩য় নাগ । খুড়ো, শুধু শুধু কষ্ট ক'রে কেন অতদূর হাঁটবে ! আমার কথা বিশ্বাস করো ; রাণা বনবীর সিংহাসনে বসবার আগেই দেশ থেকে

আফিমের দোকান, মদের দোকান সব তুলে দিয়েছেন । নেশার জিনিষ আর রাজ্যে পাবার যো নেই ।

খুড়ো ! তুই ঠিক বলছিস্ ! না, ঠাট্টা করছিস্ !

২য় নাগ । না খুড়ো, তোমার গা ছুয়ে বলচি, ঠাট্টা নয় !

খুড়ো । কেন, নেশার দোকান সব তুলে দিলে কেন ?

২য় নাগ । দেবে না তোমরা সব নেশা করে কিম্ হয়ে পড়ে থাকবে, আর রাজ্যটা দেখে কে ? , তোমাদের জত্নেইত বাহাছর সা মেবার রাজ্যে ঢুকতে পেরেছিল !

খুড়ো । আমাদের জত্নে ? আমরা ছিলুম ব'লে বাহাছর সা তোদের কচুকাটা করতে পারে নি । তা না হ'লে,—সব মামার বাড়ীর রাস্তা দেখিয়ে ছেড়ে দিত । বুঝলি ? দেখ বাবা গোবর্দন, যখন বাহাছর মেবার রাজ্যে এসে বসল,—তখন ত বসলই ; তখন আর কি করি ! ব্যাটার সঙ্গে একটু একটু ক'রে ভাব করলুম । ভাব না ক'রে,—অবধারণ করো—বেটাকে একটু একটু ক'রে আফিম ধরানুম । যেমনি আফিম ধরা, অমনি আর বেটা হাতও তোলে না, অস্ত্রও ধরে না । আমায় বলে 'আমি ঘুমাব' । আমি বলুম 'ঘুমোও' । "কিন্তু এখানে নয়, বাবা । ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গিয়ে ঘুমোও" । তাইত, বেটা আফিমের নেশাতে ঘুমোবার জত্নে, গুজরাটে ফিরে গেল । তা না হলে কি যেত ? তোদের সাধি কি ! তোর ঐ বনবীরের সাধি কি যে তাকে হটায় !

২য় নাগ । যা হোক বাবা ! তবু এখনও আফিমের দোকান পর্য্যন্ত পঁছছওনি খুড়ো ! ওঃ ! কি আজগুবি গল্পই মাথার ভেতর থেকে বার কর্তে পার খুড়ো ?

খুড়ো । আজগুবি গল্প ! তুইত ভারি ডে'পো দেখতে পাই । বাহাছর

সাকে আফিম ধরিয়ে ছিলুম কি না, প্রমাণ চাস ? চল্ তোর জ্যেষ্ঠা-মহাশয়ের কাছে ।

২য় নাগ । যাক বাবা ! আগে খুড়োমশাই হোক,—তার পরে জ্যেষ্ঠামশায় হবে !

খুড়ো । তা হলে আফিম সত্যিই পাব না ? এঃ ! এ তোমাদের নূতন রাণা কি কাণ্ডটা ঘটালে দেখ দেখি ! আমরা বুড়ো মানুষ, আফিম খেয়ে ছদগু ঘুমিয়ে বাঁচতুম । এ ছি ! ছি ! ছি ! ছি ! তোমাদের নূতন রাণা এ কি করুলে !

২য় নাগ । ভাল করে নি কি ? আমি ত বলি খুব ভাল কাজ করেছে । দেশের লোকগুলো নেশা ক'রে পড়ে থাকবে,—ত, শত্রুর হাত থেকে দেশ রক্ষা করে কে ?

খুড়ো । নাঃ । এতদিন ত দেশ রক্ষা হয় নি, আজ তোর বনবীর এল দেশ রক্ষা করতে ! পৃথ্বীসিং যখন রাণা ছিল,—অবধারণ করো,—এক তীরেতে পাঁচটা পাঁচটা মুসলমানকে দেওয়ালে গিঁথে মেরে ফেলেচে ! আবার যুদ্ধের থেকে ফিরে এসে, পাঁচ বোতল মহয়া খেয়ে, ঐ শীতলসেনীর আঁচলে গড়াগড়ি দিয়েছে ।

১ম নাগ । শীতলসেনী কে খুড়ো ?

খুড়ো । শীতলসেনীকে চিনিস না ? ভোদের নূতন রাণার গর্ভধারিণী ; পৃথ্বীসিংহের রোজগেরে পরিবার ।

(সকলে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিলেন)

৩য় নাগ । খুড়ো ! চৌমাথায় দাঁড়িয়ে রাণা বনবীরের নামে অমন খেয়ুড় গেও না । শেষকালে বুড়ো বয়সে হাতে হাতকড়ি পড়বে ?

খুড়ো ! আরে রেখে দে তোর হাতে হাতকাড় ! অমন ঢের ঢের রাণা দেখেছি । যে বছর আমার প্রথম বিয়ে হয়,—অবধারণ করগে,—সেই মাড়বারে ; বিয়ের দিন রাত্রে, চারটে সিংহি এসে আমার শ্বশুরবাড়ীর কাণাচে উকি মারছিল,—অবধারণ করগে,—আমি না তাই দেখতে পেয়ে, এক লাফ দিয়ে,—চার ব্যাটা সিংহির ল্যাঞ্জে ধরে এমন বন্ বন্ ক'রে ঘুরিয়ে ছেড়ে দিচ্ লুম,—অবধারণ করগে,—চার বেটাই কোথায় আরাবলি পাহাড়, সেইখানে গিয়ে ঠোঁকর খেয়ে মারা পড়ে ! বুঝলি গোবর্দন ! এমনি আমার গায়ে ক্ষমতা ছিল ! হলেই বা বুড়ো ! ও তোর রাণা-টানাকে আমি ভয় ক'রে চলি ?

১ম নাগ । তা বলে কি, খুড়ো, রাণা বনবীরের মত বীরের সঙ্গে পার ?

খুড়ো । রেখে দে তোর রাণা বনবীর ! এক ধাবড়ায়, দ্বিতীয়পক্ষের শ্বশুর বাড়ীর জল খাইয়ে ছেড়ে দিতে পারি ।

২য় নাগ । নাঃ ! খুড়ো বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে । চলছে, এখন কে কোথায় গুন্তে পাবে, আর আমাদের শুদ্ধ সাতঘাটের জল খেয়ে বেড়াতে হবে ।

খুড়ো । বনবীর ! বনবীর দেখাতে এসেছে ! আমার যখন প্রথম বিয়ে হয় বিকানীরে,—বুঝলি গোবর্দন,—তখন একদিন রাত্তায় যেতে যেতে, দশ বেটা ডাকাত.

২য় নাগ । খুড়ো, তোমার কোন কথাটা সত্যি বাবা ! এই বলে আমার প্রথম বিয়ে হয় মাড়বারে,—আবার এখন বলচ বিকানীরে !

খুড়ো । বিরক্ত করিসনে । কালকের ছোঁড়া তুই, কি বুঝবি ? হাঁ, কি বলছিলুম ! হাঁ—অবধারণ করগে,—পনের, ঘোলটা ডাকাত

সেখানে হাজির ।—সেই রাস্তা দিয়ে তোদের বনবীর যাচ্ছিলো,—এমন সাহস হ'ল না তার,—যে ঐ ডাকাতগুলোর গলায় গামছা দেয় ! ভাগ্যিস, আমি সেই রাস্তায় যাচ্ছিলুম,—অমনি টপ করে এমন একটা বাণ ছুড়ে দিলুম,—অবধারণ করো—বিশ বেটা ডাকাত একসঙ্গে গিঁথে না গিয়ে, লট পট ক'রে মাটিতে শুয়ে পড়ল ।

১ম নাগ । খুড়ো, এটা কি বাবা সকাল বেলাকার খোঁয়াড়ি চলেছে । প্রথমে হ'ল দশটা ডাকাত ; তার পর হ'ল পনের বোল ; তার পর দেখছি বিশটা ডাকাত ।

২য় নাগ । তা হ'লে খুড়ো তুমি রাণা বনবীরের চেয়ে বীর ?

খুড়ো । আরে রাণা বনবীর আবার বীর নাকি ! একটা বেস্তার ছেলে,—একটা চাকরাণীর বেটা,—ভীক, কাপুরুষ, লম্পট,—

(বনবীরের প্রবেশ)

খুড়ো । আস্তে আস্তে হয়, রাণা—আস্তে আস্তে হয়,—আপনার মত বীর, সাহসী, মহাপুরুষ শুধু মেবার দেশে কেন, এ ভারতবর্ষে আছে কি না সন্দেহ ! এই বুদ্ধ ভক্তের মৰ্য্যাদা গ্রহণ করুন ।

(সাষ্টাঙ্গে প্রণাম)

বনবীর । কর কি, কর কি বুদ্ধ ? বয়োবৃদ্ধজন
কনিষ্ঠেরে করিলে প্রণাম, পুণ্যগ্রাম
চলে যায় গৃহ ছাড়ি । উঠ, উঠ ভূমি
ত্যজি .

(খুড়োকে ভূমি হইতে তুলিয়া)

হে সম্রাট নাগরিকগণ ! আসি
 নাই হেথা কুড়াইতে ভয়ার্ত্ত প্রণাম,
 কিম্বা পশু-শক্তিবলে রুদ্ধকণ্ঠ, ভীত,
 রাজ-পদে বশুতা স্বীকার ! আসিয়াছি
 স্বেচ্ছায় প্রদত্ত, উল্লসিত অন্নমতি
 লইবারে তোমাদের ! রাণা বিক্রমাজিৎ
 প্রজাপরে অত্যাচার দোষে, রাজ্যচ্যুত
 আজি ! তোমরাই করিয়াছ রাজ্যচ্যুত
 তারে । কৃপাকরি তোমরাই করিয়াছ
 মনোনীত মোরে । তাই সিংহাসন প'রে
 বসিবার আগে, ওহে জনমত ! ওহে
 ভূপতির পতি ! চাহে দাস অন্নমতি ।

নাগরিক । আমরা সকলেই সানন্দচিত্তে আপনাকে সিংহাসনে
 আহ্বান করি ।

বনবীর । কর তবে ধন্ববাদ গ্রহণ আমার ।
 কহি আজি প্রজাগণে সাক্ষ্য করি ; যদি
 কভু রাজ-কার্য্যে মম, নেহার স্থলন,
 করিও জ্ঞাপন ; দাস আমি তোমাদের,—
 গ্নায় মৃত্তিকায় অবশ্য পুরাব সেই
 স্থলনের কূপ ! পাপ-কার্য্যে যদি রত
 হই, বিষহৃষ্ট অঙ্গুলির প্রায়, "স্নেহ
 ত্যজি করিও ছেদন মোরে । আসি তবে ;
 সিংহাসন-আরোহণ করিবার আগে

নমি আমি জনমতে মঙ্গল-দেবতা

সম ।

(প্রস্থান)

সকলে । জয় রাণা বনবীরের জয় ।

৩য় নাগ । আচ্ছা খুড়ো ! বাহাছুরী আছে বাবা তোমার ! রাণার নামে ত বেশ খেঁউড় গাইছিলে ; গাইতে গাইতে, যেমনি রাণা এসে পড়েছে অমনি সুর বদলে ফেলে । তুমি বাবা দিনকে রাত করতে পার ।

খুড়ো । হেঁ হেঁ লছমন সিং । তুমি ছেলে মানুষ, এ সব বুঝতে পারবে না । এ সব হল রাজনীতি । বুঝলে লছমন সিং, রাজ-নীতি । এতে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সুর বদলাতে হয় । রাজ-নীতিতে এক সুর চলে না, কেবল মিশ্র রাগ রাগিণী ।

৩য় নাগ : ও সব রাজ-নীতি তোমার জ্ঞে থাক খুড়ো । আমাদের জ্ঞে মুখ আর মন এক সুরে বাজনা বাজাতে থাক । আমাদের নীতি টিটি দরকার নেই, আমাদের রীতিই ভাল ।

খুড়ো । দেখ বাবা ভাইপো, রাজনীতির সঙ্গে পীরিতি হ'লে, ও কোনও রীতি ভাল লাগবে না । সব রীতি অরাতি হয়ে দাঁড়াবে ।

২য় নাগ । চল, চলহে যাওয়া যাক । খুড়োর সঙ্গে বাক্যে পারবে না । আজ আমাদের নূতন রাণা হচ্ছে । আজ বড় আনন্দের দিন । চল, উৎসবে যোগ দান করা যাক গে ।

৩য় নাগ । হাঁ, হাঁ, চল ।

(সকলের প্রস্থান)

চারণ চারণীগণের প্রবেশ ও গীত ।

উভয়ে । বাজাও বাজাও ভেরী বাজাও, শঙ্খ রবে পুরাও দেশ ।

উলুধ্বনি দাও কামিনী, পর সবাই উজ্জল বেশ ।

চারণী । আলপনা দেও ঘরে ঘরে,

রস্তা তরু বসাও দ্বারে,

ফুলের মালা গৃহের চূড়ে, নগর মাঝে শোভা অশেষ ।

চারণ । বনবীরু আজ হলেন রাজা,

বীরের কেতন মহা তেজা,

সাজারে ভাই নগর সাজা, দূর করে দে বিবাদ লেশ ।

চারণী । অগ্নি দাহ হ'ল শীতল,

মরু মেবার হল সজল,

ধামল বিরোধ, শাস্তি এল, ঘুচ'ল প্রজার হুঃখ ক্লেশ ।

চারণ । অত্যাচারের হ'ল অন্ত,

হিংসা ঘৃণা হ'ল শাস্ত,

ভ্রাস্ত দেশের মোহ টুটে, হল সেধায় জ্ঞানোন্মেষ ।

তৃতীয় দৃশ্য—বিশ্রামাগার ।

বনবীর ।

বনবীর । প্রথম যৌবনে, ছিল মন মুকুরের

প্রায়,—স্বচ্ছ, রেখাহীন । অকস্মাৎ তথা

স্নেহময়ী রমণী মুরতি এক, দিল
 দেখা, রেখে মাঝে অপরূপ সৌন্দর্যের
 আলো । আজি মন পরিপূর্ণ প্রতিবিম্বে
 তার । নাহি স্থান এ মুকুরে, অণু ছায়া
 করিতে প্রবেশ । স্নেহময়ী বালা, আজি
 গড়িয়াছে প্রস্তর হইতে, দিনে দিনে
 সুরম্য মুরতি এক ।

হেরি অকস্মাৎ

ভেসে গেল শৈশবের তরল জীবন,—
 সে তারল্যে মিশিল স্বপন, সে স্বপনে
 কত সত্য, কত-মিথ্যা করে আনাগোণা ।
 অদ্ভুত বালিকা,—ভালবাসা মূল্য দিয়া
 কিনিয়াছে মোরে ! জীবনের যত দাঢ়্য,
 যত ইচ্ছা, যত অঙ্গীকার, সুরেথার
 কাছে গিয়ে ফিরে আসে,—তটস্থিত শৈলে
 যথা তরঙ্গের রাশি, পেয়ে প্রতিঘাত
 ফিরে আসে বারিরাশি পানে । সুরেথার
 হাসি, নিমেষে তরল করে, সুকঠিন
 যাহা কিছু আছে কঠোরতা এ জীবনে
 মম । ক্রমে যত দিন যায়, মনে হয়
 অস্তিত্ব আমার অন্ত যায় ধীরে ধীরে
 সুরেথাসাগর তীরে !

(সুরেখার প্রবেশ)

- সুরেখা । প্রভু ! নাথ !
- বনবীর । কে সুরেখা ? কোথা ছিলে প্রিয়ে ?
- সুরেখা । শুনিতেছিলাম নাথ, প্রজাদের হুংখ—
নিবেদন !
- বনবীর । হুংখ-নিবেদন ! উপযুক্ত
মন্ত্রী, সেনাপতি, কর্ম্মাধ্যক্ষগণ যেথা
নিয়োজিত দিবানিশি দেখিতে প্রজার
সুখ, কহ প্রিয়ে, হুংখ সেথা কোথা হ'তে
পাবে অবসর ?
- সুরেখা । জানিনা'ক ।
- বনবীর । সূচতুর
প্রকৃতিরঞ্জন কস্মিঁচাঁদ, সচিবের
রূপে যে রাজ্যের কর্ণধার, সেথা কোথা
প্রজাদের হুংখ-অবসর ?
- সুরেখা । জানিনা'ক ।
- বনবীর । প্রিয়ে ? বিশ্বয়ে ভরিল হৃদি ! বহু যুদ্ধে
উত্তাপে উত্তাপে রক্ত যার হইয়াছে
প্রস্তর-কঠিন, হেন বীর কাণোজীর
সেনাপতি-পদে, প্রজাদের হুংখ-পক্ষ
কেমনে রহিবে ?
- সুরেখা । জানিনা'ক ।

বনবীর ।

কোষযুক্ত

কৃপাণ লইয়া করে, ঘুরে যে রাজ্যেতে
দেশের পালক রাজা,—কিবা দিনে, কিবা
রাত্রে, কভু ছদ্মবেশে, কভু রাজ-বেশে—
সে রাজ্যেতে প্রজাদের ছুঃখ কষ্ট, কোথা
হতে হবে প্রিয়ে ?

সুরেখা ।

জানিনা'ক । ‘

বনবীর ।

শুনেছ কি

কিবা ছুঃখ তাহাদের ?

সুরেখা ।

কহে তারা, মন্ত্রী

করে অত্যাচার রাজ-কর লয়ে ! প্রভু ?
করো ক্ষমা মোরে ! বা শুনিলু, অকপটে
কহিলু তোমারে । যদি চপলা বালিকা
সম, করে থাকি অপরাধ, ক্ষমা করো !

বনবীর ।

ক্ষমা ? প্রিয়ে ? জাননাকি, বনবীর হৃদে
তুমি আজ রাজ-রাণী ! আমি প্রজা তব ।
প্রেম-মূল্যে কিনিয়াছ মোরে ! আমি দাস !
দাস কভু পারে না প্রভুরে করিবারে
ক্ষমা !

সুরেখা ।

নাথ ! যদি অধিনীরে করিয়াছ
করুণা প্রদান ! ডিক্কা মাগি পদে, প্রজা-
গণে দিওনা'ক ছুঃখ । স্বচক্ষে দেখিতে
পার যদি রাজ-কার্য্য, প্রজাদের লহ

ভার ; নহে শুধু কুড়াইতে অপযশ,
বসিওনা মেবারের সিংহাসনে । দীন
প্রজাদের বাড়াওনা দীনতার বোঝা ।

বনবীর ।

প্রিয়ে ? সত্য কহি বুঝিতে পারি না কিছু
আছে মম আজন্ম বিশ্বাস, কশ্মির্চাঁদ
ধর্ষভীরু, জ্ঞানী, বুদ্ধিমান অতি ; অতি
দয়ার্দ্ৰ-হৃদয় ! নির্ভূরতা ফিরিয়াছে
বহুবার বিফল হইয়া, বরমালা
লয়ে । বিমাতার মত হেরে তারে জ্ঞানী

সুরেশ্বা ।

কশ্মির্চাঁদ । সেজন কেমনে, প্রজাদের
পরে, করে অভ্যাচার রাজ-কর লয়ে ?
স্বামি ? প্রভু ! যদি অপরাধ নাহি লও
মোর ! দাও মোর রসনারে, ক্ষণেকের
স্বাধীনতা ! সরল মানস তব । জন্ম-
কাল হ'তে শুধু করিয়াছ তরবারি-
সেবা ! কিন্তু দেখিবার পাও নাই ক্ষুদ্র
অবসর, এই মানব-হৃদয়ে থাকে
সহস্র অরাতি স্তম্ভ, থাকে সহশ্রেক
তরবারি লুক্কায়িত তথা ! কবে কার
হৃদয় হইতে কয়টি অরাতি, কিম্বা
কয়টি তরবারি ছুটে আসে অলক্ষিতে
অসতর্ক সরল মানব-বক্ষে, তুমি
কি বুঝিবে ?

বনবীর ।

কিন্তু আমি ত হেরিনি কভু
কাম্বিচাঁদ-হৃদয় হইতে, একদিন
তরে, একটি অরাতি, কিম্বা তীক্ষ্ণ কোনও
তরবারি, ছুটিয়া আসিতে বনবীর-
বক্ষঃ লক্ষ করি !

সুরেখা ।

করো ক্ষমা নাথ, নিজ
কর্ণে করো অবধান প্রজাদের দুঃখ—
রাশি !

বনবীর ।

কেমনে বিশ্বাসি, যদি শুনি প্রিয়ে
তুষার হইতে উঠে উত্তাপের রাশি ?
কেমনে বিশ্বাসি, যদি শুনি কক্ষচ্যুত
হইয়াছে চক্রে সূর্য্য গগন হইতে
ভূতল উপরে ? কেমনে বিশ্বাসি, যদি
শুনি পিতা করে পুত্রেরে ভক্ষণ ?

সুরেখা ।

ক্ষমা
করো নাথ ! আর কভু তুলিব না হেন
কথা !

বনবীর ।

না—না প্রিয়ে ! তাজ রোষ, অপরাধ
করিয়াছি তোমার উপরে ! বুদ্ধিমতী
স্বামি-ভক্তি পরায়ণা তুমি, তাই দয়া
করি স্নযুক্তি প্রদানে রক্ষিয়াছ মোরে
বহুবার । বহু ঋণে ঋণী আমি তব
কাছে ! আজি দয়া রূপে অবতীর্ণা হয়ে

প্রজাদের কুশল মাগিছ ? এ কি, প্রিয়ে
 অদেয় আমার ! বহু ভাগ্যে পাইয়াছি
 তব সম গুণবতী জীবন-সঙ্গিনী !
 মূর্খ আমি ! বুঝিতে পারি না তোমা ! এস
 প্রিয়ে, শুনি প্রজাদের দুখ-গাথা ।

চতুর্থ দৃশ্য—মেবারের নগর মধ্যে একটা নিভৃত গৃহ ।

চৈতরা, গণক ও খুড়ো ।

চৈতরা । আপনার নাম কি ?

খুড়ো । আজ্ঞে—নাম !—নাম !—আজ্ঞে আমার নাম বোকা ।

গণক । বাঃ ! বেশ নামটি ! আপনি বুঝি ছেলে বেলায় খুব বোকা
 ছিলেন ?

খুড়ো । ছেলে বেলায়ও ছিলাম, এখনও আছি ! বোকা নইলে, এই
 দেখুন না, ছনিয়ার লোক করে খাচ্ছে, আর আমি দুটি খেতে পাইনে !
 আবার শুধু আমি নই ;—আমার পিঠে একটি ছোট খাট কুঁজ আছে,
 সেটিও খেতে পায় না ।

গণক । কুঁজ কি রকম ? এই ত দেখছি, আপনার পীঠ বেশ চোস্ত
 সমতল ?

খুড়ো । আজ্ঞে—সমাজের নিয়ম হচ্ছে, পিঠের কুঁজ বাড়ীতে রান্নাঘরে বা শোবার ঘরে তুলে রেখে, বাইরে বেরুতে হবে ! শাস্ত্রে আছে “পথে নারী বিবর্জিতা !” তাই আমার কুঁজটিকে ঘোমটা দিয়ে, রান্নাঘরে তুলে রেখে এসেছি ।

গণক । আপনি বেশ স্মরসিক দেখছি । কিন্তু আপনার রসটা, কড়া জ্বাল হয়েছে বলে ভাল হজম কত্তে পারছি না ।

খুড়ো । পারছেন না ? তা আমি আগেই ভঙ্গ খাইয়ে হজম করিয়ে দিচ্ছি । পরিবার পিঠের কুঁজ ছাড়া আর কি বলুন দেখি ? বিদেশে যেতে হলে পিঠে করে যেতে হবে । সর্বদাই পিঠে চড়ে আছেন বলে, স্বামী বেচারী সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন না । স্বামী বেচারী যা খেতে পান, তার অর্ধেক দিতে হবে পরিবারকে,—আবার এক এক সময়ে তার বেশীও দিতে হয় ; এমন কি, সময়ে সময়ে তিনি সর্বগ্রাস করতেও উদ্যত হন । তবে আর পরিবারকে পিঠের কুঁজ ছাড়া আর কি বলব ?

চৈতরা । বাঃ ! বাঃ ! আপনি একজন কবি দেখছি ।

গণক । তা বাই হ'ক । কবি মহাশয় ! এখন ত গুনলুম, আপনি খেতে পান না । তার পরে গুনলুম, আপনার পিঠের কুঁজও খেতে পান না । এখন উপায় ?

খুড়ো । উপায় আপনারা পাঁচ জনে ।

গণক । দেখুন, আমরা আপনাদের দুজনের যাবজ্জীবন খাবার ভার নিতে পারি । কিন্তু পরিবর্তে আমাদের কি দেবেন ?

খুড়ো । কি দেব ? সম্পত্তির মধ্যে আছে ত এই মুখ খানা, আর আছে এই মাথাটার ভেতর কতকগুলো বোকা বুদ্ধি ।

গণক । ব্যস ! ঐ ছোটো জিনিস দিলেই হবে । আর আমরা কিছু চাই না । আমরা শুধু আপনার মুখখানা আর বুদ্ধি টুকু চাই ।

খুড়ো । কিন্তু তার বদলে আমাদের জীপুরুষকে ব্যবজ্জীবন খেতে দিতে হবে ?

গণক । নিশ্চয় ।

খুড়ো । গোড়াতে বলে রাখাই ভাল । বিশেষ যখন বোকা লোক,— ভবিষ্যতে কখন কি গোলমাল হয় বুঝতে পারি না । দেখুন মশায়, আমি রোজ—এই বেশী নয়,—আধ ভরি ক'রে আফিং খেয়ে থাকি ।

গণক । বেশ ত, বেশ ত, তার জন্তে কিছু আসে যাবে না । আফিং গাঁজা, গুলি, চরস, যখন যা চাইবেন, সব পাবেন । কেবল আপনার বুদ্ধি টুকু আর মুখখানা আমাদের কাছে বন্দকী রেখে দিতে হবে ।

খুড়ো । জয় মা ভবানী ! আজ অনেক দিনের পরে আশ্রয় নেবার মত একটা বটবৃক্ষ খুঁজে পেলুম ।

গণক । দেখুন, আপাততঃ আমরা আপনাকে এই হীরের আংটিটা বায়না দিচ্ছি । তার পরে আবার কাজ আরম্ভ হলে,—বুঝলেন ?

খুড়ো । বুঝেছি । এখন বলুন কি করতে হবে ? আজ থেকেই কাজ আরম্ভ করে দিই ।

গণক । বেশী কিছু নয় । আজ একবার রাণার দরবারে গিয়ে আপনাকে বলতে হবে, যে, যে রাজ-কর আমার উপর নির্দ্ধারিত হয়েছে, তাতে আমি “ভিটস্থ ঘুবুস্থ” হবার মত হয়েছি ।

খুড়ো । এই টুকু কথা ! ও আমি খুব পারব ।

গণক । তার পরে আরও কাজ দেব । তাতে আপনারও দুপয়সা

থাকবে, আর আমাদেরও—বুঝলেন কি না! যাক! আজ এই কাজটা করুন। দেখি আপনি কেমন কাজের লোক।

খুড়ো। চললুম। এ অতি সহজ কাজ। কাল সকালে গুনবেন, আপনার কাজ হাসিল। হাঁ, ভাল কথা, কাল আবার কোথায় আপনারা সঙ্গে দেখা হবে?

গণক। এই জায়গায়।

খুড়ো। আর একটা কথা ছিল। যদি কিছু মনে না করেন। আমার মনিবের নামটি যদি গুনতে পাই!

গণক। কাল সকালে একটা সোণার আংটি দিয়ে নাম গুনিয়ে দেব।

খুড়ো। জয় হ'ক বাবা জয় হ'ক। আমার নাম গুনে কাজ নেই। তুমি বাবা আমার বেনামী বাবা।

গণক। আরও একটা কথা আছে। আপনি একবার ভেতরে আসুন। সব খুলে বলি।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য—বনবীরের মন্ত্রণাগার ।

বনবীর উপবিষ্ট—সম্মুখে খুড়ো ও ছদ্মবেশী গণক ।

বনবীর । (খুড়োর প্রতি) আপনার নাম কি ?

খুড়ো । (করযোড়ে) আজ্ঞে আমার নাম জগৎ সিংহ !

বনবীর । আপনার পরিচয় ?

খুড়ো । আমি রাণার একজন ভক্ত প্রজা । আমার এই মাত্র পরিচয় । এই পরিচয়টাকেই আমি সর্বাপেক্ষা প্রধান উপাধি বলে বিবেচনা করি । উর্দ্ধতন সপ্তপুরুষ বরাবরই মেবার রাজ্যে বাস করে, বাপ্পারাও বংশীয় রাণাদের ভক্তি-অর্ঘ্য দান করে এসেছেন । এ দামও জন্মাবধি বাপ্পারাও কুলতিলক স্বর্গীয় রাণা পৃথ্বীসিংহকে বরাবর ভক্তি-অর্ঘ্য দান করে এসেছে । আজ আমি হতভাগ্য, তাঁকে স্বর্গে পাঠিয়ে এখনও পৃথিবীর ঘূর্ণীপাকে ঘুরে মরচি ।

বনবীর । রাণা পৃথ্বীসিংহ অনেক দিন স্বর্গগত হয়েছেন ! আপনার তাঁর কথা মনে আছে ?

খুড়ো । মনে আছে কি না জিজ্ঞাসা করচেন, রাণা ? তাঁর কথা আমার মনের মধ্যে ইষ্টদেবের মন্ত্রের মত বিরাজ করছে । স্বর্গীয় রাণা পৃথ্বীসিংহ আমায় বড় ভাল বাসতেন । আমাকে কনিষ্ঠ সহোদরের মত স্নেহ কর্তেন । আমরা এক সঙ্গে মৃগয়া কর্তে যেতুম, এক সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সঙ্গে লড়াই কর্তু ম । আজ আমি বড় ভাগ্য হীন, তাই আজ আমি আমার এমন “দাদা”কে হারিয়েছি । সে যে কি “দাদা” ছিলেন, কতবড় মহাত্মা, তা আর আপনাকে কি বলব ?

বনবীর । তা হলে আপনি আমার পিতৃবন্ধু ।

খুড়ো । রাণা ! বড় বীর মেবার-রাজ্য থেকে চলে গিয়েছেন । তিনি বেঁচে থাকলে, আজ আমার ভাবনা কি ? আমার এমন দুর্দশা হবে কেন ? বনবীর । কেন, আপনার কি দুর্দশা হয়েছে ?

খুড়ো । রাণা, আপনার সামনে আমি বলতে ভয় পাচ্ছি ! যদি অভয় দেন, তবেই বলতে পারি ।

বনবীর । আপনাকে আমি সম্পূর্ণ অভয় দিচ্ছি ।

খুড়ো । রাণা, আপনার রাজত্বে আমরা যথেষ্ট সুখে ছিলাম সত্য । কিন্তু ইদানীং আমাদের বড়ই অসুবিধা ঘটেছে । মন্ত্রী মহাশয় এত অধিক কর বৃদ্ধি করেছেন, যে আমাদের পল্লীতে হেন প্রাণী নেই, যে, রাজ-কর দিয়ে, দুই বেলা অন্ন সংস্থান কর্তে পারে ।

বনবীর । বলেন কি ? কই, আমি ত একথা শুনি নাই ।

খুড়ো । আপনাকে কি মন্ত্রী মহাশয় একথা শোনান ? শোনালে তাঁর “উপরি”টা কেমন ক’রে বজায় রাখেন ?

বনবীর । হে সম্রাট পিতৃবন্ধু মম ! শুনাইলে
অদ্ভুত বারতা । ত্রায়পরায়ণ বলি
রাখিয়াছি কস্মিঁচাঁদে সচিবের পদে ।
বিশ্বাস আমার, কস্মিঁচাঁদ লোভ হীন,
দয়াবান, অতি বিবেচক । অর্থ লোভ
নাই তার । কিন্তু শুনি নাই, হেন
রাজ-কর বৃদ্ধি করি, করে অত্যাচার
অজ্ঞাতে আমার, পুত্র স্নেহ-অধিকারী
প্রজার উপরে । যদি সত্য হয়, বুধা
তবে রাজ-দণ্ড করেছি ধারণ, বুধা

জন্ম পৃথ্বীসিংহ বীরের গুঁরসে ! বৃথা
করি ভাণ, মেবারের ছায়-পরায়ণ
রাণা আমি ! হে সম্ভ্রান্ত নাগরিক, কহ
তুমি পিতৃ বন্ধু যম । পিতৃ বন্ধু মিথ্যা
নাহি কহে । সত্য কহ, কোন্ কোন্ প্রজা
জর্জরিত রাজ-করে !

খুড়ো । ঠক বাচতে গাঁ ওজড় । কত আর নাম করব রাণা ? মেবার
রাজ্যের অধিকাংশ প্রজা মন্ত্রীক অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে উঠেচে । এই
আর একজন রাজ-ভক্ত প্রজা দাঁড়িয়ে রয়েছেন, এঁকে বরং জিজ্ঞাসা করুন ।
বনবীর । কহ মহাশয়, রাজ-করে প্রপীড়িত

যদি !

গণক ।

যেই দিন হতে রাণা বনবীর
লইয়াছে নিজ করে মেবার-রাজ্যের
পালনের ভার, সেই দিন হতে, সুখ,
শান্তি, সুবিচার, সুনিয়ম, বাধা
ছিল অটুট শৃঙ্খলে প্রজাদের গৃহে
গৃহে । বসন্তের বায় লেগেছিল প্রতি
মেবার তরুর শাখে । স্নিগ্ধ বনবীর-
চন্দ্রোদয়ে, অন্ধকার মেবার আবার
হয়েছিল আলোকিত কৌমুদী প্রকাশে ।
কিন্তু অকস্মাৎ সেই চন্দ্রে গ্রাসিয়াছে
কেতু । অকস্মাৎ বসন্ত-অনিল স্তব্ধ
হল হিমস্রাবী পবনের বেগে । রাণা ?



অকস্মাৎ রাজ-কর, বন্না সম আসি
 করে উৎপীড়ন প্রজাগণে জনে জনে ।
 তুমি বিপদ তারণ রাজা, রক্ষা কর
 প্রজাকূলে বিপদের প্রহার হইতে ।
 বনবীর । বুঝিলাম, অপারগ বৃদ্ধ মন্ত্রী মম
 পালন করিতে প্রজা । যাও আজি সবে ;
 অবিলম্বে প্রতিকার করিব ইহার ।
 জেনো স্থির, যেই হস্তে কসেছি ধারণ
 ক্ষত্রিয়ের পুত্র তরবারি, সেই হস্তে
 ধরিব না অস্ত্রের নির্ভুর কুঠার !
 সুপালন, অত্যাচার, সপত্নী-তনয়,
 পরম্পরে চির শত্রু । যদি সুপালনে
 করেছি আশ্রয়, অত্যাচারে অবশুই
 দিব বিসর্জন । প্রাণ পণ, বাক্য কড়
 ব্যর্থ নাহি হবে ।

(প্রস্থান)

খুড়ো । লাগ্ লাগ্ ভেক্কী লাগ্—ভেক্কী লাগ্ । খুড়ের গাদায়
 আঙুণ ধরিয়ে দিয়েছি । গণক ঠাকুর, এবার দেখ দেখি আমার হাতখানা,
 মন্ত্রী যোগ আছে কি না ।

গণক । খুব আছে, খুব আছে ।

খুড়ো । তবে আর কি ! তোমার কাজ ত কতে হল, এখন-চল দেখি
 চাঁদ, তোমার সোণার আংটিটা দেবে ।

ষষ্ঠ দৃশ্য—বনবীরের কক্ষ ।

সুরেখা ও বনবীর ।

সুরেখা ।

সুপালন চাহ যদি মেবার-রাজ্যের,
 পুরাতন কৰ্মচারিগণে দাও প্রভু
 অচিরে বিদায় । চাহ যদি দূচতম
 অট্টালিকা, বাদ দাও যত শিলাক্ষত
 বৃষ্টিধোত ইষ্টক নিচয়ে । ইষ্ট তরে,
 নব দ্রব্যে গঠ হৰ্ম । রাজ্য সুশাসন
 নাহি হয় জীর্ণ-মন কৰ্মচারী লয়ে ।
 আন রাজ্যে নূতন শোণিত, ভিন্ন দেশ
 হ'তে ছায় পরায়ণ কৰ্মবীর, ধীর
 ছায়পহীগণে প্রভু, করো নিয়োজিত ।

বনবীর ।

জানিতাম মন্ত্রী মম বীর কস্মিচাঁদ
 লোভহীন, ছায় পরায়ণ । জন্ম হতে
 হেরি নাই তারে অছায় অটবী মাঝে
 করিতে প্রবেশ, ছায় পথ ত্যজি । আছে
 দয়া গুণ দাস হয়ে বীরত্বের পদে ।
 কিন্তু গুনি আজি, বার্কিক্যের তন্ত্রাঘোরে,
 অর্থলোভ, অত্যাচার করেছে প্রবেশ
 দস্যু সম, অরক্ষিত হৃদয়-পুরীতে
 তার ! আর না উচিত মম মুক্ত আশি

নিমেষিতে ! দিব বিদায় তাহারে । রাজ্য
যদি করেছি গ্রহণ, তার সুপালন
অবশ্য উচিত মম ।

সুরেশা ।

কেন এ শোচনা

তব ? অত্যাচারী যদি কর্মচারী,—হোক
অতি বিশ্বস্ত সেজন,—উচিত রাজ্যর,
গোময় ছষিত ছুঙ্ক সম তেয়াগিতে
তারে !

বনবীর ।

কিন্তু,—কহ প্রিয়ে,—

সুরেশা ।

নাহি 'কিন্তু' পশ্চাতে ইহার । যদি থাকে,
পাপের সেবক তাহা ।

বনবীর ।

জান না ; সুরেশা ।

বহু ঋণে ঋণী আমি তাঁর কাছে । বাল্যে
অল্প শিক্ষা লভিয়াছি জাহ্নু দেশে তাঁর ।
কৈশোরে সমরে সেনাপতি রূপে, মম
সমর কৌশল শিখালেন তিনি । তার-
পর,—তারপর এই সিংহাসন—এই
মেবারের স্বর্ণ সিংহাসন, বার পরে
শতচক্ষু আছে চেয়ে, স্কুধিত কেশরী
সম,—সেই সিংহাসন দিয়াছেন মোরে
গুধু অকৃত্রিম স্নেহ বশে । না থাকিলে
কস্মিন্দাদ, মেবারের রাজ-সিংহাসন
হত না আমার । স্থির এ বিশ্বাস মম ।

সুরেখা ।

ভুল, অতি ভুল করিয়াছে কশ্মিচাঁদ
সিংহাসন প্রদানি' তোমায় । যার এত
কোমল পরাগ, উচিত না হয় তার
রাজ্যভার করিতে গ্রহণ । প্রিয়তম ?
কঠোর হস্তেতে হয় রাজ্য স্মশাসন ।
পাষণ-কঠিন হৃদয় যাহার, সেই
পারে শ্রায়মতে রাজ্য পালিবারে ।

শুন নাথ,

হওনা অবোধ, প্রজাগণ যাচে আজি
বর্তমান সচিবেরে করিতে বিদায় ।
রাজা প্রজাদের দাস, প্রজার কামনা
গুরুর আদেশ তার । দাও কশ্মিচাঁদে
অচিরে বিদায় । দিব তার স্থানে আমি
মন্ত্রী এক, রাজ কার্যে অতি সুপণ্ডিত ।

বনবীর ।

তবে তাই হোক ।

সুরেখা ।

হাঁ, তাই হোক ।

পিতা মম বহুদর্শী, প্রবীণ পণ্ডিত,
বসাইব মন্ত্রিপদে তাঁরে আমি । যদি
চাও রাজ্য স্মশাসন, স্মপালন,—বিনা-
বাক্যে দেখ কিবা করি । নির্বোধ যে জন
উচিত তাহার, সুরোধে সুরোগ দিতে ।

বনবীর ।

কিন্তু,

প্রজাগণ কি কহিবে, শুনিলে যখন,

কর্মিচাঁদে করিয়া বিদায়, বসায়েছি
আপন স্বপ্নেরে, দায়িত্বের উচ্চ বেদী
সচিব আসনে ?

সুরেখা ।

হওনা চঞ্চল ! নাথ !

সিংহাসনে বসিবার আগে, নৃপতির
উচিত সতত, লজ্জা, ভয়, কোমলতা,
ভূমি পরে তেয়াগিতে । ভূমি কর নাই
তাগ ! তাই প্রতি পদে আসে শঙ্কা তব !
ভয় নাই,—লজ্জা ভার দাও মম 'পরি ।

বনবীর ।

তব হস্তে শিশু সম হয়েছি ছর্ব্বল,—
প্রিয়তমে, দাও শক্তি ফিরাইয়া য়োর !
গৃহ-দস্যু সম—তিলে তিলে করোনা'ক
অন্তঃসার হীন ! ভিত্তি হীন গৃহ সম
সামান্য পবন-ঘায় চুমিব ভূতল ।

সুরেখা

হওনা চঞ্চল ।

সপ্তম দৃশ্য—উদ্যান ।

রাণা বনবীর ও খুড়োর প্রবেশ ।

খুড়ো । জ্যা ! বলেন কি রাণা ? আপনি বিক্রমাজিতকে এখনও জীবিত রেখেচেন ? এঃ ! আপনি দেখচি অতি কোমল-প্রাণ লোক ।

বনবীর । কেন ? বিক্রমাজিৎ জীবিত থাকতে আমার ভয় কি ? সেত কারাগারে বন্দী হয়ে রয়েছে ।

খুড়ো । আপনি দেখছেন, সে কারাগারে বন্দী হয়ে রয়েছে, কিন্তু আমি দেখচি সে বাঘের মত, মুখ ব্যাদান ক'রে সারা রাজ্যময় অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে ।

বনবীর । কেন, তোমার একুপ দেখবার কারণ ?

খুড়ো । এটা আর বুঝতে পারলেন না রাণা ! ও কারাগার টাৱাগার ছুটো পয়সার খেলা । আপনি গোটাকত স্বর্ণমুদ্রা ঐ কারাগারের দরজায় ছুঁইয়ে দেন, দেখবেন ঐ লোহার দরজা আপনি ফাঁক হয়ে যাবে । কিছু নয়, রাণা, কিছু নয় ; কারাগারের পাথরের দেওয়াল, পয়সার কুঠাৱে কতক্ষণ টেকে থাকতে পারে ?

বনবীর । বিক্রমাজিতের এত পয়সার জোৱ কই ?

খুড়ো । আছে বই কি রাণা, যথেষ্ট আছে । তার না থাকে তার বন্ধু বান্ধব, সহচর বর্গের ত আছে । তার না থাকে, তার সহানুভূতি-ওয়ালাদের ত আছে । হাঁ, ভাল কথা, বিক্রমাজিতের স্ত্রী, পুত্র কন্যা-গুলোকেও কারাগারে রেখে দিয়েছেন ত ?

বনবীর । ছি ! ছি ! এ আপনি কি বলচেন ?

খুড়ে । ওঃ ! আপনার কাজ নয় মেবারের রাণাগিরি করা । এ মেবারের লোকগুলোকে আপনি চেনেন নি । এ অতি ভয়ানক জাত ! ঐশ্বর্য্য, প্রভুত্বের জন্তে এরা নিজের বাপের বক্ষে ছুরি বসিয়ে দিতে পারে,—একটু জায়গিরের জন্ত নিজের স্ত্রীকে বাজারে বিক্রি করে আসতে পারে ।

বনবীর । না, আমি এ বিশ্বাস করিনে ।

খুড়ে । বিশ্বাস করেন না ! হা ! হা ! আচ্ছা, আপনাকে একদিন বিশ্বাস করাবো ! একদিন দেখাব, কি ক'রে একভাই অপর ভাইয়ের বুকে ছুরি বসিয়ে দিচ্ছে ! স্বামী, স্ত্রীকে হাতে এনে বিক্রয় কচ্ছে । বন্ধু, বন্ধুর মাংস অবাধে চিবিয়ে খেয়ে বেড়াচ্ছে । হাঁ, হাঁ, রাণা ! আপনার চেয়ে আমার অনেক বয়েস হ'য়ে গিয়েচে । আমি অনেক দেখেচি ।

বনবীর । না-মা-এ আপনি কি বলচেন ? মেবার দেশ কি নরক ?

খুড়ে । হাঁ নরক ! সত্যি তাই, নরক । আজ আমি এখানে আপনার স্তন্থুখে দাঁড়িয়ে কথা কচ্ছি, ভেঁ ক'রে হয়ত একটা ছুরি বার ক'রে আপনার বুকে বসিয়ে দিতে পারি ! এ ঘটনা ত একচার । শুধু মেবারে কেন ? সমস্ত ছনিয়া জুড়ে কি শুধু এই ঘটনাটাই পুনঃ পুনঃ ঘুরে ফিরে আসচে না রাণা ?

বনবীর । না-না ! আমার জন্মগত বিশ্বাসটা আপনি নষ্ট করবেন না ।

খুড়ে । ভাল ; আপনার জন্মগত বিশ্বাস ধুয়ে ধুয়ে, সেই জলে আপনার রাজত্বের আয়ু বৃদ্ধি করুন । কিন্তু মনে রাখবেন রাণা, শঠ লোকদের দমনে রাখতে গেলে শুধু বুদ্ধিষ্ঠিরের বিশ্বাস নিয়ে কাজ হয় না ; শকুনির বিশ্বাস প্রাণসেরও মাঝে মাঝে দরকার হয় ।

বনবীর । আপনি আমাকে করতে বলেন কি ?

খুড়ো । আমি বলি, যদি নিৰ্বাঞ্জাটে রাজত্ব করতে চান, তাহ'লে
রাঞ্জাটের খনিগুলোকে একেবারে নিঃশেষ করে ফেলুন ।' রোগের শেষ
আর শত্রুর শেষ কখনও রাখতে নাই । রাণা বিক্রমাজিতকে শুধু কারা-
গারে বদ্ধ না রেখে—একেবারে—বুঝলেন রাণা (হত্যার ইঙ্গিত করিলেন)
.....কি ভাবচেন রাণা ?

বনবীর । ভাবি মনে, কিবা প্রয়োজন তার ? বদ্ধ
আছে লোহের শৃঙ্খলে ; সাধ্য কি মানব
হয়ে টুটে সেই কঠিন শৃঙ্খল ? মদ-
মত্ত হস্তী যাহা পারে না টুটিতে ! কেন
বিনা প্রয়োজনে, নরের শোণিতে করি
রঞ্জিত আপন কর ? যদি কভু হয়
প্রয়োজন, আপদের শাস্তি সম্পাদিতে,—
ভাসাইতে মেবার রাজ্যেরে সদ্যঃশ্রুত
নরের শোণিতে, নিমেষে লক্ষিতে পারে
কোষ হতে খড়্গ মোর ! তবে কেন শুধু
বিনা প্রয়োজনে রক্তপাত ?

খুড়ো । রাণা ? বড় বড় বীরপুরুষদের সঙ্গে শুধু যুদ্ধই করেছেন বহুত
নয়, শঠ লোকদের সঙ্গে ত কখনও ব্যবহার করেন নি ! আপনাকে আর
কি বলব ? আমি আপনার হিতার্থী—অবধান করুনগে,—যখন রাণা
পৃথ্বীসিংহ বেঁচে ছিলেন, তখন কি ক'রে সংগ্রামসিংহকে মেবার দেশ থেকে
তাড়িয়েছিলেন, তাত আপনি জানেন না !

বনবীর ! আমিত জানি, তিনি তরবারীর সাহায্যে রাণা সংগ্রাম-সিংহকে মেবার থেকে তাড়িয়েছিলেন ।

খুড়ো । হাঁ, হাঁ, তরবারির সাহায্যে বটে । তবে সে তরবারি অত তীক্ষ্ণ করে দেয় কে ? সে এই খুড়ো মশায় । বুঝলেন রাণা ! এই খুড়ো মশায়ের ক্ষুরধার বুদ্ধি একা একশ তরবারির কাজ করেছিল । বুঝলেন রাণা ! তবে শুনুন একটা ঘটনার কথা । একবার মহারাণা পৃথ্বীসিংহ বড় মূৰ্ছিলে পড়েন । একটা বনে রাণা পৃথ্বীসিংহকে, সংগ্রামসিং একেবারে ঘেরোয়া করে ফেলেছে । রাণা পৃথ্বীসিংহের সঙ্গে শুধু ছিলাম আমি, আর জনকতক সৈন্য । আর সংগ্রামসিংহের প্রায় পাঁচ, সাতশো সৈন্য । আমি দেখলুম রাণা পৃথ্বীসিংহ ত কুপোকাত হলেন । কি করি,—আমি হলুম রাজভক্ত প্রজা ! রাজার নেমক খেয়েচি । স্মতরাং অধর্ষ্যত করতে পারব না । আর অধর্ষ্য জিনিষটা আমার সাতপুরুষের মধ্যে—বুঝলেন কিনা রাণা—একপ্রকার অজ্ঞাত বললেই হয় । বাহ'ক রাণাকে ত বাঁচাতে হবে । ভেঁা ক'রে একটা বুদ্ধি রাণাকে বাৎলে দিলুম । বললুম দেখুন, আপনি সংগ্রামসিংহকে বলুন, আজ আমাদের বাপের শ্রাদ্ধের দিন ; আজ ভাই হয়ে, ভাইয়ের রক্তপাত করতে নেই ! আজ যুদ্ধ বন্ধ থাক, কাল তখন দেখা যাবে” ! রাণা পৃথ্বীসিংহ আপনার মত অত বোকা ছিলেন না ; তাঁর বড় বুদ্ধি ছিল । তিনি আমার বুদ্ধি নিয়ে সংগ্রামসিংহকে সেই কথা বললেন । যেমনি সংগ্রামসিংহের সেই কথা শোনা, অমনি পিতৃভক্ত সুবাপুরুষ, তরবারি খানি ধুয়ে মুছে খাপের মধ্যে পুরে ফেলেন, আর সৈন্যদেরও বলেন “যাও সব, বাপের শ্রাদ্ধ করো গে” । সৈন্যগুলোও তরবারি খাপের মধ্যে পুরে,—বাপের না হ'ক মামার শ্রাদ্ধ করতে সরে পড়ল । আর রাত্রিবেলা, যখন সব সৈন্যগুলো মামারবাড়ীর খেজুররস খেয়ে,

বেঘোরে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচে,—অমনি রাণা পৃথ্বীসিংহ আর আমি দুজনে গিয়ে টকাটক্ সৈন্তগুলোকে বেঁধে ফেলুম—আর রাণা সংগ্রামসিংহকে একটা তালগাছের সঙ্গে না বেঁধে, বল্লুম—“খুব কষে বাপের শ্রাদ্ধ করো।” বুঝলেন রাণা, একটা বাপের শ্রাদ্ধর দোহাই দিয়ে একটা অতবড় বীরকে একমুহূর্ত্তে জয় করে ফেলা গেল ;—যেখানে, পাঁচ. সাতশো সৈন্ত একেবারে হিমসিম খেয়ে যেত। কূটবুদ্ধিতে হয় না কি রাণা ! কূটবুদ্ধির চেয়ে কি আর অস্ত্র আছে ?

বনবীর। কিন্তু,—

খুড়ো। আবার কিন্তু ! কিন্তু টিক্ত নয় রাণা ! একেবারে মা দুর্গা বলে আমার এই বুদ্ধিসাগরের মধ্যে ডুব দিয়ে ফেলুন, দেখবেন ত্রাত্তে অনেক রত্ন খুঁজে পাবেন।

বনবীর। (স্বগত) বুঝিতে না পারি, কিবা কহে এই জন ?

ভাবনায়, ঘূর্ণমান মস্তিষ্ক আমার !

কল্যা রাজে, সুরেশা কহিল যেই বাণী,

সেই বাণী কহে হিতার্থী এজন ? সব

কহে এক কথা ! সন্দেহ বাড়িছে মনে,

আছে বুঝি প্রয়োজন, বিক্রমাজিতের

লহিতে জীবন ! অতি কূট রাজনীতি !

ধর্মনীতি পর্য্যুয়িত শব হেথা !

খুড়ো। রাণা ! আপনার বিক্রমাজিতের উপর বড় স্নেহ দেখতে পাচ্ছি। ত্রাত্ত হবেই। আপনার কোমল প্রাণ ! কুমার উদয়সিংহের উপরও বোধহয় খুব স্নেহ ? ত্রাত্ত হবেই। আহা, রাণা আমার, ভাই টাই

নিম্নে বড়ই স্নেহের সংসারে বাস করচেন । তবে কি জানেন রাণা ! আমরা ভয় করি এই স্নেহটাকে । এই স্নেহেতে যখন আগুন লাগে, তখন স্নেহযোগে অগ্নির দাহটা আরও তীব্রতর হয়ে পড়ে । বুঝলেন রাণা । (উত্তরীয় হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া) আচ্ছা, এই পত্রখানা পড়ে দেখুন ত রাণা ।

রাণা । এ কার পত্র ? আপনি পড়ুন, আমি শুনচি ।

খুড়ো । যারই হোক, আপনি একবার কষ্ট ক'রে একটু শুনুন । (পত্র লইয়া পড়িতে লাগিলেন) “মহামহিম দেবলরাজ সিংহ রায় রাপুতকুলসিংহ সমীপে; সতত শুভানুধ্যায়ী শ্রীকর্মাচাঁদ বিজ্ঞাপয়তি :—প্রিয় সখে ! বোধ হয় আপনার অবিদিত নাই যে, রাণা বনবীর, আমাদের দলস্থ সমস্ত ওমরাহদিগের সাহায্যে সিংহাসনে আরোহণ ক'রে, ভয়বশতঃ আমাকেই মস্ত্রিপদে নিয়োজিত করেছিলেন ।

এক্ষণে কতিপয় হুরতিসন্ধিপরায়ণ প্রজার প্ররোচনায়, ঔদ্ধত্য বশতঃ আমার মত কস্মিষ্ঠ সচিবকে, অপমান করে, সচিব পদ হতে বিতাড়িত করেছেন । এবং আমাদের দলস্থ অগ্ৰাণ্ড ওমরাহগণকেও বিনা দোষে রাজকার্য্য হতে অবসর দান করেছেন । সুতরাং মেবারের সমস্ত ওমরাহ একত্রিত হয়ে, সেই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্ত উৎসুক হয়েছেন । প্রতিশোধ লাওয়া অতি সহজ । একদিকে সমস্ত ওমরাহ সজ্জবদ্ধ, অপর দিকে বনবীর একাকী । তাহার উপর, রাজপুত সৈন্যগণ সমস্তই আমার ও কাণোজীর আদেশমত, আপনাদিগের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গঠন করে । সৈন্যগণের মধ্যে কেহই বনবীরের বাধ্য নহে ।

সকলে যুক্তি করিয়াছি, বনবীরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, মেবারের সিংহাসন পুনরায় বিক্রমাজিৎকে প্রত্যর্পণ করিব ; অথবা যদি বিক্রমাজিৎও

বশুতা স্বীকার না করে, তাহা হইলে কুমার উদয়সিংহকে এই নাবালক অবস্থাতেই, সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিব । এতদৰ্থে আপনার সাহায্য প্রার্থনা করি । আশা করি, আপনি এই দেশহিতকর কার্য্যে যোগদান করিয়া আপনার সখ্যের নিদর্শন দান করিবেন । ইতি”—

বনবীর ।

বুদ্ধ কশ্মিচাঁদ ! নহে অতীব সহজ
বনবীরে রাজ্যচ্যুত করা ! পার যদি
হিমাচলচূড়া ডুবাইতে সুগভীর
ভারত-সাগরে, পার যদি চন্দ্রশর্য্যে
আকাশের সিংহাসন হতে, নামাইতে
ধরণীর পঙ্কভূমিমাবে,—পার যদি
জ্যোতিষ্ক নিকরে কক্ষচ্যুত করিবারে,—
তবেই পারিবে বনবীরে উপাড়িতে
মেবারের সিংহাসন হতে । যে প্রস্তর
বসিয়াছে সিংহাসন প'রে, সাধ্য কার
করে তার অপকার !—সাধ্যকার, পারে
তারে বিন্দুমাত্র হটাইতে নিজস্থান
হতে ! আসে যদি ইন্দ্র, চন্দ্র, মরুত, বরুণ,
আসে যদি এ বিশ্বের যত শক্তি, হয়ে
একত্রিত, তথাপিও—তথাপিও—কেশ
মম পারিবে না পরশিতে উচ্চশিরঃ
পরে । দেখি, কোথাহতে লয় কশ্মিচাঁদ
প্রতিশোধ তার !

(প্রস্থান)

খুড়ো । (স্বগতঃ) কটমট ক'রে চোখ রাঙিয়ে চলে গেল যে !
তা'হলে দেখচি আশুন্দে লেগেচে, লেগেচে । তবে আর কি ! এ জতু-
গৃহদাহ হতে আর কতক্ষণ ! যাই, গণকঠাকুরকে খবর দিইগে ! শীরের
আংটাটা দেখচি, সত্যি সত্যিই আমার আঙ্গুলে জ্বল্ জ্বল্ করচে !

(সম্মুখে দেখিয়া) একি ! এষে দেখচি, স্বয়ং রাজরাণী ঠাকরুণ
এদিকে আগমন কচ্ছেন । তাহ'লে একটু বিলম্ব কর্তে হ'ল ; রাজভক্ত
প্রজার কুর্নিশটা না দিয়ে যাই কেমন করে ?

(সুরেখার প্রবেশ)

এই যে, স্বয়ং মা লক্ষ্মী ভক্তের উপর রূপাপরবশ হয়ে দেখা দিলেন !
মা লক্ষ্মী, মা জগজ্জননী, মা অন্নপূর্ণা, ভক্তের কোটি কোটি প্রণাম গ্রহণ
করো মা ! (সাষ্টাঙ্গে প্রণাম)

সুরেখা ! জগৎসিংহ ! রাণীকে কি পত্র দেখিয়েছেন ?

খুড়ো । এই যে মা, এই যে মা, আমার হাতেই সে পত্র রয়েছে ।
(পত্র দান) (স্বগতঃ) ভালই হল, রাণীকেও একবার পত্রখানা দেখান
হ'ল ! যদি আশুনের সঙ্গে বায়ুর যোগদান হয়, তাহ'লে আশুণ আরও
দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠবে ।

(পত্র দান)

সুরেখা । (পত্র পড়িয়া) বিদ্রোহ সূচনা ! করি সিংহাসনচ্যুত
স্বামীরে আমার, চাহে দ্রুষ্ট বিভাঙিত
কর্মচারীগণে, বিক্রমাজ্বিতেরে পুনঃ
বসাইতে সিংহাসনে ; অথবা তাহার
নাবালক কনিষ্ঠ ভ্রাতারে দিবে তুলি

রাণার মুকুট ! আরে আরে পাপবুদ্ধি
 কৰ্মচারিগণ ! ভাবিয়াছ সিংহাসনে
 করি আরোহণ, বনবীর স্মৃশয্যা
 করেছে আশ্রয় ! জান না তাহার জায়া,
 বিপদের বোধন সঙ্গীত শুনিবারে,
 জ্যারোপণে রাখে কর্ণ সর্বদা প্রস্তুত ।
 সজ্জবদ্ধ ওসরাহগণে, তুচ্ছ বুদ্ধি
 ধরে ! তুচ্ছ বুদ্ধি ধরে কস্মিচাঁদ ! তুচ্ছ
 বুদ্ধি রাণা বনবীরে ! তার চেয়ে কোটি
 গুণে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ধরে নারী, মেবারের
 রাণী ! গুপ্তপত্র যেমতি উড়ায়, ঘোর
 প্রভঞ্জন, সেইমত উড়াইব দূরে
 ক্ষুদ্র এক নিঃশ্বাসের বলে, সবাকারে
 রসাতল পানে ! দেখি কার সাধ্য, যুঝে
 নারীবুদ্ধি সনে !

জগৎসিংহ ? এই পত্র কোথা হতে পেলো ?

খুড়ো । মা, আপনাদের এই রাজ্যোদ্যানে একটু সান্ধ্যসমীরণ সেবন
 করছিলুম, আর একটু ভগবানের নাম গান করছিলুম, এমন সময়ে দেখলুম
 একখানা কাগজ পড়ে রয়েছে । তাই কুড়িয়ে নিয়ে, কাছে রেখে দিচ্চলুম ।
 মুরুখ্য সুরুখ্য মাহুষ, পড়াশুনা করতে ত জানি না মা । তাই রাণাকে
 দেখালুম, ভাবলুম, যদি রাণার কোনও জরুরি কাগজ-পত্র হয় ! তাহ'লে
 এ অধমের দ্বারা একটুও ত রাণার উপকার হবে ! কাঠবেড়ালীও ত সাগর
 বেঁধেছিল মা !

সুরেশা । চতুর বান্ধব ! এই লও ক্ষুদ্র পুরস্কার !
আসি আজ ! প্রয়োজনে পুনঃ দেখা হবে !

(কঙ্কণ প্রদান ও প্রস্থান)

খুড়ো । বারে খুড়ো মশায় বারে ! বারে তোমার বুদ্ধি ! কি বুদ্ধি
নিয়েই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলে ! এ যে দেখচি একেবারে ব্রহ্মপতি !
তার ওপর রাছ কেতুরও যোগ আছে দেখতে পাচ্চি । যাহ'ক, এদিকে
সুবর্ণ কঙ্কণ, ওদিকে হীরক অঙ্গুরীয়, মাঝখানে খুড়োমশায়ের তাম্রময়
প্রতিহিংসা ! যাহ'ক, এই বুদ্ধিটার জোরে পৃথিবীরাজের ধর্ম-বেটাকে ল্যাজে
গোবরে ক'রে ছাড়ব । যদি না পারি, তা'হলে আমার নাম খুড়োই নয়,
জ্যাঠা জ্যাঠা !

(প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—কক্ষ ।

বনবীর ও সুরেখা ।

সুরেখা ।

চাহ যদি সিংহাসন স্পর্শ করিতে,
কর আগে নিজ মন প্রস্তুত-কঠিন ।
দয়া, মায়া, যাহা কিছু আছে তরলতা,
শুদ্ধ করো স্থির বুদ্ধি রৌদ্র-তাপে ; লজ্জা
ভয় যাহা কিছু আছে গুল্মলতা, কেটে
দাও মূল তাহাদের ; ভবিষ্যৎ-চিন্তা
বলি থাকে যদি তরুবীজ, বন্ধ করো
জলসেক তাহাদের । এইরূপ মরু
ক্ষেত্রে, আসে বীর-আকাজ্জিত ফল ; আসে
নৃপতির শির-শোভা মুকুট সুন্দর,
উৎস রূপে মরু ভূমে ।

বনবীর ।

কি করিতে বল

তুমি ?

সুরেখা ।

কি করিতে বলি ? সেই পত্র হতে
বুঝিয়াছ ভাল মতে, ঘোর ষড়যন্ত্র

চলে বিরুদ্ধে তোমার ; কণ্ঠ রোধ কর
 আগে তার । এই রাজপুরী জেনো, স্বামি,
 পরিপূর্ণ শত্রুদলে তব । বহিষ্কৃত
 দেখায় আপন, কিন্তু বিশ্বাস ঘাতক,
 আত্মীয়ের বেশে দেয় অনাত্মীয় ব্যথা ।
 যেই দণ্ডে অসতর্ক হেরিবে তোমায়,
 সেই দণ্ডে গুপ্ত শত সতর্ক ছুরিকা
 নিভৃত হৃদয়ে তব, লবে প্রতিশোধ ।
 যেই দণ্ডে অনুচর-অল্পতায় ক্ষীণ
 হেরিবে তোমায়, সেই দণ্ডে শোণিতের
 শেষবিন্দু শুষিবে তোমার, নদী হতে সুবিচ্ছিন্ন
 পল্লল-সলিল যথা শুষ্ক গ্রীষ্মতাপ ।
 সময় থাকিতে প্রভু হও সাবধান ।
 লহ বাক্য মম । যে যে আছে তাকাইয়া
 সিংহাসন পানে, শীঘ্র প্রের তাহাদের
 পৃথিবীর পরপারে । গুপ্ত হত্যা,—গুপ্ত
 গুপ্তহত্যা পারে তব রাজ-সিংহাসন
 করিবারে কণ্টক বিহীন । শতবর্ষ
 চাহ যদি অবাধে রহিতে মেবারের
 স্বর্ণ গদি পরে, করো উপায় তাহার ।
 শিহরে পরাগ, গুনি এ যুক্তি ভীষণ !
 সুরেখা ? না জানি কি ধাতু দিয়া প্রস্তুত
 তোমার হিয়া ? যে যুক্তি কহিলে, স্মরিলে

বনবীর ।

আতঙ্ক আসে পরাণে আমার ! মস্তিষ্ক
চঞ্চল ! অরেক্ষা ! নারী তুমি ! পরাজয়
মানি সাহসে তোমার কাছে ! কিন্তু ক'রো
ক্ষমা ! হেন কার্য্য হবেনা সাধিত আমা
হতে ।

অরেক্ষা ।

এ সাহস হয় না তোমার ? স্বামিন্ ?
প্রয়োজন হলে নারী পারে, স্তম্ভপায়ী
শিশুরে তাহার বক্ষঃ হতে ছিন্ন করি',
বিঘূর্ণিত করি' শিরোপরি, আছাড়িতে
কঠিন প্রস্তরে । পরে যবে চূর্ণ হয়
অস্থি ভার,—যবে শোণিতের উৎস ছোটে,—
নারী পারে নিজ চক্ষে সে দৃশ্য দেখিতে !
প্রয়োজন হলে, মাতা পারে নখাঘাতে
ছিন্ন করি সন্তানের বুক, তপ্ত রক্তে
উদ্দেশ্যের করিতে তর্পণ । প্রয়োজন
হলে, সতী পারে প্রিয়-পতি বক্ষে দিতে
ছুরিকার গাঢ় আলিঙ্গন । আর তুমি ?
সাহস না হয় তব, সমাধিতে নারী
যাহা পারে ?

বনবীর ।

করিয়াছি বহু প্রাণি-নাশ,
বহু যুদ্ধে শোণিতের স্রোতে করিয়াছি
সম্ভরণ, হেরিয়াছি মনুষ্যের বক্ষ
হ'তে বাহিরিতে শোণিতের স্রোত,—যেন

গোমুখীর মুখ হতে, কল কল নাদে
 পাড়ে নিম্নে জাহ্নবীর অগাধ সলিল !
 নিমেষের মাঝে অজ্ঞাধাতে নাশিয়াছি
 শতেক যোদ্ধায় । সে সকল বিভীষণ
 দৃশ্য হেরি, বারেকের তরে, কাঁপে নাই
 বক্ষঃ মম । লক্ষ লক্ষ মুমূর্ষু সৈন্যের
 আর্তনাদ কভু যায় নাই কর্ণ ভেদি'
 মনের ছয়ায়ে ! কিন্তু বুঝি না সুরেখা ;
 শীতল শোণিতে কেমনে উত্তপ্ত করি
 মৃত্যুর কটাহ ! বুঝি না সুরেখা, কোন্
 ধর্মভয় রহে আগুলিয়া কোষবদ্ধ
 রূপাণ আমার ? হত্যা,—গুপ্তহত্যা ?—
 না—না—সুরেখা ? পারিব না তাহা !
 পারিবে না ? হে নিরোধ ভীরু মেবারের
 রাণা !

সুরেখা

জাননা কি পাপ-পুণ্য—স্বপ্ন-স্ববিচার,
 ক্ষত্রিয়ের জন্ত নহে ? ভুলে গেছ তুমি
 একলিঙ্গ মন্দিরেতে পূজ্য পুরোহিত
 কিবা উপদেশ তোমা করিলেন দান ?
 ভুলে গেছ, “ক্ষত্রিয়ের মহাধর্ম, ছলে
 কিম্বা বলে সিংহাসন-লাভ,—সিংহাসন
 রক্ষা করা ! ক্ষত্রিয়ের মহাধর্ম, রাজা
 হয়ে প্রজার পালন !” হায় রাণা ! কত

আর বুঝাব তোমায় ! ভুলে গেছ তুমি
 “বীরভোগ্যা বহুধরা নারী” ! কে উদয় ?
 এক শিশু ! শিশু সনে মিলনের স্মৃতি
 পায় কভু সুবতী মেদিনী ! যেই মঞ্চ
 উপস্থিত বীর বনবীর, যেই মঞ্চ
 কর্ণিচাঁদ আদি বীরগণ নিজহস্তে
 রাজমালা দিলু তুলি কণ্ঠে তব,—যেই
 মঞ্চ প্রকৃতি নিকর “রাণা বনবীরে”
 চাহে,—সেই মঞ্চ প্রতিদ্বন্দী ছুঁপোষা,
 ধাত্রী-ক্রোড়ে শয়ান বালক এক ? যাও
 বীর ! সিংহাসন নহে তব স্থান ; যাও
 যেথা গহন কানন, বস তপস্শায়,
 হরিনাম করো জপ দিবা নিশি ! এত
 যার ধর্মভয়, সিংহাসন উপযুক্ত
 স্থান নহে তার !

বনবীর ।

চাহি ক্রমা, ভ্রান্ত আমি !

সুরেখা ।

কোথায় বিক্রমাজিৎ ?

বনবীর ।

বন্ধ কারা গৃহে !

সমুচিত শাস্তি তারে করেছি প্রদান !

সুরেখা ।

এই সমুচিত শাস্তি ? যেই জন করে
 অপমান শত শত ওমরাহগণে,
 তারে শুদ্ধ বশিগৃহে রাখ বন্দী করি ?

স্বামি ! কি কহিব ! হাসি আসে তব বাক্য
 শুনি ! হ'ত যদি মেবার না হয়ে অন্ন
 কোন দেশ, হত যদি দিল্লী, হত যদি
 এ ঘটনা মোগল শাসিত রাজ্যে,—স্থির
 জেনো, বিক্রমাজিতের মুণ্ড স্বকচ্যুত
 হ'ত এতদিন । তুমি দয়ায় নিরোধ,—
 তাই রাজ্যে রাজদ্রোহী পাপী রহিয়াছে
 জীবিত এখন' ! পুনঃ যবে তার হস্তে
 হইবে ধর্ষিত, কত ভুল করিতেছ
 না বধি' তাহারে, পারিবে বুঝিতে । আজি
 ধর্ম-পরিচ্ছদ পরি বে মোহ-পিশাচ
 ধাঁধিয়াছে মনের নয়ন তব, দিবে
 জ্বালাইয়া, বহু কষ্টে গঠিত তোমার
 স্বর্ণ হর্ম-রাজি । ধর্মভয় ? এত যদি
 ধর্মভয়, দাঁও তবে বিক্রমাজিতেরে
 মুক্ত করি ! বড় কষ্ট শৃঙ্খলে তাহার !
 আহা ! আহা ! রাজপুত্র কাঁরাগারে বড়
 ক্রেশে যাপিছে জীবন ! পিতৃব্য-তনয়
 প্রাণ হতে প্রিয়তর ! দাঁও মুক্তি তারে !
 সমাদরে এনে তারে, বসাঁও স্থরিতে
 সিংহাসনে ! যাও, যাও ! কস্মিঁচাঁদে বলি
 অবিলম্বে সমারোহে আনহ তাহারে ;
 নহে ধর্ম রুপ্ত হবে !

বনবীর ।

সমস্তই বুঝি !

কিন্তু গুপ্ত হত্যা কেমনে করিব ?

সুরেখা ।

বাল্যে

যবে সিংহ-শিশু সনে করিতাম ক্রীড়া,
ভাবিতাম, “ভয় কারে বলে ?” কিন্তু আজি
স্বচক্ষে নেহারি ভয়ের স্বরূপ—মূর্তি ।
বাল্য হতে হেঁচকিতে যাহারে, পাই নাই
সুবোধ কখন, আজি তোমার ক্রুপায়
হল বীর, তারে দেখা !

বনবীর ।

আমি ভীকু ! সত্য

ভীকু আমি ! ধর্ম ভয়ে করমুষ্টি মম
হতেছে শিথিল ! শরীরের শক্তিরশি,
ধর্মের বিশাল মূর্তি করি নিরীক্ষণ,
শঙ্কায় নির্বাক, যেন করে পলায়ন ।
কেবা আমি ?—সেই বনবীর ? যার অস্ত্র
উজ্জ্বল গোরবে, লজ্জা দিত মেবারের
কোষমুক্ত যত্নক ক্রুপাণে, যার অস্ত্র
গুজরাট-পতি বাহাদুর গুরুসম
করেছে সম্মান.—সেই বনবীর আমি ?
হারাইছ আপনা আপনি । প্রিয়তমে ?
লও অসি হস্ত হতে মোর, দাও এই
কণ্ঠ মাঝে ! যে দুর্নতি বলেছে অবাধে
“সাহস নাহিক মোর !” সাক্ষ হয়ে যাক্

শঙ্কায় অঙ্কিত তার জীবনাক ভাগ !
 সুরেখা । তার চেয়ে চল এই অসি লয়ে, যেথা
 আছে কারাগারে অপমানকারী ! দাও
 নিভুতে বসায়ে অসতর্ক কণ্ঠে তার !
 জীবনের অন্তরায় শেষ হয়ে যাক !

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবারিক । দেব ? দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে জগৎসিংহ
 চাহে অল্পমতি, অবিলম্বে রাণাসনে
 করিতে সাক্ষাৎ ।

বনবীর । আন তারে ।

(জগৎসিংহের প্রবেশ)

খুড়ো । এই যে, শিব-হুর্গা একসঙ্গে বিরাজ কচ্চেন ! আহা হা ! কি
 সুন্দর যুগল মূর্তি রে ! আহা হা ! ওরে নন্দি ! প্রাণ ভরে একবার দেখে
 জীবন সার্থক কর, (সাষ্টাঙ্গে প্রণাম) বলি, বাবা মহাদেব ! তুমি ত বাবা
 ব্যোম হয়ে কৈলাসেতে বসে রইলে, ওদিকে যে দক্ষরাজ মহাযজ্ঞের
 আয়োজন কচ্চেন !

সুরেখা । আর কি নুতন সম্বাদ আছে ?

খুড়ো । মা হুর্গা, মা শিবঘরগি, শিবহীন যজ্ঞ তুমি কেমন ক'রে সহ
 করবে মা ? তারা ত এল বলে ! বুড়ো করিমচাঁদ লাঠি ধরে ঠক্ ঠক্ ক'রে
 পথ দেখিয়ে আস্চে—কুঁজো পিঠে তার সোহাগ কত ! ডানদিকে
 কাণোজী, বাম দিকে দয়াল সা ; আশে পাশে পশ্চাতে নল, নীল,
 গয়, গবাক্ষ, মায় ঘরের শত্রু বিভীষণ গুজ্জ ! তাই কি একটা আখটা

বিভীষণ ! ভাল ক'রে চোক মিলে চাইলে দশ,—বিশটা বিভীষণ, মেছুনির
গামলায় যেমন মাছ কিলবিল করে, তেমনি ক'রে কিলবিল করচে ।
এ সব দল ত মেবারের সিংহাসন দখল করলে বলে । এতক্ষণ হয় ত
কারাগার খুলে বিক্রমাজিৎকে খালাস ক'রে দিয়েছে ।

বনবীর ।

বল, বল, বল আর বার ! বল পুনঃ

পুনঃ, মেবারের সিংহাসন, বিদ্রোহীর

দল করিয়াছে অধিকার ! বল পুনঃ

পুনঃ, বন্দী বিক্রমাজিৎ কারাগার হতে

মুক্ত আজি ! কর্ণধার দিয়া যদি পৌছে

মনের স্মৃষ্ণ কোণে এ সব সম্বাদ,—

জাগাইবে ধীরে ধীরে প্রতিবিধিৎসতা,

স্মৃষ্ণ ফণীরে যথা জাগায় বাশরী ।

রে বিবেক ? কতদিন তুমি স'বে এই

পদাঘাত ? কতদিন আত্মগরিমায়

আত্মঘাতী হবে ? ওগো কঠোর দেবতা !

কতদিন যুপ-কাঠে পুরোহিত-বাণি

দেখিবে নিরশ্র চক্ষে, ধার করা হাসি

মুখে মাখাইয়া ! উঠ, জাগ, ধর অস্ত্র !

নিরাপত্তি শ্বেত চক্ষুঃ করহ অরুণ,

গ্রাসিবারে অত্যাচারে ! বসাত্ত জঙ্ঘেরে

কুশাসন হতে,—বীরযোগ্য সিংহাসনে

অক্ষয়, অব্যয় । আর যদি রহ শুধু

পাষণের মত, বক্ষে স'য়ে অপমান

শত শত,—ভূ-কুমির মত, যদি সহ
পৃথিবী-বাসীর পদাঘাত,—আমি আর
নহি ভক্ত তব ! এবে নিজেই পূজিব
আজি হতে, দেবদে প্রতীষ্ঠা করি !

(জগৎসিংহের-প্রতি)

যাও বন্ধু, প্রতিকার করিব ইহার ।

খুঁড়ে । তা হ'লেই হ'ল ; তা হ'লেই হ'ল । আর আমাদের কিসের
ভয় ? আপনার শাস্তিপ্রিয় প্রজারা সকলে ভয় পাচ্ছে, যে যদি ঐ শাস্তি-
ঘাতক দস্যু বদমায়েসগুলো, আপনার ত্রায় একজন প্রজারঙ্গক, প্রজাপালক
রাণাকে সিংহাসনের তলে তলে গুপ্ত সুড়ঙ্গ ক'রে, পাতালে প্রবেশ করিয়ে
দেয়, তা হ'লে এই নিরপরাধী জানোয়ারগুলোর কি গতি হবে ? রাণা ?
আমাদের মত শাস্তিপ্রিয়, সরল প্রজাগুলিকে ঐ কুটিল লোকদের হাতে
সঁপে দেবেন না ।

বনবীর । তাই হবে, রাজভক্ত হে সৃজন । যদি
আমি এত প্রিয় তোমাদের, প্রিয়তার
রাখিব সম্মান । দুষ্ট ওমরাহগণ,
সর্পের আবাস মানস-গহ্বর হ'তে
সর্পরজ্জু লয়ে যদি একতানিবদ্ধ
হয়, ময়ূরের না হবে অভাব ! রাণা
আছে মেবারের সিংহাসনে, অসি
আছে নিরাপৎ কোষ মাঝে, জানে অসি
অভিনয় মুহূর্ত্ত তাহার, দিবে দেখা

প্রয়োজন কালে । অথবা যদিপি অসি
অবিশ্বাস-অন্ধকারে হারাইয়া ফেলে
পথ তার,—ছলে বা কৌশলে,—(রাখে রাণা
ভাঙারে তুলিয়া যে সকল অস্ত্ররাজি,
বিনা ব্যবহারে মালিন্য-অঙ্কিত করি,—)
পুনঃ শাণ দিয়া সে সকল অস্ত্ররাজি,
প্রজ্ঞা রক্ষা তরে করিবে প্রচার । নাহি
ভয় । চিন্তা ত্যজি করই গমন ।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য—দেবল রাজ্য ।

রাজ্য সভা ।

দেবলরাজ সিংহরাও ও বনবীর ।

বনবীর ।

আসিয়াছি তব পাশে গুনিতে উত্তর,—
সংগ্রাম সিংহের পুত্র কুমার উদয়,
হইবে ষোড়শবর্ষে উপনীত যবে,
মেবারের সিংহাসনে কাহারে রাধিবে ?
মোরে কিম্বা কুমার উদয়ে ?

সিংহরাও ।

সুকঠিন

প্রশ্ন তব রাণা ! বহু দিন হতে আছি
মেবার-অধীন সামন্ত নৃপতি । যাহা

বলে মেবারের রাণা, ওজর আপত্তি
 বিনা, তাই পালি । কিন্তু যদি মেবারের
 সিংহাসন হয় বিচলিত, সঙ্গে সঙ্গে
 হবে নাকি বিচলিত সামন্ত নৃপতি ?
 বৃক্ষ যদি দগ্ধ হয়, কোটর-আশ্রিত
 বিহঙ্গম হয় দগ্ধ সেই অগ্নি তাপে !

বনবীর

যদি তুমি মেবার-অধীন, আমি সেই
 মেবারের রাণা,—আমার অধীন তুমি !
 তবে কহ, বিদ্রোহাচরণ করিবে না
 কভু ! যবে আস্থানিব সাহায্যের হেতু,
 বিনা আপত্তি ওজর, অসি হস্তে বামে
 মম, দাঁড়াইবে অধীন সামন্ত সম ।

সিংহরাও

নিঃসন্দেহ । যবে বহিঃ শত্রু সনে, হবে
 বিসম্বাদ মেবার-রাণার, অধীনস্থ
 সামন্ত নৃপতিগণ অবশ্য যাইবে,
 মেবারের বামপার্শ্ব রক্ষা করিবারে ।
 কিন্তু যবে অন্তর্ বিবাদে হবে মগ্ন
 বাপ্ৰাবংশজাত বীরগণ,—অধীনস্থ
 সামন্ত নৃপতি, ত্রায় ধর্ম আছে যেই
 পক্ষে, সেই পক্ষ করিবে গ্রহণ ।

বনবীর ।

অর্থাৎ ?

সিংহরাও

অর্থাৎ,—

বনবীর ।

দাও প্রত্যুত্তর । কাল বয়ে যায় !

সিংহরাও । প্রভু ? আজি প্রভু তুমি ! কিন্তু যদি কাল,
আত্মীয় তোমার কোন'ও করি বিসম্বাদ,
করে আক্রমণ মেবারের সিংহাসন,—

তায়দর্শে রাণা যেই জন, তার পক্ষ
করিব গ্রহণ ! রাণা ! এই মাত্র জানি !

বনবীর ।

বুঝি নাক দ্ব্যর্থযুক্ত কথা, দাও মোরে
সরল উত্তর । ছাড় তব বাক্যচ্ছটা ।
উদয় বোড়শ বর্ষে উপনীত হ'লে
মেবারের সিংহাসনে কাহারে রাখিবে ?

সিংহরাও ।

রাণা ? দাস অপারগ দানিতে উত্তর ।

বনবীর ।

অপারগ ? ভীকু তুমি,—তাই মন যাহা
কহে, জিহ্বা তারে পারে না'ক ভাষা দিতে ?

যদি থাকে তব বিশ্বাসী রসনা, বলো
স্পষ্ট করি, খুলে ফেলি কাপটা-কবাট,

“বোড়শ বরবে আসিলে উদয়, গুন
বনবীর, তব স্থান নাহি সিংহাসনে” ।

ভীকু ! এই নগ্নভাষা বলো বনবীরে !

সিংহরাও ।

রাণা ?

বনবীর ।

স্তব্ধ হও । চাহিনাক বাক্য কলরব
গুনিতে তোমার ।

সিংহরাও ।

রাণা ! যদি রূপা করি—

আসিয়াছ প্রভু, সামস্ত নৃপতি রাজ্যে,—
করহ গ্রহণ, দরিদ্রের ডেট ।



বনবীর ।

আসি

নাই ভেট হেতু । উদয় আসিবে যবে
 ঞায়ের কুঞ্জিত এক ভিক্ষাপাত্র লয়ে,
 দিও ভেট তারে ।

(উভয়ের ভিন্ন দিকে প্রস্থান) ।

তৃতীয় দৃশ্য—চৈতরার কক্ষ ।

একদিক দিয়া চৈতরা ও গণকঠাকুর ও অপরদিক দিয়া

খুড়োমহাশয়ের প্রবেশ ।

খুড়ো । অবধান করুনগে—আজকে রাণার মুখখানা যে রকম গম্ভীর দেখলুম, তাতে আজ একটা কাণ্ড না হয়ে যায় না । স্বস্তুর মশায় ! আপনি নাকে সর্বের তেল দিয়ে ঘুমান, আপনার জামাই একশো বছর মেবারের রাণাগিরি কর্কে, এ যদি না হয়, তাহ'লে আমার জিবটা সাতহাত টেনে বার করে দেবেন ।

গণক । আজ সন্ধ্যাবেলা রথভূমিতে কি করতে গিয়েছিলেন ?

খুড়ো । আপনাদেরই কাজে, আপনাদেরই কাজ ছোট স্বস্তুরমশায় ! আপনাদের জন্তে কি আর আমার রাঙে ঘুম আছে, না সন্ধ্যাবেলা সন্ধ্যাহিক আছে ! আমি একজন রাজভক্ত প্রজা, সমস্ত দিন রাত ধরে ঐ রাজ-কার্য্যেই জীবন যাপন কচ্ছি, আমার কি আর ভজনপূজন আছে,

না আহার বিহার আছে ! সেদিন,—অবধান করুনগে—বাপের শ্রাদ্ধটা অবধি করতে ভুলে গেছি ।

গণক । তা আর একদিন, তিথি টিথি দেখে শ্রাদ্ধ করলেই হবে ।

খুড়া । হাঁ তা ত বটেই, তা ত বটেই ! আর মরা বাবা ছুদিন পিণ্ড না খেলে ত আর মারা পড়বেন না ; কিন্তু রাজ-কার্য্য যে পিণ্ড না পেলে মারা যেতে বসেছে ! বাপের শ্রাদ্ধ যত হোক আর না হোক,—রাজার শ্রাদ্ধ আর রাজশুন্দের শ্রাদ্ধ,—না, না, এ আমি কি বলচি, কি বলচি ! নাঃ, রাণার জন্তে ভেবে ভেবে, বিশেষ এ দুই শুন্দের জন্তে ভেবে ভেবে, মাথা খারাপ হয়ে গেছে ।

গণক । যাক্, যাক্, ও সব বাজে কথা ছেড়ে দাও, কাজের কথা বল ।

খুড়া । কাজের কথা ! এ সবই ত কাজের কথা । দেখুন ছোট শুন্দের ! কাল রামদাস বলল আমার একটি ভক্ত কর্ম্মচারীকে, হাতে পায়ে শিগলি দিয়ে বেঁধে, একখানা চিঠি তার কাছার খুটে বেঁধে দিয়ে, হিড়্ হিড়্ করে টেনে রাণার কাছে হাজির করলুম । বল্লুম, হুজুর এই লোকটা বন্দী রাণা বিক্রমাজিতের কারাগারের একজন প্রহরী । যুস খেয়ে এই বেটা একখানা চিঠি কর্ম্মচারীদের কাছে নিয়ে যাচ্ছে । আমি জানতে পেয়ে বেটাকে ধরে এনেছি ! এখন হুজুর এর দণ্ডমুণ্ডের ব্যবস্থা করুন ।” রাণা ত শুনে একেবারে চ’টে লাল । বললে দেখি চিঠি । চিঠি বেরুল, তার ভিতর কি লেখা রয়েছে জানেন ? বিক্রমাজিৎ লিখছেন “আমি আর কুমার উদয়সিংহ একত্রে ষড়বন্দ করছি । কাল রাত্রে আমার বিশ্বাসী এক হাজার সৈনিক, গুপ্তভাবে রাজপুরীস্থিত কারাগারের মধ্যে প্রবেশ করে, আমাকে শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে দেবে । পরে আমি শৃঙ্খল মুক্ত হলে,

অন্ধকারে অন্ধকারে আস্তে আস্তে বনবীরের ঘরে প্রবেশ করে, তাকে গুপ্তহত্যা করে আসব । পরে সকলে মিলে পরামর্শ করে, কুমার উদয়কে সিংহাসনে বসাব ।”

গণক । তারপর ? রাণা সে চিঠি পড়ে কি বলেন ?

খুড়ো । রাণা সেই চিঠি না পেয়ে একেবারে খেপে উঠেছেন । বৈশাখমাসের পশ্চিমে মেঘের মত মুখখানা কালো হ’য়ে উঠেছে । আজ রাত্রে দেখবেন, একজন না একজন কুপোকাৎ । হয় বিক্রমাজিৎ, নয় কুমার উদয় !

গণক । চূপ, চূপ ! আস্তে কথা কও,—মেবার দেশের হাওয়া-গুলোরও হিংসা আছে, দেওয়ালগুলোরও কাণ আছে ।

খুড়ো । হেঁ, হেঁ, কেমন বুদ্ধি ! একি আর শুধু আমার বুদ্ধিতে হয়েছে ঠাকুর ! এবুদ্ধি বেরিয়েছে খোদ রাণী সুরেখার মাথা থেকে । বেচে থাক রাণীমা, একশো বছর,—ধনেপুত্রে লক্ষীলাভ হোক । ওঃ ! কি মাথা, যেন বাঙ্গালা দেশের ধানের ক্ষেত, বীজ পুঁততে না পুঁততেই এতখানি করে গাছ হয়ে যায় ।

চৈতরা । রাণী সুরেখা এ মতলবটা তোমায় কবে গচ্ছিত করেন ?

খুড়ো । রাণীর সঙ্গে ত আজকাল আমার রোজই মতলব চলছে । আমি ঘেরকম তাঁর প্রিয়পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছি, কোনদিন না আমায় পৃথি-পুত্তুর নিয়ে বসেন !

চৈতরা । তা বেশ হয়েছে ; এখন এসব কথা আর কাউকে বলবেন না । একথা কেউ শুনতে পেলে রাষ্ট্রো আগুন জলে উঠবে ।

খুড়ো । আরে রাম রাম । একথা কি কাকেও বলে । এ যা

বলছি, এ আমার মুখের কথা, আমার কানই শুনতে পাচ্ছে না। হাঁগো ছোট শ্বশুর ! আমি যা বলেছি, তা তুমি শুনতে পেয়েছ ?

গণক । না, না কিছু শুনতে পাইনি । কিন্তু মোদ্ধা, এসব কথা তোমার পরিবারের কাছেও বলবে না ।

খুড়ো । পরিবার ! ছোটশ্বশুর, এই রাজকার্যের জন্ত,—এই দেশের জন্ত, আর দেশের জন্ত,—পরিবারের সঙ্গে আজ একবৎসর দেখা সাক্ষাৎ নেই । তিনি হয়ত এতদিন স্বামিসাক্ষাৎ না পেয়ে কুশপুত্রলিকা দাহ ক'রে শ্রাদ্ধশাস্তির ব্যবস্থাই বা করে বসলেন ! এখন ঘেরকম দেশকাল পড়েছে, আবার পরাশরের মতে বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা না কল্পে বাচি ।

গণক । আচ্ছা, তা যদি করেন, তোমার আর একটা বিধবা পত্নী জুটিয়ে দিলেই হবে । এখন যাও ! কাল সকালে অবশ্য অবশ্য দেখা করবে ।

খুড়ো । দাঁড়াও, দাঁড়াও একটা প্রণাম করি । আহা, শ্বশুর ত নয়, যেন একটি পাকা চাটীম কলার গাছ !

(প্রণাম ও সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য—রাজবাটীর অন্তঃপুর ।

রাণা বনবীর ও সুরেখা ।

সুরেখা ।

প্রিয়তম ! জেনো স্থির, উদয় অথবা
বিক্রম, এ জীবলোকে র'বে যতদিন,—
সিংহাসন, পদ্মপত্রস্থিত নীম বিন্দু
সম, রহিবে চঞ্চল ! নিদ্রিতের শিরে
ঝুলিতেছে সূত্রে বাঁধা নগ্ন তরবারি !
অতি ক্ষীণ এ সূত্র হইতে, গুরুভার
তরবারি যে কোন(ও) মুহূর্ত্তে, পড়িবারে
পারে শির 'পরে তব । থাকিতে নয়ন,
অন্ধসম হ'য়োনা'ক দৃষ্টি-জ্ঞানহীন !
থাকিতে উপায়, নিরোধ অলস প্রায়,
ক'রোনাক উপেক্ষা তাহায় । সুসময়ে
যে কৃষক বীজ উত্তর করে, ফল তার
আঞ্জার অধীন । কমলা অচলা হয়ে,
গৃহেতে বন্দিনী তার । আর যেই জন,
বহু-পথ সময় থাকিতে, উপায় না করে,
জীবনে কুশল পছা আসে না কখন ।
প্রিয়তম ! হয়োনা অলস ! মেবারের
সিংহাসন চাহে শুধু কন্দনিষ্ঠ রাণা ।

বনবীর ।

তবে দাও তরবারি ! হলের কর্ষণে
 ক্লম্বক যেমতি উপাড়য় কণ্টকের
 রাশি, সেই মত কর্ষিব আজিকে এই
 মেবারের ভূমি, বনবীর-শস্ত্র-বীজ
 করিতে রোপণ ! উপাড়িব যে যেখানে
 আছে কণ্টকস্বরূপ, তরু গুম্বা নতা,
 করিব না বিচার তাহার ! শুধু রেখে
 দিব সুকর্ষিত ভূমি,—বনবীর-বীজ
 যা'তে পূর্ণ রসে হয়ে অক্ষুরিত, হয়
 মহারক্ষে পরিণত ! সুরেখা ! সুরেখা !
 বিনিদ্র রজনী আর না পারি যাপিতে !
 চিন্তাভার তিলে তিলে করে ছারখার
 বিনা দোষে স্কুমার মস্তিষ্ক আমার ।
 ক্ষণে ক্ষণে হয় মনে, ওই বুঝি আসে
 করভকরূপে মৃগশিশু সে উদয়
 দলিতে কদলীবন সিংহাসন মোর !
 যেন মনে হয়, কারাগার-যুক্ত হয়ে
 ধূর্ত বিক্রমাজিৎ খুলিয়াছে উদয়ের
 সনে বিদ্রোহের ব্যবসার ; 'মেবারের
 সমগ্র সেনানীবর্গে করিয়াছে,—এক
 ভানুমতী-ইন্দ্রজালে, বিমুগ্ধ-শকতি !
 যেন মনে হয় একাকী আমার পেয়ে
 সবে মিলি করে অস্ত্রাঘাত ! আরে, আরে

বিক্রম দুর্শ্বতি ! সত্য একা আমি, কিন্তু
 তোর সম সহস্র যোদ্ধারে, তৃণসম
 পারি উপাড়িতে ! তুচ্ছ তুই মোর কাছে !
 সুরেখা ! সুরেখা ! আর সহ্য নাহি হয় !
 দাও তরবারি, ছুরা করি, করি এর
 প্রতিকার !

সুরেখা ।

মনে আছে, কি বলেছে ক্ষুদ্র
 সিংহরাও ?

বনবীর ।

মনে আছে,—মনে আছে । ক্ষুদ্র
 পশু অপারগ দানিতে উত্তর ! তার
 অর্থ,—যদি হেরে দুর্বল আমারে, ঘৃণ্য
 মাংসস্তূপসম মোরে করি পদাঘাত,
 সিংহাসন হতে নিম্নে করিবে নিক্ষেপ !
 আরে, আরে হীনবুদ্ধি সিংহরাও ! কল্য
 প্রাতে ওই মুখে বলিবি দুর্শ্বতি, “আজি
 আর নহি অপারগ দানিতে উত্তর,—
 আজি কহি,—প্রভু ! দাস সম আজ্ঞা তব
 করিব পালন ।” কুকুরের সম আসি
 বনবীর-চরণ-যুগল, পুনঃ তুই
 করিবি লেহন ।

সুরেখা ।

তার পর, মনে আছে !
 দাস্তিক বিক্রমাজিৎ কত দম্ভভরে
 নিশ্চিন্ত, প্রকাশ্য রাজসভামাঝে বসি

বনবীর

তব বংশ-ইতিহাস ? কহিল তোমারে,
 পৃথিবীরাজ-বারাঙ্গনা দাসীর তনয় !
 মনে আছে, মনে আছে সব ! স্মৃতিগুলি
 হয়ে তরবারি, প্রতিশোধ-আঙ্গিনায়
 দিবে সমুত্তর ! শুধু খুঁজিছে স্মরণ !
 ইম্পাতের সম তারা হয়েছে কঠিন,
 ইম্পাতের সম হবে তীক্ষ্ণ ! দৃঢ়ব্রতে ?
 বুঝিয়াছি ভালমতে, সিংহাসন-পথে
 আছে মম ছই শত্রু,—প্রথম, বিক্রম,
 পরে সহোদর উদয় তাহার ! আজি
 রাত্রি এ ছই কণ্টক করি উন্মূলিত,
 নিদ্রাহীন জীবনেরে মম, নিদ্রাক্রোড়ে
 করিব শায়িত ! এস, এস, যত শক্তি
 শরীরে আমার ! অস্ত্র ধর্ম নাহি মানি,—
 বীরধর্ম করিব পালন । তরবারি
 পুরোহিত মম, মেবারের আঙ্গিনায়,
 সিংহাসন দেবীর সমীপে, দিব বলি
 মেঘপশুসম, বাপ্পাবংশজাত এই
 অরাতি যুগলে ! বাপ্পারাও ! পৃথিবীর
 পার হতে হের', কত বংশধর আজ
 ক্রোড়ে তব লইবে আশ্রয় !

সুরেখা ।

কিন্তু হও

অতি সাবধান । যেন পুরবাসী জনে

ঘৃণাক্ষরে না পারে জানিতে ! ধীরে কোরো
 পদক্ষেপ, অতি ধীরে তরবারি তব
 কোরো নিষ্কাশণ ! যেন বাম হস্ত তব
 না পারে জানিতে দক্ষিণ করের গতি !
 যেন তরবারি-মূল না পারে জানিতে
 কিবা করে অগ্রভাগ ! আঘাতের শব্দে
 যেন না চমকে অঙ্গুলি-দৃঢ়তা তব !
 মস্তিষ্কের কোমল কায়ার, — কণ্ঠ্যনে
 তুলিও না ভর্তুকি ! দৃঢ়তায় করি
 মন কুলিশ-কঠিন, আজ্ঞাধীন ক'রো
 হস্তপদে ! জয় তব অবশ্য ঘটিবে ।
 গুন পুনঃ, — বিক্রমের কারাগার দ্বারে
 যত দৌবারিক, করিয়াছি নেশাঘোরে
 মৃতপ্রায় সবে । ভয় নাই বীর, পথ
 তব করিয়াছি কণ্টক-বিহীন । কোন'ও
 বাধা পাবেনা'ক ; শুধু যাবে, স্বীয় কার্য্য
 করিবে সাধিত ।

(বস্ত্রাভ্যস্তর হইতে তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া)

এই বিষাক্ত ছুরিকা

অরাতি নিধনে তব হউক সহায় ।

বনবীর ।

এস, এস ছুরিকা ভীষণ ! তুমি শুধু

জীবন-মৃত্যুর মাঝে ক্ষুদ্র ব্যবধান !

হও মম একাধ্যে সহায় !

(সুরেখার প্রতি)

কত রাত্রি ?

সুরেখা । রাত্রি দ্বিপ্রহর ।

বনবীর ! ঠিক সব ?

সুরেখা ! সব ঠিক ।

বনবীর । যাই তবে ; দশ বৎসরের চিন্তা, এক
রাত্রে করিব নিঃশেষ ।

পঞ্চম দৃশ্য—রাত্রিকাল, কারাগার ।

বিক্রমাজিৎ শৃঙ্খলিত অবস্থায় পাদচারণ করিতেছিলেন ।

বিক্রমাজিৎ ।

আর কত কাল, জন্ম মৃত্যু
মাঝে বসি, মৃত্যুর কল্লোল, মুক্তকর্ণে
করিব শ্রবণ ! দিনে দিনে স্পষ্টতর,
আরো স্পষ্টতর ! কিন্তু কই, হয় না
সে উৎপ্লাবী কল্লোলের মাঝে, মম এই
জীবনের চমকিত ভগ্ন বেগুরব
নিমজ্জিত চিরতরে ! যদি ফিরে আসে
এই বেগুমাঝে, প্রতিশোধ-রাগ সনে

বিজয়ীর ভৈরব নিনাদ, তবে যেন,
 হে ভগবান্ ! ফিরি পুনঃ জীবিতের মাঝে !
 নহে—শেষ হয়ে যাক্—নাহি প্রয়োজন
 জীবনে আমার আর ! মৃত্যু ! এস বন্ধু !
 অভাগার হে চিরস্বহৃৎ ! দাও দেখা !
 বিধবস্ত সন্মানে আর না চাহি বাঁচিতে !

(কিছুক্ষণ পরে) পাই যদি একবার পিতৃরক্ত-হীন
 বনবীরে, কিম্বা তার শৈর্য্যমুগ্ধ ভীরু
 কাণোজীরে, ভালমতে লই প্রতিশোধ !

(হস্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ দেখিয়া) শৃঙ্খল ! শৃঙ্খল ! শৃঙ্খল কি
 পারে শক্তিশ্রোত রোধিতে আমার ? যাবে
 ভেসে ক্ষুদ্র ঐরাবত সম, জাহ্নবীর
 প্রলয়-পয়োধি জলশ্রোত বেগে !

(শৃঙ্খল ভাঙিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন)

ধিক্

ধিক্ থাক্ মোরে ! ক্ষুদ্র লৌহ পরাক্রিত
 করে আজ ! বহুদিন না যুঝি সমরে,
 শক্তি আজ পক্ষাঘাতে নির্জীব, মম্বুর !
 কেও ?

(উন্মুক্ত ছুরিকা হস্তে বনবীরের প্রবেশ)

বনবীর ? এসেছ কি মিটাইতে
 সাধ ? এস, এস, দাও খুলি বন্ধন আমার !
 দাও মোরে ত্রায় রণ ; শৃঙ্খল খুলিয়া

দাও তরবারি ! এস ছুই জনে, প্রাণ
খুলি খেলি শক্তির পরীক্ষা খেলা ; তাহে
যদি হারি, কোনো ক্ষোভ রহিবে না ;—

বনবীর ।

আসি

নাই রণসাধ মিটাইতে তোর ; আসি
নাই বীরত্বের দিতে পরিচয় ; আসি
নাই রণক্ষেত্রে, শোন্ তবে । আসিগাছি
হিংস্র জল্লাদ হইয়া ; রাজ সিংহাসন—
বুড়ুক্ষু রাক্ষস-রূপে ! বড় ক্ষুধা ! বড়
ক্ষুধা আজ ! বিক্রমাজিৎ ? দেখেছিস্ তুই
বিক্রম আমার, বিক্রম-পরীক্ষা স্থলে,—
আজি দেখ্ সে বিক্রম দালসায় হ'ল
পরিণত ! দেবতা, দানব, মিলিয়াছে
গুধু সিংহাসন তরে ! বিক্রম ? উন্মুক্ত
কব্ বক্ষোদেধ তোর ! ওই হিমালয়
হতে, বহুক শোণিত-গঙ্গা, আসিয়াছে
ভগীরথ ! আকর্ষণ করিবে পান, রক্ত
তোর, স্মরণিত করিতে মুকুট !

বিক্রমাজিৎ ।

আঁ্যা ! আঁ্যা !

নিরস্ত্র জনেরে হত্যা ! গুপ্ত হত্যা ! তুই
সেই বনবীর ? যার ধর্ম্মে মতি, সাধবী
সীমন্তিনী সম অচলা অটলা ছিল !
বীরত্ব-কাহিনী যার, মেবারের দশ

কোণে দিগ্‌বালাগণ, অনুক্ষণ গেয়ে
 যেত আনন্দে উচ্চারি' ? অস্ত্রের ফলক
 শত্রুরস্ত্রে পরাইত সিন্দূরের চীপ ?
 তুই সেই ? না—না ছায়া তার ! আত্মাহীন
 অবয়ব তার !

অথবা রাক্ষস কোন'

ধরি বনবীর-কায়া, পরি বনবীর-
 পরিচ্ছদ, এসেছি' বধিতে আমারে !
 নহে, বনবীর বীর, করে'না'ক কভু
 নিরস্ত্রে বধ ! ভূত, প্রেত, যক্ষ, রক্ষঃ
 অথবা দানব, কেবা তুই বন্ মোরে !
 নহে কভু বনবীর !

বনবীর ।

ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ;—

ছলে কিম্বা বলে, রক্ষা করা সিংহাসন !
 আজি নাহি ক্ষমা,—নাহি দয়া মায়া ! ধর্ম্মে
 মতি ! হা-হা-হা-হা ! বহু দিন করিয়াছি
 বিসর্জন, সিংহাসন কুপের মাঝারে !
 পাছে কোন অস্ত্রভেদী ষড়্‌যন্ত্র বলে
 উৎসাদিত করিস্ আমারে, তাই আজি
 পশুসম হত্যা করি তোরে, সিংহাসন
 করি চিরন্তন ! বিলম্ব না সয় ! পাছে,
 হৃদয় শ্বশানে মোর যে অনল জ্বলে,
 শিখা তার আপনারে করে বা ভোজন ।

কবু বন্ধ প্রসারণ, আমূল বসায়
দেই অপমানকারী হৃদি মাঝে !

বিক্রমাজিৎ ।

আয়

পশু, এ লৌহ শৃঙ্খলে ভাঙ্গিব মস্তক
তোর । সিংহাসনে বসি ভুলিলি বীরের
নীতি ! জানিতাম রণবিদ্যা শিখি, বীর
ধর্ম করিস্ পালন ! কিন্তু আজি দেখি,
বড় যন্ত্রী মন্ত্রী, ওমরাহতন্ত্রে মিলি,
দস্যুতায় সিংহাসন করি অধিকার,
তুলে দিলি ধর্মাদর্শ নীতির বিচার ?
বারাঙ্গনা অঙ্গে জন্ম বার, ধর্মের মতি
কেমনে রহিবে তার ? নীচ বংশে জন্ম,
নীচ কার্য অবশ্য করিবি ! রে ছুর্নতি !
আজি মোরে শৃঙ্খলিত পেয়ে, বোর রাত্রে
এসেছিস্ করিতে হনন ; কিন্তু ভেবে
দেখ্ কোথা তোরা গতি ? নরকের
সুতপ্ত কটাহে,—

বনবীর

নরক ? হা-হা-হা ! তোরা

মুখে নরকের কথা ! বাপ্পার কলঙ্ক !
দেখিব এবার, কোন মুখে বার বার
বনবীর বংশে কালি আনিস্ ছুর্নতি !
এই শাণিত ছুরিকা, প্রতিশোধ লবে
তার ! ক্ষত্রিয়ের অপমানকারি ! ইষ্ট—

মন্ত্র কবুরে স্মরণ ! আজি অবসান
তোর !

(বিক্রমাজিৎকে হত্যা)

বিক্রমাজিৎ । ন-র-প-শু ! এ-ত পা-প স-হি-বে-না— !

(মৃত্যু)

বনবীর ! হল শেষ একজন । দেখি কোথা
দ্বিতীয় কণ্টক আছে । হা-হা-হা-হা !
নরকের ভয় দেখায় আমায় ! (চমকিয়া) কে তুমি ?
চতুর্ভুজ, হস্তে গদা দাঁড়িয়ে সম্মুখে !
কি চাও ! কি চাও ! যাও ! যাও সম্মুখ হইতে ।
নরক ? ক্ষত্রিয়ের মহাধর্ম সিংহাসন
রক্ষা করা ! যাও, নহে বিক্রমাজিতের মত,—
তোমারেও—হা-হা-হা-হা ! (দৌড়িয়া প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য—কারাগারের সম্মুখ দ্বার ।

(সুরেখা ও বনবীরের, উভয়দিক হইতে প্রবেশ)

সুরেখা । শেষ ?

বনবীর । সব শেষ

সুরেখা । এস মোর সাথে ।

বনবীর ।

সুরেখা, বিক্রমাজিতের বক্ষ অস্ত্র বিদ্ধ করি,

ফিরিতে ছিলাম যবে, দেখিছু সম্মুখে
 মহিষ-আরুঢ় এক ভীষণ মূরতি
 সমুদ্যত অক্ষুণ লইয়া করে, রক্ত-
 নেত্রে চাহে মোর পানে ; স্নধানু কে তুমি ?
 না দিল উত্তর ! শুধু এক ভয়ঙ্কর
 অট্টহাস্তে দিগন্ত জাগায়ে, মিশে গেল !
 সে অবধি কাঁপিছে পরাণ !

সুরেখা ।

ভয় নাই !

মস্তিস্কের বিকার তোমার ! বাধ বুক !
 কেন হও কম্পমান ? সদা আছি আমি
 পশ্চাতে তোমার ! মনে রেখো, ক্ষত্রিয়ের
 মহাধর্ম সিংহাসন রক্ষা করা । যেই
 ভীক, সিংহাসন করি লাভ, সিংহাসন
 পারে না রক্ষিতে,—ক্ষত্রিয়ের কুলাঙ্গার
 সেই জন ! হে ক্ষত্রিয় ! হে ধনুর্ধর বীর !
 মস্তিস্ক বিকারে ক্ষত্রিয়ের মহাকার্য্যে
 হও না পশ্চাৎপদ !

বনধীর ।

না-না-না-না ! কিছু

নয় ! কিছু নয় ! চল, দেখি ! সিংহাসন
 তরে আর কি করিতে হবে ?

সুরেখা ।

এস মোর সাথে ।

(উভয়ের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য—রাজ-অন্তঃপুর । কাল-রাত্রি ।

একটি কক্ষে, পালক্ষে বর্ষবর্ষ বয়স্ক কুমার উদয়সিংহ নিদ্রা যাইতেছিল ।

পার্শ্বে পান্নাধাত্রীর শিশুপুত্রও নিদ্রা যাইতেছিল । তাহাদিগের মধ্যে বসিয়া, পান্নাধাত্রী কুমারকে বাতাস করিতেছিলেন ।

(শশব্যস্তে গোবিন্দের প্রবেশ)

গোবিন্দ । পান্না ! পান্না ! পালাও সত্বর !

পান্না । কেন ? কেন ?

গোবিন্দ । হেরিলাম পুরীমাঝে, উদ্ভুক্ত ভীষণ
শাণিত ছুরিকা করে, কুমারের কক্ষ
পানে আসে বনবীর ! পালাও ! পালাও !
মুহূর্ত্ত বিলম্ব হলে হবে সর্বনাশ !

পান্না । (উঠিয়া) অ্যা ! অ্যা ! কি হবে, কি হবে ? অশু কুমারের
কোথায় লুকাব ? যায় বুঝি কুমারের
প্রাণ জল্লাদের হাতে !

গোবিন্দ । (চারিদিকে দেখিয়া) পুষ্প-করগুণ
এক আছে তথা,—তাহার ভিতরে রাখ
কুমারে লুকায়ে ! আমি যাই ; নহে হেথা
হেরিলে আমায়, নিঃসংশয় প্রাণবধ
করিবে আমার ! কুমারে বাঁচাও তুমি !

(প্রস্থান)

অন্বেষণ, পুষ্প করণ্ডক ব্যাব্রচক্ষে
 অবশ্য পড়িবে ! সৰ্বনাশ হবে তবে !
 বনবীর । আরে দাসি ! কি কারণে নিরুত্তর ! নাহি
 বুঝি নিজ প্রাণভয় ! বল শীঘ্র, নহে
 এই উন্মুক্ত ছুরিকা, আমূল বসায়
 দিব বক্ষোমাবে তোর !

পান্না । ক্ষান্ত হও রাণা ;

এখনি দেখায়ে দিব কুমার ঠিকায় !
 (স্বগত) কি করি এখন ! একটি উপায় আছে !
 ভাবিতেও শিহরে পরাণ ; ভগবান্ !
 তাই হোক, তাই হোক ! তাই করি' আজি
 বাঁচাই কুমারে ! নিদ্রিত সন্তানে মম,
 কুমার উদয় বলি দেখাই জল্পাদে !
 রক্ষা পা'ক মেবারের ভবিষ্যৎ রাণা !
 রক্ষা পা'ক গচ্ছিত রতন । ধর্ম্ম সাক্ষী,—
 দিয়াছে জননী তার, অঙ্ক 'পরে মোর !—
 নিজ পুত্র প্রাণ হেতু কেমনে ধর্ম্মেরে
 দিব বলি ? কিন্তু,—কিন্তু,—যারে ধরিয়াছি
 গর্ভে দশ মাস, পালিয়াছি ছয় বর্ষ,
 কেমনে তাহারে নিষ্কেপিব জল্পাদের
 তৃষিত ছুরিকামুখে ! এখনি তাহার
 ক্ষুরধার ছুরিকা ভীষণ, উপাড়িবে
 জংপিণ্ড পুত্রের আমার ! ভগবান্ !

ভগবান্ ! বল দাও হৃদয়ে আমার !
 ধর্ম ! ধর্ম ! কোথা তুমি ! অস্তিম সময়ে
 বল দাও পান্নার হৃদয়ে !

বনবীর ।

আরে নারী !

কি হেতু নীরব ? কোথায় উদয়সিংহ ?
 বল শীঘ্র ; নহে, অর্ধেক প্রোথিত করি
 মৃত্তিকায় তোরে, ক্ষিপ্ত শৃগাল কুকুরে
 করাব ভোজন ! বল শীঘ্র ! নহে, ক্ষত
 করি শত স্থানে তোরে, লবণ লেপিয়া,
 দিব যন্ত্রণা অশেষ ! বল, বল শীঘ্র
 কোথায় কুমার ! নহে, অঙ্গ করি শত
 খণ্ড, তিলে তিলে দগ্ধাইব তোরে !

পান্না ।

তাই করো, তাই করো রাণা ! তাই দাও,
 ধরি পায়, মম প্রাণ, লহ আগে তুমি !
 এ ভীষণ যন্ত্রণার দাবানল হতে,
 মৃত্যু দিয়ে বাঁচাও আমারে ! তারপর,—
 তারপর পাঠাইও কুমারে পশ্চাতে ।

বনবীর ।

আরে ধাত্রি ! নীচ কুলোদ্ভবা, রহস্যের
 নাহিক সময় ! শীঘ্র বল, কুমার উদয়
 কোথা ? লক্লুকি জিহ্বা করি আশুয়ান,
 চাহে মম ত্বর্ষা ছুরিকা, শিশুরক্ত
 করিবারে পান,—অসম সাহসী কে রে

কুলিশ কঠোর ! না—না, হবে না, হবে না !

(চমকিয়া উঠে তাকাইয়া)

একি ? কে তুই ? কে তুই ? মহিষ-আরুঢ়,

ঘোর কৃষ্ণ রুদ্রমূর্ত্তি ! কি ভয় দেখাসু ?

ক্ষত্রিয়ের মহা ধর্ম্ম সিংহাসন রক্ষা

করা ! দূর হ'রে ! সম্মুখ হইতে মোর !

(উদয়ের প্রতি) আরে শিশু কুমার উদয় ? মরিতেই

হবে তোরে ! 'জা না হ'লে, বনবীর হবে

দশম বরষ পরে সিংহাসন-চ্যুত !

চক্ষুঃ ? হও নিম্নীলিত ! দস্ত ? কড়মড়ি

আন তব বজ্রের নির্ঘোষ ! আরে, আরে

শিথিল অঙ্গুলি ! হও বদ্ধ প্রস্তরের

মত ! উদয় ? উদয় ? কেন এসেছিলি,

এই বিশ্বে বনবীর-পথের কণ্টক

হয়ে ? প্রতিফল কর্ ভোগ তার ! উদয় ?

সিংহাসন পরিবর্ত্তে, ছুরিকার অস্ত

ভাগে করু রাজ্য স্মখে ! ঘুমাও বালক,

চিরদিন মেবারের সিংহাসন পরে !

(পান্নার পুত্রকে ছুরিকা দ্বারা বিদ্ধ করিল)

ওহো কি ভীষণ দৃশ্য ! রক্তের মন্দির

যেন ! বলকি বলকি রক্ত উঠে, যেন

নদীর কল্লোল বহে !—ও ! হো ! হো !

(প্রস্থানোদ্যত ; পথে ধমকিয়া) আবার,—

সেই মূর্তি ! আরে, আরে ছায়াময় দেহ !

ছায়া, কায়া নাহিক প্রভেদ বনবীর-

ত্তরবারি তলে ! হত্যাকরি' নিঃশেষিব

তোরে ! (ছায়াকে হত্যা করিতে ধাবমান)

পান্না ।

কোথা যাও বনবীর, না সংহারি' মোরে ?

সংহার করিয়া মর্শ্ব মোর, কেন রাখ

মেদ মাংস সার শুধু, বাহু কলেবর ?

ওরে রে নির্ভূর ! ওরে রে'নির্ম্মম ! ওরে

চক্ষুমান্ মহা-অন্ধ ! দেখেও দে'খনা,—

পুত্র বিনা, কেমনে জননী রাখে প্রাণ ?

(বেগে গোবিন্দ প্রধানের প্রবেশ)

গোবিন্দ

একি ? একি ? রক্তের তুফান বহে ? পান্না ?

তবে কি কুমার আর নাই ?

পান্না ।

অ্যা ! অ্যা ! নাই !

নাই উদয় আমার ? সেকি ? হায় ভাগ্য !

ছই শিশু বধিল কি ছুষ্ঠ বনবীর ?

(উঠিয়া পুষ্পকরগুণক দেখিয়া)

জয় ভগবান্ ! অমঙ্গল কহিওনা

গোবিন্দ প্রধান ! হের বাপ্পারাও জাত

স্ববর্ণ দেউটি, মিটি মিটি জ্বলে হেথা,

উপহাসি কালে ! কুমার আমার ! শত

বর্ষ রাজদণ্ড ধরি, কর' রাজ্যভোগ ! (উদয়ের মস্তক চূষন)

গোবিন্দ ।

জয় ভগবান্ ! বাপ্পারাও-রক্ত-বিন্দু

রহিল জগতে ! পিণ্ড তার নিজ প্রাণ
করিল রক্ষণ ! কিন্তু পান্না ! বনবীরে
কেমনে তাড়ালে ?

পান্না ।

তাড়লাম ? তাড়ায়েছি,
আগে তাড়াইয়া তাড়কার ক্ষুধা তার !
তাড়ায়েছি, আগে তাড়াইয়া বক্ষঃ হতে
মাতৃস্নেহ-মহাস্বধা ! গোবিন্দ ? গোবিন্দ ?
জান না, কি মূঢ়্য দিয়ে তাড়ায়েছি তারে !
জান না, কি দৃঢ় জননী-পরায় হতে,
উপাড়িয়া মাতৃস্নেহ-লতা, শুখাইয়া
মাতৃ-স্বস্ত-ধারা, প্রবঞ্চিয়া বঞ্চনার
অযোগ্য জীবেরে, তবে তারে তাড়ায়েছি !
গোবিন্দ প্রধান ? চিনিতে কি পার, কার
মৃত দেহ আছে শল্পনে শয়ান ?

গোবিন্দ ।

একি ?

এ যে পুত্র তব !

পান্না ।

হাঁ—পুত্র মম ! না ! না ! না !

পুত্র নহে মম ! দধীচির অবতার !

গোবিন্দ ।

একি ? একি ? পান্না ? কিছুই বুঝিতে নারি !

পান্না ।

যবে ঘাইবে না বনবীর, উদয়েরে
না করি' সংহার,—যবে পশু, পশু হ'তে
হইয়া অধম, চাহিল খাইতে শিশু
কুমার উদয়ে,—যবে নৃশংস কুকুর

সরিবে না নরমাংস বিনা,—নিরুপায়
 দেখি, দেখালাম বজ্রারত পুত্রে মোর !
 রক্তোন্মাদ চিনিল না ! শুধু হেরি শিশু,
 মাংস-আস্বাদনে বসে গেল, মহুব্যাঘ্র
 করিয়া বর্জন ! কিন্তু কি হল আমার !
 নিজ পুত্রে করিলাম বধ ! পুত্রঘাতী
 আমি !

গোবিন্দ ।

ধনু, ধনু, পান্না ! যদি পুণ্য বলি
 থাকে কিছু পুণ্যহীন পৃথিবী মাঝারে,
 তুমি সত্য তার অধিকারী ! দেবী বলি
 যদি থাকে কিছু, তবে তুমি দেবী !

পান্না ।

ওগো,

কি কঠিন প্রাণ মোর ! পুত্র ! পুত্র ! ডাক
 মা বলিয়ে একবার ! উত্তপ্ত পরাণ
 স্নশীতল হোক তব মা বুলি শুনিয়ে !
 গোবিন্দপ্রধান ? কি করিবি ? কোথা গেল
 তনয় আমার ? বৎস ? বৎস ?

গোবিন্দ ।

পান্না ! পান্না !

জগতে অদ্ভূত কীর্তি, করিলে স্থাপন !
 কে কবে শুনেছে, জননী করেছে দান
 নিজ গর্ভজাত পুত্রে, ঘাতকের অসি—
 তলে,—রক্ষিতে প্রভুর স্নতে ? দেবতার
 পারে না'ক হেন পুণ্য করিতে সাধন !

ধন্য তুমি পান্না দেবী ! ধন্য ধাত্রী ! ধন্য
 রাজপুত্র-নারী ! করো না রোদন ! পান্না !
 তনয় তোমার, প্রাণ দিয়ে পাইয়াছে
 প্রাণ, শত বনবীর না পারে নাশিতে
 যাহা,—শত গুপ্ত অসি, পড়িবে যাহাতে
 ফুল রাশি হয়ে,—অর্চনার অর্থ্য হয়ে,
 আরাত্রিক-দীপ হয়ে ! নিরুদ্ধ নয়ন
 ক্ষতপূর্ব্ব অশ্রুজর্মে পুষ্পমালা গাঁথি,
 আশিষ-চন্দন গন্ধে, করুক বরণ
 পুত্রের আত্মায় ! এবে সম্বর রোদন !
 উদয়-জীবন এখনও নিরাপদ
 নহে ! শোকে, হওনা মম্বর ! চল এই
 রাত্রে, কুমারে লইয়া পলাই আমরা !
 প্রভাত-উদয়ে, বনবীর যদি বুঝে
 প্রবঞ্চিত হইয়াছে উদয়-জীবনে,
 সহস্র প্রয়াস তব রক্ষিতে তাহারে,
 হইবে বিফল ।

পান্না ।-

কিন্তু,—যারে রেখে যাব,
 কার কাছে রেখে যাব ? মাতৃ-অঙ্ক তার,
 হইয়াছে শ্মশানের চিতাসজ্জা ; মাতৃ-
 বুলি হইয়াছে রবহীন, রসনায় !
 বাপ্‌রে আমার ! কোথা গেলি পাষাণীয়ে
 ত্যজি' ? আমাকেও তোার সাথে লয়ে চল !

(মৃত পুত্রকে আলিঙ্গন) গোবিন্দ ! গোবিন্দ !
 দেখ, দেখ, সিন্দূরের হ্রদে স্নান করে
 বাছনি আমার ! আহা দেখ, দেখ, চেয়ে
 আছে মোর-পানে ! চাহে বুঝি করুণার
 বিন্দু মোর কাছে ! ওরে বৎস, আমি যে
 পাষাণী, আমি যে মরু, বারিবিন্দু হীন !
 বাপ্ আমার মা বলিয়ে ডাক্ একবার,
 বনবীর হস্তে তোরে দি' না'ক আর !
 কি করুণ দৃশ্য ! কেমনে বুঝাই এবে,
 পুত্র-হারা জননীরে ! কিন্তু,—

গোবিন্দ ।

পান্না ।

দেখ, দেখ

ওষ্ঠ নড়ে, বুঝি বেঁচে আছে বাছা মোর !

গোবিন্দ ।

(মৃত শিশুকে স্পর্শ করিয়া)

হিম অঙ্গ ! বহু পূর্বে মৃত্যুর শীতল
 স্পর্শ করিয়াছে আলিঙ্গন ! পুত্র-হারা
 মাতা, স্নেহে অন্ধ, মায়ার স্বপন-চক্ষে
 নন্দনে জীবিত হেরে ! সমুচ্চ শিখর
 হতে পড়ে যবে শৈল-ধারা উপত্যকা-
 ভূমে, করে বন্যাসৃষ্টি ; সেই মত স্নেহ,
 ধর্মের শিখর হস্তে পড়ে যবে, এই
 নিম্ন বিধ্ব-উপত্যকা মাঝে, ভাসাইয়া
 দেয় গ্রাম, বন, নগর, প্রান্তর !

পান্না ।

হের !

হের ! রক্ত-জ্বা দিয়ে পূজা করে ব্রহ্মা,
 বিষ্ণু, মহেশ্বর বাছারে, আমার ! সরে
 যাও—সরে যাও ! অকল্যাণ হবে তার !
 কাজ নেই বাছা, পূজা লয়ে দেবতার !
 পলাইয়া যাই চল্ আমরা ছুজনে ।
 নহে, যদি হেরে পূজা বনবীর, ব্রহ্মা
 বিষ্ণু মহেশ্বরে না মানিবে দৈত্যরাজ !
 গোবিন্দ । তাই ভাল । চল যাই কুমারে লইয়া,
 নিশীথের অন্ধতার লয়ে সহযোগ ।
 উদর । (পুষ্পকরণ্ডক হইতে) ধাই মা ! ধাই মা !
 পান্না । এতক্ষণ আছ তুমি এ হেন শয্যায় ?
 সরে যাই—কত কষ্ট হয়েছে তোমার !
 কাজ নাই থাকিয়া হেথায়, কাজ নাই
 রাণা হয়ে তোর,—সহস্র উন্মুক্ত খড়া
 লুক্কায়িত যাহার পশ্চাতে ! চল, ত্যজি
 রাজপুরী ! থাক্ মোর পুত্র হেথা রক্ষী
 হয়ে তোর, আগুলিতে রাজ-সিংহাসন !
 কিন্তু— ! কিন্তু—পুত্র যদি উঠে চাহে জল,
 কে দিবে তাহারে জল ? বনবীর এসে,
 যদি জল বিনিময়ে, দেয় নররক্ত
 করিবারে পান, যদি দেয় বসাইয়ে
 বক্ষে তার উন্মুক্ত কুপাণ ! হোক ! ভয়
 নাই,—পুত্র মোর পাষণে গঠিত ! ছষ্ট

গোবিন্দ । বনবীর পারিবে ।। পাষণ্ড ভেদিতে । (নেপথ্যে পদশব্দ)
 চল, চল বিলম্ব কোরোনা, বনবীর
 আসে বুঝি পুনরায় !

পান্না । হাঁ, হাঁ, চল, চল,
 লোকালয় ত্যজি, পর্বত গহ্বর মাঝে !
 অঙ্কে করি লয়ে চল স্নেহের রতনে ।
 (পুষ্পকরণুক হইতে উদয়কে তুলিয়া লইয়া গোবিন্দের
 প্রস্থানোদ্যোগ)

পান্না । (বাইতে বাইতে পুনরায় ফিরিয়া) বাপ্‌রে আমার !
 একবার শেষবার আয় কোলে মোর !

গোবিন্দ । পান্না ! বৃথাশোকে ডুবায়োনা সব । বুঝ
 বিচারিয়া, যুহুর্ন্ত বিলম্ব হ'লে, যারে
 বাঁচায়েছ, তাহারেও পাবেনা ফিরিয়ে ।

পান্না । তবে যাই চল । পুত্র সনে মাতৃ-নাগ,
 রেখে গেলু মেবার-শ্মশানে । (বাইতে বাইতে ফিরিয়া)
 না—না—আর
 একবার,—আর একবার,—শেষবার—
 দেখে যাই তারে !

গোবিন্দ । ওই বুঝি বনবীর
 আসে ! সব যাবে ! ছুই শিশু প্রাণ দেবে
 এইবার ! (পান্নাকে ধরিয়া লইয়া চলিলেন)

পান্না । বাপ্‌রে আমার ! বাপ্‌রে আমার ! (উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—দেবলরাজ সিংহরাওয়ের বিশ্রামাগার ।

সিংহরায় ও সম্মুখে বিদূষক ।

সিংহরাও । গুনলুম নাকি, রাণা বনবীর, কারাবদ্ধ রাণা বিক্রমাজিৎ ও কুমার উদয়সিংহকে গুপ্তহত্যা করেছেন ।

বিদূষক । ও আমি অনেকদিন শুনেছি মহারাজ ! এমন কি, আপনি গুনলে বিস্মিত হবেন, যে এ ঘটনা ঘটবার বহুদিন আগে, আমার কর্ণগোচর হয়ে গেছে ।

সিংহরাও । কিন্তু বনবীর এমন কাজ করবে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি ।

বিদূষক । আপনার স্বপ্ন, অতদূর ভাববার সাহস পায় নি । আর কাঁহাতকই বা বেচারী স্বপ্ন পেরে উঠে, বলুন দেখি ? একবার সুন্দরী নর্ত্তকীদের কথা ভাববে,—একবার রাজকোষের কথা ভাববে,—একবার আপনার শরীরের কথা ভাববে !—এত ভাবলে, বনবীরের কথাটা আর কখন ভাবে, বলুন ত ? বেচারীর, নাইবার খাবার সময় পর্য্যন্ত যে থাকে না ।

সিংহরাও । কিন্তু রাণা বনবীর, মেবারের সিংহাসনে বসবার আগে, যে রকম ধর্মভীরু লোক ছিলেন, তাতে যে তিনি পরে গুপ্তহত্যা করবেন, এটা যেন একটা অসম্ভব ব্যাপার ।

বিদূষক । ছুরিখানা রাণার হাতে ছিল বটে, কিন্তু ছুরি চালিয়েছিল পেছন থেকে শ্রীমতী রাণীমা । এই রাণীমার মস্তিষ্কের দ্বিত সরবরাহ করেন একজন, তাঁর নাম হ'ল খুড়োমশায় । লোকটা প্রথমে বনবীরকে হুচক্ষে দেখতে পারত না,—গালাগালি দিয়ে তার পরকালের পিণ্ডান ক'রে বেড়াতে । কিন্তু যখন রাণা বনবীর তার ইহকালের পিণ্ডির যোগাড় করে দিলে, তখন রাণার ওপর তার পিরিত,—দোজপক্ষে যুবতী পরিবারের ওপর যেমন বুড়ো ভাতারের চারঠেঙে পিরিত হয়,—সেই ধরণের একটা প্রেম, ফোঁস্ ফোঁস্ ক'রে শিঙ নেড়ে ঠেঙে উঠল । মহারাজ ! সোনা, হীরে, জহর পেলে খুড়োমশায় ত খুড়োমশায়, অমন কত জ্যাঠামশায় পর্য্যন্ত নেজে গোবরে লুটিয়ে পড়ে ।

সিংহরাও । যাহ'ক, বনবীর খুব মজা লুটে নিলে ।

বিদূষক । মহারাজ ! এই ছুটো জিনিষ আছে পৃথিবীতে ;—একটা হ'ল গুপ্তহত্যা, আর একটা হ'ল গুপ্ত প্রেম । দুটোই যেমন মধুর, তেমনি অম্ল । শাঁসে বড় মধুর ; কিন্তু আঁটির দিকটা তেমনি টক । যখন শাঁস খাওয়া যায়, তখন মনে হয় “আহা রে, কি মজাটাই লুটচি” । কিন্তু যখন আঁটা আসে, তখন বাপ্ বাপ্ ডাক ছাড়তে হয় । বনবীর এখন শাঁস খাচ্ছেন, এখন বাছাধন বুঝতে পারবেন না ; এর পরে যখন আঁটা আসবে, তখন সুদুন্দ মজা বেরিয়ে আসবে ।

সিংহরাও । সিংহাসন জিনিষটা দেখতে পাচ্ছি বড় গরম । যে বসে, তারই মাথা টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুটতে থাকে । মাথার ভেতর কেবল খুন, গুপ্তহত্যা, রাহাজানি, এইসব সয়তানের পাত্রমিত্র ঘুরতে থাকে ।

বিদূষক । কিন্তু তাহ'লে শুধু মাথা গরম হয় কেন ? শরীরের মধ্যে আরও ত সব অঙ্গ আছে, সে সব অঙ্গ গরম হয় না কেন ? এই ধরুন পিট !

সিংহরাও । পিট গরম হতে পায় না, পিটের ওপর একজন চড়ে বসে থাকে বলে । এই ধর, আমার পিটে তুমি চড়ে বসে আছ । বনবীরের পিটে সুনতে পাই, তার পত্নী চড়ে বসে আছে ; রাণা পৃথ্বিরাজের পিটে শীতলসেনী নামে একটা দাসী চড়ে বসে ছিল ।

বিদূষক । বুকটা গরম হয় না কেন ?

সিংহরাও । রাজাদের বুকের ওপর যে একটা পাথর চাপান থাকে !

বিদূষক । পেট ?

সিংহরাও । পেট গরম শু রাজারাজড়াদের ভেতর সকলকারই । এমনকি, রাজারাজড়াদের বাড়ীর টিকটিকিটার অবধি পেট গরম হয় ।

বিদূষক । হাঁ, হাঁ, দেখেচি বটে । টিকটিকির তরল বিষ্ঠায়, রাজারাজড়াদের ফরাসগুলোয় বসবার যো নেই । বেটাদের বিষ্ঠা ত্যাগ করবার সময় হলে, বড়লোকের বিছানায় না হলে, স্তবধি হয় না ।

সিংহরাও । যাহ'ক, রহস্য ছেড়ে দিয়ে বলতে হবে, যে রাণা বনবীরের মাথাটা আগে ঠাণ্ডা ছিল, কিন্তু সিংহাসনে উঠবার পরই, বড় বেজায় রকম গরম হইয়ে উঠেছে ।

বিদূষক । কিন্তু তলোয়ারখানা বোধহয় তেমন আর গরম নেই !

সিংহরাও । আছে বৈকি বেশ গরম । মেবারের মধ্যে বনবীরের মত কোনও বীর আছে কিনা সন্দেহ ! সন্দেহ কেন, নিশ্চয় । বনবীরের সম্মুখে তরবারি হস্তে দাঁড়াতে পারে, এমন রাজপুত ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করে নাই ।

বিদূষক ! বলেন কি মহারাজ ?

সিংহরাও । আমি বহুবুদ্ধে তার বীরত্ব দেখেছি । অসাধারণ বীর ।

বিদূষক । আর মহারাজ ত বড় কম যুদ্ধ করেন নি ! কেবল যুদ্ধ-স্থলেই দেখতে পাওয়া যায় না ।

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবারিক । মহারাজ ! মেবার হতে একটি রমণী ও একজন পুরুষ আপনার চরণদর্শন প্রার্থনা কচ্ছে ।

সিংহরাও । মেবার হতে ?

দৌবারিক । আজ্ঞে হাঁ ।

বিদূষক । রমণী ? এতরাজে ? হাতে ফুলের মালা আছে নাকি ? তার কি ছোটো দিন সবুর সয় না ? একেবারে পরমাণিক, পুরোহিত সঙ্গে ক'রে হাজির ! তা, মহারাজের যে রূপ, বিলম্ব সহবে কেন ?

দৌবারিক । রমণীটির ক্রোড়ে একটি শিশু সন্তান ।

বিদূষক । সন্তান ? মহারাজ কি একেবারে গাইবাছুরে বিয়ে করবেন নাকি ? তা বলা যায় না, আজকাল নাকি সধবা বিবাহও চলছে, বিধবা বিবাহের ত কথাই নাই ।

সিংহরাও । রহস্য রাখ ব্রাহ্মণ ! (দৌবারিকের প্রতি) দৌবারিক ! উভয়কে আমার সম্মুখে লয়ে এস ।

বিদূষক । দাঁড়ান, দাঁড়ান মহারাজ । আজকাল যেরকম গুপ্তহত্যা ও গুপ্তপ্রেমের দিন পড়েছে, সমুচিত সন্ধান না লয়ে কাহাকেও কাছে আসতে দেবেন না । আগে সব জিজ্ঞাসা করে লই ।

সিংহরাও । (হাসিয়া) গুপ্তহত্যার তোমার ভয় থাকতে পারে, কিন্তু গুপ্তপ্রেমে তোমার ভয় কি ?

বিদূষক । মহারাজ ! গুপ্তহত্যার চেয়ে গুপ্তপ্রেমে আরও অধিক ভয় ! বিশেষতঃ যদি প্রেমিকা বর্ষীয়সী হন । প্রেমাক্কা বর্ষীয়সী প্রেম

চর্চায় বিঘ্নপ্রাপ্ত হ'লে,—আপন সন্তানকেও হত্যা করতে কুঞ্জিত হয় না !
(দৌবারিকের প্রতি) পুরুষটি রমণীর কোনদিকে দাঁড়িয়ে আছে, বলতে
পার ?

সিংহরাও । (হাশ্ব তা জেনে কি হবে ?

বিদূষক । মহারাজ, আপনি একটু ক্ষান্ত হন দেখি, আমি জিগ্গেস-
পড়া গুলো সব করে নি । মহারাজ ! পুরুষটি যদি রমণীর স্বামী হয়,
তাহ'লে সে রমণীর ডানদিকে দাঁড়াবে । আর যদি স্বামী না হয়ে অল্প
কেউ হয়, তা হলে বামে, সম্মুখ, পশ্চাতে যে কোনও দিকে দাঁড়াতে
পারে ।

সিংহরাও । আর যদি উপস্বামী হয় ?

বিদূষক । আঃ ! তা হলে ত রমণীটি পুরুষটির ঘাড়ে চড়ে এসে
হাজির হবে ।

সিংহরাও । একটু ভুল হল সখে । বয়ঃস্থা জ্বীলোক হ'লে আবার
ঠিক উল্টো হয় । জ্বীলোকটির ঘাড়ে চড়ে পুরুষ আসে ।

বিদূষক । বগলেও কখন কখন দেখতে পাওয়া যায় ! আবার স্থানে
স্থানে, পুরুষের মুক্তকচ্ছ ধ'রে রমণী আসচে, তাও দেখতে পাওয়া যায় ।

দৌবারিক । মহারাজ ! দাসের প্রতি কি আজ্ঞা হয় ?

সিংহরাও । তুমি তাদের এইখানেই লয়ে এস ।

(দৌবারিকের প্রস্থান)

বিদূষক । কিন্তু হাতে যদি ছোরাছুরি, এমনকি জাঁতি বটী পর্য্যন্ত
থাকে, তাহলে আমি আর এখানে থাকছি না মহারাজ । একে রমণী,
তাতে রাত্রিকাল, তাতে হাতে ছোরাছুরি ; ভেঁা ক'রে গুপ্তপ্রেমটা
গুপ্তহত্যায় গিয়ে দাঁড়াবে ।

(উদয়কে ক্রোড়ে লইয়া পান্নাধাত্রী ও গোবিন্দপ্রধানের প্রবেশ)

গোবিন্দ ও পান্না । মহারাজের জয় হউক ।

সিংহরাও : কে তোমরা ?

গোবিন্দ । মহারাজ ! মেবার নিবাসী মোরা ! আমি

ক্ষৌরকার,—রাজপুরীমাঝে গৃহ মোর ।

মেবার রাণার ভৃত্য আমি ।

সিংহরাও ।

কি কারণে

আগমন ?

বিদূষক । এঃ! এটা আর আপনি বুঝতে পারলেন না মহারাজ ! বেচারীর চাকরি গেছে, আপনার এখানে চাকরি করতে চায় ! কেন হে বাপু ? মেবারের রাণা বনবীর কি আজকাল দাড়ি গোঁপ কামান বন্ধ করে দিয়েছেন ?

সিংহরাও । সঙ্গে এ স্ত্রীলোকটি কে ?

পান্না । দ্বন্দ্বী রাজধাত্রী ।

সিংহরাও । তোমার ক্রোড়ে ওটি কার পুত্র ?

পান্না । মহারাজ ! এটি, মহারাণা সংগ্রামসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র, নাম উদয়সিংহ ।

বিদূষক । (চমকিয়া উঠিয়া) অঁ্যা! বল কি ? তার চেয়ে একটা গোলন্দাজি বন্দুক কোলে ক'রে এলে না কেন ? এই শুনলুম, কুমার উদয়, গুপ্তহত্যারূপ নৌকায় চড়ে, পৃথিবী থেকে পাড়ি মেরেচেন ?

পান্না । মহারাজ ! বাঁচিয়েছি নৃশংস ঘাতক—

হস্ত হতে তারে ! পুষ্পকরণক মাঝে

রাখিয়া লুকাবে, অতিকষ্টে বাঁচিয়েছি

তার প্রাণ ! নহে বাপ্পাবংশ হ'ত লুপ্ত,
ধরা হতে ।

সিংহরাও । তবে মিথ্যা জনরব ! নহে
হত কুমার উদয় ।

বিদুষক । পাগল নাকি ! দেশশুদ্ধ লোক বলচে, কুমার উদয় গুপ্ত-
হত্যায় হত হয়েছে, আর একজন অপরিচিতা রমণী এসে বলবে “কুমার
উদয় হত হন নি; এই সেই কুমার ।” আর অমনি আমাদের সেই কথা
মেনে নিতে হবে !

সিংহরাও । ভদ্রে ? বাক্যে তব জন্মিছে সংশয় ! কহ
দেশব্যাপী জনরব যেথা, সঙ্গসিংহ—
সুত কুমার উদয় হত, বিশ্বাসিব
কেমনে কাহিনী তব ?

পান্না । বিশ্বাস না হয়,
হের মুখ কুমারের, হের সুবিস্তৃত
নীল নভঃসম ললাট প্রদেশ । যাহে
চন্দ্রস্বয়্য সম, শোভা পায় আঁখিছয়,—
কভু মধ্যাহ্ন কিরণে, কভু কৌমুদীর
কাস্ত কলালাপে, পালিছে মেদিনী । কভু
অবজ্ঞা-পুলকে শাসিছে অরাতিবর্গ ।
শ্রবণ বিশ্রান্ত, তার এহেন নয়ন
দৌবারিক-কোষযুক্ত অসি সম, কিম্বা
শরীর-রক্ষী গ্রহরীর মত, ঘেরিয়া
রক্ষিছে সুপ্রকট রাজটীকা ললাট—

আসনে । নেহার পুনঃ, বালকের দীর্ঘ
 রাজোচিত মাংপেশীময় অবয়ব ;
 কিবা কাস্তি, যেন বাপ্পারাও পুনর্জন্ম
 লইয়াছে মেবার প্রদেশে । হের পুনঃ,
 চম্পক কোরক সম অনামিকা মূলে
 সংগ্রাম সিংহের নামাঙ্কিত, বহু মূল্য
 হীরক খচিত অঙ্গুরীয় ! এ সকল
 চিহ্ন হেরি অবিশ্বাস কে*ধা পায় ভূমি ?

বিদূষক । মহারাজ ! এসব মাখন-মাখানো কথায় ভুলবেন না ।
 আপনি পুরুষ মানুষ ; পুরুষ মানুষ শুনেছি, পাথরের জাত ! মাখনের
 কাছে পাথরের সম্মান রাখবেন । বাছা খাত্রি, যদি সত্যিই এই ছেলেকে
 মেবারের রাজকুমার হয়, কে ওকে আশ্রয় দেবে ? ঐ শিশুকে আশ্রয়
 দিলে, সেই মহাবীর বনবীরের রোষকষায়িত নেত্রকেও যে আশ্রয় দেওয়া
 হবে ? মহারাজ ! যদি ঘাড়ের ওপর মাথাটাকে বজায় রাখতে চান,
 তা হলে এই ছুঁখো তলোয়ারটিকে গলায় ঝুলেবেন না ।

সিংহরাও । সত্য কথা বলিয়াছ সখে । হে অজ্ঞাত
 পুরুষ ! হে ভদ্রে ! চেষ্টা করো অগ্র স্থানে ।

মম পক্ষ অসমর্থ, আবরিতে ওই

ভস্মাবৃত জলন্ত অঙ্গারে । ডরি আমি
 বনবীরে ! জানি, মহাবীর সেই জন ।

পান্না । একি কথা শুনি ! ডর ? রাজপুত ডরে
 কর্তব্য পালিতে ? মহারাজ ! যদি ক্ষত্র
 হয়ে, ডর বনবীরে, ওই নদীগর্ভে

ফেলে দাও অসি,—শুকরের বিষ্ঠাময়
 বাসে, ফেলে দাও বঞ্চনার মাতৃ-গর্ভ
 রাজার মুকুট,—চূর্ণ করো গুহু এই
 কাষ্ঠ সিংহাসন ; ক্ষত্র নাম যুছে ফেল
 উপাধি হইতে ! আর কেন ? ডুবায়োনা
 রাজপুত নাম, অনন্ত কলঙ্ক-পক্ষে ।
 গোবিন্দ । স্থির হও নারী ! আসি তবে মহারাজ !
 বড় ব্যথা বাজিল পরাণে ! এস পান্না ।

(প্রস্থান)

বিদূষক । আরে ম'লো । ভিখিরির আবার তেজ দেখেছ ! মহারাজ
 আপনি ব'লে তাই সহ্য করলেন,—আমায় যদি কেউ অমন ক'রে বলতো,
 তাহ'লে গিল্লিকে ডেকে, ছাষা জুতো বসিয়ে দিতাম ।

সিংহরাও । যাক্, যাক্, স্ত্রীলোক অবধ্য । তা না হ'লে আমিই কি
 ছেড়ে কথা কইতুম ? বেশ ক'রে ছাষা দিয়ে দিতুম ।

বিদূষক । তা আর জানি না মহারাজ ? আপনার মত বীর এজগতে
 কটা আছে ? বনবীরের পরেই বীর সিংহ রায় । আগে বন, তারপর
 সিংহ । তবে কি জানেন, মহারাজ, স্ত্রীলোকের উপর বীরত্বটা যেমন
 স্কর, গ্লান আর কোন বস্তুই নয় । ও ছাষা দিয়ে দিলেই হত ।

সিংহরাও । কি জান বিদূষক, ও স্ত্রীলোকটি কিছু পুরুষ-প্রকৃতি ।

বিদূষক ! যা বলেছেন, সেই জন্তে ত আমিও সাহস করলুম না ।

সিংহরাও । যাক্ গে । ক্ষমা গুণ মানুষের বড় গুণ !

বিদূষক । বড় গুণ । বিশেষ যদি প্রতিপ্রহারের ভয় থাকে !

দ্বিতীয় দৃশ্য—রাজবাটী অলিন্দ ।

রাণী সুরেখা ও তৎপশ্চাৎ খুড়ো মহাশয়ের প্রবেশ ।

খুড়ো । মহারাণী ! মা জননী ! আমার বখশিশটা তাহ'লে কবে পাব ?

সুরেখা । পাবে বৈকি । আমাদের একটু নিশ্চিন্ত হতে দাও ।

খুড়ো । আর নিশ্চিন্ত ত হয়ে গেলেন । আর চিন্তা কি ? এখন পুত্রপৌত্রাদিক্রমে মেবারের রাজসিংহাসন ভোগদখল কর্ত্তে থাকুন । আমরা রাজভক্ত প্রজা, আমাদের দেখেই সুখ । কিন্তু আমার বখশিশটার বেঁ আর বিলম্ব সহিছে না মা !

সুরেখা । একটু সবর কর, আমাকে আমাদের অবস্থাটা একটু ভাল ক'রে বুঝতে দাও । এই ঘটনার পর, প্রজারা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কিনা, সেই টুকু মাত্র দেখতে দাও ।

খুড়ো । বিদ্রোহ ? বিদ্রোহ কেন করবে ? আমি ত সব প্রজাদের বুঝিয়ে দিয়েছি, যে রাণা বিক্রমাজিৎ হঠাৎ রাত্রে ভীষণ বিষচিকা রোগে আক্রান্ত হন, কবিরাজ ডাকতে না ডাকতেই তাঁর নাড়ি ছেড়ে যান, এবং তাতেই তিনি সেই রাত্রে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হন । আর উদয়সিংহ হঠাৎ সেই রাত্রে পেঁচায় পেয়ে হাত পা ছুঁড়তে থাকে, ধাই মাগীটার অসাবধানে একখানা বাঁটির ওপর পড়ে, আধ খানা হয়ে মারা পড়ে । ধাই মাগীটা শাস্তির ভয়ে, রাতারাতি কোথায় যে বিবাগী হয়ে গেল, তার আর কোনও সন্ধান নেই । আর রাণার হুকুম, তাকে খুঁজে পেলোই, রাজকুমার হত্যার অপরাধে, একেবারে শূলে চাপিয়ে দেওয়া হবে ।

সুরেশা : প্রজারা এ সকল কথা বিশ্বাস করেছে ?

খুড়ো ! করবে না ? আমি একজন সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরোপকারী ব্যক্তি ; আমার কথা বিশ্বাস করবে না ? আমাকে মেবার দেশের লোকেরা খাতির করে কত ? রাস্তা দিয়ে যখন চলি, হুধারে যত লোক সব পেছন ফিরে দাঁড়ায়, আমার সঙ্গে চোকো চোকি করবার সাহস পর্য্যন্ত তাদের হয় না । আমাকে তারা এত খাতির করে !

সুরেশা । যাক্, যা হবার, পরে বুঝা যাবে ।

খুড়ো । আর, রাণা বনবীর নিরাপদ হওয়াতে আমাদের যে কি আনন্দ হয়েছে, তা আর আপনাকে কি জানাব মা ? অনেক দিন ধরে চেষ্ঠা করছি, যাতে রাণা বনবীরকে মেবার দেশে নিরাপদ করে দিতে পারি, এতদিন পরে আমার সে চেষ্ঠা সার্থক হ'ল । ওহো, রাণীমা, আমার যে কি আনন্দ হয়েছে, তা আর আপনাকে কি বলে বোঝাব ! হাসতে হাসতে, অন্ন মুখে দিষ্ট পারি না—বিষম লাগে ; নিদ্রা যেতে পারি না, হাসির স্বপ্নে জেগে পড়তে হয় । মনের আনন্দ যেন ছুই ঠোঁটের মাঝখান দিয়ে ঠিকরে বেরিয়ে পড়চে ।

সুরেশা । তোমার আনন্দ হবারই ত কথা ; তুমি যে আমাদের জন্য অনেক করেছে ।

খুড়ো । করেছে ব'লে করেছে ! সেই ভয়ঙ্কর রাত্রে,—অবধান করুনগে—টিপ্ টিপ্ করে ঝুটি হচ্ছে, কড়্ কড়্ শব্দে বাজগুলো যেন পৃথিবীর বুকটাকে ছুঁক করে দিচ্ছে, চিকমিক করে বিছ্যাং হাসচে,—যেন দেবতাগুলো আমাদের কাণ্ড কারখানা এক একবার জানালা খুলে দেখে নিচ্ছে, আবার তখনি ভয় পেয়ে বন্দ করে দিচ্ছে ;—এমন রাত্রে বিক্রমাজিতের সেই পাঁচমণে লাস একা ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে গিয়ে,

মাঠের মাঝখানে পুঁতে ফেলেছি; উদয় ছোড়াটার বৃকে, একখানা আধযুগে পাথর বেঁধে, কূপের মধ্যে ফেলে দিয়েছি। এসব আমি একা করেছি,—এই বুড়ো হাড়ে !

সুরেখা । কেন পিতা আর গণকঠাকুর ত তোমার সঙ্গে ছিলেন ?

খুড়ো । আরে রেখে দিন তাদের কথা । তাদের কর্ম এই সকল বড় বড় মহৎ কার্য করা ? তাঁরা ত সেই লাস দেখে, আর রক্ত দেখে, ভয়ে আঁতকে উঠে, ঐ আম গাছের তলায় চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইলেন । আর আমি একা—অবধান করুনগে,—একা লাস বয়েছি, মাটি খুঁড়েছি, মাটির মধ্যে রেখেছি, মাটি চাপা দিয়েছি । আবার পাছে লোকে সন্দেহ করে ব'লে, রাতারাতি তার ওপর ভায়াগা গাছ বসিয়ে দিয়েছি । এই একা,—বুবলেন মা—একা । আমি না থাকলে, ও আপনার মেবার সিংহাসন সব উল্টে পাল্টে গোলমাল হয়ে যেত । বাক্, সেজন্তে আমি বাহাদুরী লইনে ; দেশের কাজ করেছি, একটা ধার্মিক রাজার ধর্ম-কার্যে সহায়তা করেছি ; সেজন্তে আমি বাহাদুরী করিনে । আমাদের রাণা বনবীর বেঁচে থাকুন, একশো বছর পরমায়ু হোক,—দুশো বছর পরমায়ু হোক ;—আমাদের রাণী মা—সাত রাজার মা হ'লে, সাত সাত্তে বিয়াল্লিশটা রাজার ঠাকুমা হয়ে, পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে মেবার দেশে রাজত্ব করতে থাকুন, ব্যস, তা হ'লেই আমাদের আনন্দ । আর কি ?

সুরেখা । তোমার কি বক্শিস চাই ?

খুড়ো । বেশী কিছু চাই না মা । আমি গরীব লোক, গরীবলোকের মতই আমার বখশিস । আমি শুধু ঐ যশলুমির পরগণাটা চাইচি । ঐ যশলুমির পরগণাটার, আমি যেন সামন্ত করদাতা নরপতি হই । দেখুন, বছর বছর কর দ্বিগুণ ক'রে দেব । আর সপ্তাহে একবার ক'রে এসে,

আপনার ঐ মহিমান্বিত চরণ যুগলের পাদকজল খেয়ে যাব । দেবুণ মা, উপকারীকে অসম্ভষ্ট করবেন না । অধম চাকরকে, সোজা রাস্তা দেখিয়ে দেবেন না । এ অধম বুদ্ধিব্যবসায়ী, রাণা বনবীরের জন্ত প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জন দিয়েছে ।

সুরেখা । আচ্ছা তাই হবে । তোমাকে অদেয় এখন আমার কিছুই নাই । কাল সকালে এস, একখানা পরওয়ানা লিখে দোব ; কিন্তু একটা মুন্সিল আছে যে জগৎসিংহ, যশল্মিরে যে সামন্ত নৃপতি আছে, তাকে যে পদচ্যুত করতে হবে ।

খুড়ো । সে ভার আমার ওপর রাখুন মা । যেমন ক'রে বিক্রমাজিৎ পদচ্যুত হল, তেমনি ক'রে তাকেও পদচ্যুত করা যাবে । পদচ্যুত করা, একটা অন্ধকার রাত্রি আর একখানা ধারাল ছুরির মামলা । জয় ভগবান্, রাজভক্ত প্রজা আমি !

সুরেখা । আচ্ছা সে বা হয় হবে, তুমি কাল এস । (প্রস্থান)

খুড়ো । তথাস্ত, তথাস্ত । যাই গিন্নিকে বলিগে যাই, দেখ্‌লি বুদ্ধির জোরে কি না হয় ? সোণার আংটি, হীরের আংটি, মুক্তার হার, মুক্তোর সাতনলি, লক্ষ টাকা, আবার শেষে যশল্মিরের একচ্ত্র সামন্ত নরপতি ! জয় রাজা খুড়োমশায়ের জয় ! বাবা ! বুদ্ধির জোরে হয় না কি ? আবার আর একটু যদি বুদ্ধিকে এগিয়ে দিতে পারি, তা হ'লে চাই কি, — যাক্, সে কথা এখন মুখে উচ্চারণ করা হবে না । জয় রাজা খুড়োমশায়ের জয় ! জয় যশল্মিরের স্বাধীন নরপতির জয় !

তৃতীয় দৃশ্য—রাত্রিকাল : মেবারের রাজপুরী । কক্ষ ।

বনবীরের প্রবেশ ।

বনবীর ! (স্বগতঃ) তাই,—সে কারণে বধিলাম গুপ্ত অস্ত্রে,
 শৃঙ্খলিত বিক্রমাজিতেরে ! সে কারণে
 ক্ষুদ্র এক বালকের প্রাণ, সুরঞ্জিত
 করে দিল, মসীময় নিশীথ-ছুরিকা
 মম ! পাপ ? কারে বলে পাপ ? পাপ নহে
 ক্ষত্রিয়ের, নিজ ক্ষেত্র সুরক্ষিত করা !
 পাপ নহে নৃপতির, রাজ্য সিংহাসন
 নিরাপদ করা ! আত্মরক্ষা পাপ যদি
 হয়, পৃথিবীর সমস্ত ক্ষত্রিয় পাপী ।
 তবে ! হুঁচারিণী পাপ চিন্তা ? যাও, মন
 হতে ! স্মৃতি ? ডুবে বাও অতল সাগরে !

(পরিক্রমণ)

কিন্তু,—একি ! একি ! করতলে রক্তরেখা
 কেন ? আজও যেন জবাপুষ্প প্রায়, জ্বলে
 সমুজ্জল, সূর্যের কিরণ মাধি' ? আরে,
 রক্তচিহ্ন ? কতবার ধোত করিয়াছি !
 কত বার মুছিয়াছি বস্ত্রভাগ দিয়া !
 তবু কি যাবি না ? অবাধ্য নয়ন হতে,
 তবু লুপ্ত হইবি না ? রবি চিরকাল

পাছু পাছু, দন্ধাইতে হৃদয় আমার ?
 নিশীথে নিদ্রার দ্বারে রহিবি অতিথি ?
 সুরেখা ! সুরেখা ! আন জল, ধোত করি
 পুনরায় করতল মম ! নহে আন
 তীক্ষ্ণ তরবারি, ছেদন করিয়া ফেলি
 অতীতের স্মৃতিশাখা ! সুরেখা ! সুরেখা !
 কে সুরেখা ? কোথায় সুরেখা ? আছে দেখি,
 শুধু রক্তরেখা কবুতলে ! জীবনের
 চিরসঙ্গী ! শ্মশানের অনল ভোজনে,
 তবে যদি ক্ষুধা তার মিটে !

(বিক্রমাজিতের প্রেতমূর্ত্তি সহসা আবিভূত হইল)

প্রেতমূর্ত্তি ।

বনবীর !

বনবীর ।

একি—একি ভীষণ মূরতি ! শীর্ণ, জীর্ণ,
 মাংস হীন, চর্মে হীন দেহ ! শুধু অস্থি
 ধরিয়াছে নরের আকার ! হাহাকার
 অঙ্গে অঙ্গে করিছে চিৎকার ! ধূমাকার
 রক্তধারা, বক্ষের পঞ্জর হতে, ছোটে
 অনিবার ! তার মাঝে ছুরিকা ভীষণ,—
 করিতেছে শোণিত বিভাগ ! কেরে তুই !
 কাহার মূরতি ? যক্ষ, রক্ষ, ভূত, প্রেত,
 দানব, পিশাচ—কোন জাতি ?

প্রেতমূর্ত্তি ।

নহি আর

জাতিগত আমি,—আমি বিক্রমাজিৎ ।

বনবীর । বিক্রমাজিৎ ! বিক্রমাজিৎ ! মৃত্যুর ওপার

হতে জীবলোকে কেমনে আসিলি ?

প্রেতমূর্ত্তি ।

হিংস্র

বনবীর ! তুই মোরে মৃত্যুর ওপারে

করিলি প্রেরণ । প্রতিশোধ তার আঁম

করিব প্রদান !—দিনে, দিনে, ক্ষণে, ক্ষণে,—

নিশীথের অন্ধকার মাঝে, নিদ্রাঘোরে

দুঃস্বপন হয়ে,—সুখের বিশ্রামে বন্ধে

মাঝে শূলব্যথা হয়ে,—প্রেমেতে বিরহ,

স্নেহে হিংসা, শৌর্ঘ্যে দুর্বলতা, শাস্তি মাঝে

রোগের দাহন হয়ে,—জ্বালাইব তোরে ।

শাস্তি কোথা জীবনেতে তোর ? প্রতিদিন,

প্রতি রাত্রি এইরূপে দেখা দিব তোরে !

এই মোর প্রতিশোধ !

(সহসা অন্তর্দান)

বনবীর ।

কই, কোথা গেল !

কোথায় মিশাল ! বিক্রমাজিৎ ! বিক্রমাজিৎ !

(সম্মুখে এক বালকের মূর্ত্তির আবির্ভাব)

বিক্রমের পরিবর্ত্তে বালক আসিল !

কাহার সন্তান তুই ছগ্নপোষ্য শিশু ?

উদয় ? না—না—এ কার শিশু ? কার ক্রোড়ে ?

(এক স্ত্রীলোকের ক্রোড়ে ঐ বালকের মূর্ত্তির আবির্ভাব)

পান্না ধাত্রী ! আরে, আরে নীচকুলোদ্ভবা

দাসী! নিশীথে রাণার গৃহে, নিজাকালে
 কেমনে পশিলি? একি, একি, দর দর ধারে
 রক্তধারা বালকের বক্ষ হ'তে বহে!
 ছুরিকা আমার, করে পান সেই রক্ত—
 ধারা! একি! একি! রক্তের সাগর! ভরে
 গেল গৃহ মোর রুধির তরঙ্গে! পান্না!
 পান্না! একি! পান্না নহে! করালী কালিকা
 (সহসা কালিকা মূর্তির আবির্ভাব)

চতুর্ভূজা—মুক্ত অসি লয়ে ছুটে আসে
 বধিতে আমারে! মেরো না, মেরো না, মাতঃ!

(জান্ন পাতিয়া করঘোড়ে স্তব)

‘কালী করাল বদনা বিনিক্তাস্তাসিপাশিনী
 বিচিত্রখট্টাকধরা, নরমালা বিভূষণা
 স্বীপিচক্ষুপরীধানা শুকমাংসাত্তৈরবা
 অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা!’
 মাতঃ! সম্বর, সম্বর রোষ! ক্ষমা করো
 অধম সন্তানে।

(কাঁপিতে কাঁপিতে প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য—কমলমীর দুর্গ ।

দুর্গাধিপ আশা সা উপবিষ্ট । সম্মুখে রাণাবনবীরপ্রেরিত দূত ।

দূতের এক হস্তে একখানি চন্দনকার্ঠনির্মিত পাছকা

ও অপর হস্তে একখানি উন্মুক্ত তরবারি ।

দূত !

শুন দুর্গাধিপ, আশাশা মহীপ ! কহে

মহারাণা বনবীর, “ভীকু কিঙ্কী বীর,

সামস্ত নৃপতিগণ ! যে যেখানে আছ,

চন্দনদারুনির্মিত পাছকা আমার,

করহ স্বীকার । নহে, সাহস যাহার,

বনবীর হতে শক্তিদর বলি’ মান

আপনায়, লহ তুলি’ মুক্ত তরবারি

অরি বলি’ জানিলাম তারে ।”

(পাছকা ও তরবারি, সম্মুখে রাখিলেন)

আশা সা ।

কহ দূত !

রাজপুতানায় আছে কি নিরোধ বীর

হেন, বেছে নিল পাছকার পরিবর্তে,

ধ্বংসের পতাকা এই অগ্নিময় অসি ?

দূত ।

দুর্গাধিপ ? সাধ্যকার, স্পর্শ করে কেহ,

অনল-দারুণ ওই তীক্ষ্ণ তরবারি ?

যেথায় গিয়াছি, সসন্ত্রমে নতশির

হইয়াছে, হীরক মুকুতাময় আছে

যত সমুচ্চ মুকুট ; দীর্ঘ কর-দণ্ড
নম্র হয়ে করিয়াছে ভূমিরে লেহন !

আশা সা ।

বীর পূজা করে বসুন্ধরা ! তুলিলাম

(পাত্ৰকা তুলিয়া লইলেন)

চন্দন-পাত্ৰকা ! কিন্তু—পাত্ৰকা প্রেরণ,
পাত্ৰকা-অর্চনা,—এর মধ্যে লুক্কায়িত
আছে ঘোর অপমান ! রাণা বনবীর
তুলিয়াছে, যথান্নোগ্য করিতে সম্মান
সামন্ত নৃপতিগণে ।

দূত ।

হুর্গাধিপ, হের,

সামন্ত নৃপতিগণে করিতে সম্মান,
সুচারু পাত্ৰকা,—স্নিগ্ধ চন্দনে নির্মিত ।

আশা সা ।

হান্ন ভাগ্য ! অধীনতা পায় নাই কছু
পাত্ৰকা হইতে উচ্চতর সূসম্মান !

দূত ।

মহাশয় বুদ্ধিমান্ । কিন্তু দীর্ঘশ্বাস
তব, পাত্ৰকা চন্দন-গন্ধে, হতে পারে
হ্রস্বতর !

আশা সা ।

দূতবর ! করিও না আর

ক্লতস্থানে লবণ প্রদান ।

দূত ।

(হাসিয়া) মহারাজ !

লইলু বিদায় ।

(তরবারি তুলিয়া লইয়া প্রস্থান)

(অপরদিক দিয়া পান্নাধাত্রী, গোবিন্দ ও উদয়সিংহের প্রবেশ)

পান্না ।

মহারাজ ! দ্বারে তব,
 মেবারের ভূতপূর্ব রাণা মহাবীর
 সংগ্রামসিংহের পুত্র, কুমার উদয়-
 সিংহ । করহ আদেশ, রেখে বাই তারে
 রাজধর্ম-সুকোমল তব করপুটে !
 যাব নিশ্চিত হইয়া, কুমারে ক'রে
 তব, করিয়া গচ্ছিত ! রাখে তীর্থ যাত্রী
 যথা,—জীবনের সমস্ত দিবস ধরি
 বিন্দু বিন্দু করি, সঞ্চিত সমগ্র অর্থ,—
 ধনবান আত্মীয়ের গৃহে ।

আশা সা ।

ভদ্রে ! আজি
 আমি অতীব দুর্বল,—দুর্ভাগ্য আমার,
 রাণা সংগ্রামসিংহের পুত্রে, অপারগ
 আশ্রয় দানিতে । এই মাত্র এসেছিল
 মেবার হইতে বনবীর-দূত, লয়ে
 গেল,—‘তরবারি অগ্রে করি’,—‘অপহরি’
 রাজপুত্র-শৌর্য্যবীর্য্য, রাজধর্ম, দয়া,
 কারুণ্য, কামনা,—যা কিছু আমার ছিল,—
 সব, সব ! কিছু আর নাহি বক্রি মম !
 দিয়ে গেল পরিবর্তে কঠিন শৃঙ্খল,
 বেঁধে গেল হস্ত পদ, কণ্ঠ, হৃদয়ের
 কোমল অঙ্গুলিগুলি । আত্মা লয়ে গেল,
 রেখে গেল শুদ্ধ জীবহীন বহিঃ অঙ্গ !

আর কিবা কব ? শেষে যাইবার কালে,
চন্দন পাত্ৰকা দিয়ে পৃষ্ঠ করি ক্ষত,
বলে গেল চন্দনের লইতে আভ্রাণ !

পান্না ।

এই আঞ্জা শুনাবার তরে, আশা দিয়ে
রেখেছিলে মোরে প্রভাত হইতে ? এই
বীর্য দেখাবার তরে, অতিথ্য-সংকারে
রেখেছিলে রাণার সন্তানে ! হায় ! ধিক্
ধিক্ মহারাজ ! এই শক্তি লয়ে তুমি
বীর-চূড়ামণি ? এই রাজপুত্র-ধর্ম ?
বনবীর-ভয়ে ভীত হয়ে, করিবে না
অতিথিরে ভিক্ষাদান ? এই বীর তুমি ?
ধিক্ ! ধিক্ ! মুকুট তোমার নদীগর্ভে
করহু নিক্ষেপ । কলুষিত রাজবেশ
ত্যাগ করি, দাস-বেশ করহ ধারণ ।
অসি তব চূর্ণ করো ;—সেই ধাতু লয়ে
করো হলের নির্মাণ । আর কিবা কব !
যত আশা লয়ে এসেছিলু তব দ্বারে,
তত নিরাশা কুড়ামে, তত ঘৃণাভরে
ধিক্কার করিয়া দান, তত শূন্য পথ
চলিলু বাহিতে । হায় ! আজি বীরশূন্য
রাজস্থান । ততোধিক হেরি ধর্মশূন্য
পৃথিতল । মহারাজ ! আর একবার
করিব জিজ্ঞাসা । চাহি ভিক্ষা কুমারের

প্রাণ । মিলিবে কি তব রাজ্যে কুমারের
আশ্রয়ের ভূমি ?

আশা সা ।

ক্ষমা করো মোরে ! কহ,
ধ্বংসিব কেমনে রাজ্য, কুমারের তরে ?
দাও মোরে অভিশাপ,—কিন্তু মৃত আমি ;
কর তিরস্কার,—দাস জনে তিরস্কার
নহেক নূতন । কিন্তু কহ, ভদ্রে, যেথা
সমস্ত রাজগণবর্গ ভয়ে ভীতু রহে,—
সেথা সামান্য আশা সা কি করিতে পারে ?
কুমারে আশ্রয় দিলে, কল্য প্রাতে শত
শত বনবীর-সৈনিক আসিয়া, ক্ষুদ্র
এ আমার ছুর্গ, ফুৎকারে উড়ায়ে দিবে,
মুহূর্ত্তের মাঝে ? নিরীহ প্রজার দল
বিনা দোষে হবে নিগৃহীত । ক্ষমা করো
ভদ্রে, করি বিবেচনা কহিলাম তোমা,
ছুর্গে মম কুমারের হবে না আশ্রয় !

(বেগে আশা সার মাতার প্রবেশ)

আশার মাতা । বজ্রাঘাত হোক ছুর্গে তব ! পুত্র ? ধর্ম
হতে রাজ্য বড় ? কর্তব্য পালন হ'তে
শ্রেষ্ঠ নিজ প্রাণ ? আশ্রিতে আশ্রয় দাও,—
তাহা হতে গুরুতর রাজ্যের বিলাস ?
কুমার উদয় হতে বড় বনবীর ?
হোক মহাবীর বনবীর ! হোক সাক্ষাৎ

মৃত্যু সম ! কিন্তু নহে সেত ধর্ম সম
 মৃত্যুঞ্জয় ? পুত্র ? কর ভ্রম দূর ! দাও
 কুমারে আশ্রয় ! এস ধাত্রি ! যদি পুত্র
 মম, না করে আশ্রয় দান, আমি দিব ।
 ছার বনবীর, আসে যদি কালান্তক
 যম, কুম্ভমেরু জুর্গ যদি ভয়ঙ্কর
 ভূমি-কম্পে পশে ক্ষিতি তলে, বজ্রাঘাত
 হয় যদি একমাত্র মুম পুত্র শিরে,
 তথাপিও—তথাপিও—আশ্রয়ার্থী জন
 বিফল-মানস হয়ে ফিরিবে না কভু !
 এক দিকে আশ্রয়ার্থী, অন্ন দিকে প্রাণ !
 এস ভদ্রে, মম সাথে ! কুমারের স্থান,
 অবশ্য মিলিবে হেথা !

আশা সা ।

তবে তাই হোক ।

জয় জননীর জয় ।

(মাতার পদে পড়িয়া)

মাতঃ ! মোহে অন্ধ

বুঝি নাই ধর্মের এ সূক্ষ্ম গতি ! তুমি
 মহা অন্ধকারে জ্বালি' জ্ঞানের প্রদীপ,
 দেখাইলে সত্যপথ সন্তানে তোমার !
 তাই হোক ! তাই হবে । কুমার উদয়ে
 দিব আশ্রয় আমার ! এর তরে যদি,
 ক্ষুদ্র এ বনজ গুল্মে হয় বজ্রাঘাত,

দুর্গ যায় রসাতলে রাণারোধানলে,
 তথাপি এ পক্ষপুট রাখিবে কুমারে ;
 আয় ভাই উদয়, আমার ক্রোড়ে আয় ;
 তুই মম কনিষ্ঠ সোদর ;—আমি জ্যেষ্ঠ !
 তুই হৃদয় আমার ; আমি যুধ্যমান্
 হস্ত পদ অঙ্গ চতুষ্টয় !

(পান্না ধাত্রীর প্রতি) মাতঃ ! মাতঃ !
 ক্রমা করো কাপুরুষ অধম সন্তানে ;
 আজি হতে তুমি মম দ্বিতায় জননী !

পঞ্চম দৃশ্য—রাজপথ ।

যশস্বীরের রাজার দেহ-রক্ষীগণের প্রবেশ ।
 রঘুদয়াল ও গোবর্দ্ধন এক পার্শ্বে ।

১নং দেহ-রক্ষী । তফাৎ যাও—তফাৎ যাও । আদমি লোক সব
 হঠাৎ । বড়িয়া মহারাজ জগৎ সিংহ এই পথ দিয়ে আসছেন ।

রঘুদয়াল । উলু দাও—উলু দাও—মহারাজ জগৎ সিংহ ওরফে
 “ধুড়োমশায়” এই পথ দিয়ে এসে পথ পবিত্র করছেন ।

২নং দেহ-রক্ষী । ছুখী, দরিদ্র, কাশা, খোঁড়া, কুঁজো যে যেখানে
 আছ! সব রাস্তা থেকে সরে যাও—রাস্তা থেকে সরে যাও । মহারাজ ও
 সকল অসভ্য দৃশ্য দেখতে পারেন না । যাঁরা পরিত্রস্ত ও উজ্জল

পোষাক পরে' থাকবেন, তাঁরাই কেবল রাস্তার মাঝখানে থাকবেন ।
আর সব তফাৎ যাও, তফাৎ যাও ।

১নং দেহ-রক্ষক'। যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা এরাই কেবল রাস্তায় থাকতে পাবেন ; বৃদ্ধ বৃদ্ধা কি অপোগণ্ড শিশু রাস্তা থেকে সরিয়ে নিয়ে যান, সরিয়ে নিয়ে যান ।

গোবর্দ্ধন । আরে ম'ল বুড়ো বাদর । বাদর ত বড় বাড়িয়েছে দেখতে পাই । উনি যখন রাস্তায় যাবেন, রাজ্যের ছুঃখী দরিদ্র, কাণা খোঁড়া কুঁজো এসব রাস্তায় থাকবার যো নেই, পাছে এ সকল করুণ দৃশ্য রাজার চোখে প'ড়ে রাজার মন খারাপ ক'রে দেয় । আবার বুড়ো বুড়ী কচি খোকা থাকবার যো নেই, কেবল যুবক যুবতী ! হতভাগা “খুড়ো”র বুড়ো বয়সে দেখচি যুবতীদের ওপর বড় নজর পড়েছে ।

রঘুদয়াল । কালে কালে এ হ'ল কি ! সেই ব্যাটা “খুড়ো”—সে হ'ল মেবার রাজ্যের মালেক । যশস্বীর পরগণাটার তিনি সামন্ত রাজা হয়ে গেলেন । রাজ-সংসারে ছুই ছুইটি খুন হয়ে গেল, তা কোন মেবার-বাসী জিগ্যেস পর্য্যন্ত কর্ত্তে সাহস কল্লে না, যে, কে এই খুন ছুটো কল্লে । দেশ অরাজক ছাড়া আর কি ?

গোবর্দ্ধন । কে খুন কল্লে তা কি আর বুঝতে বাকি থাকে ? এই শালা যশস্বীরের রাজা “খুড়োমশাই”, এই শালাই যত নষ্টের গোড়া !

রঘুদয়াল । চুপ, চুপ, রাস্তাঘাটে আর ওসব কথায় দরকার নেই । কে কোথায় স্তনতে পেয়ে খুড়ো শালার কাণে তুলে দেবে, আমাদের শাভের মধ্যে হবে এই, যে, পৈত্রিক গর্দানটা অন্ধকারে রাস্তাঘাটে রেখে যেতে হবে ।

২নং দেহ-রক্ষক । সরে যাও, সরে যাও,—রাস্তা দাও সব, রাস্তা

দাও । নাচওয়ালীরা আসছেন । যশদ্বীরের রাজার আগমনে মঙ্গল গীত গাইবেন ।

(নর্তকীগণের শোভাযাত্রা করিয়া প্রবেশ)

নর্তকীগণ । জয় যশদ্বীরাদিরাজ মহারাজ জগৎসিংহের জয় !

১নং নর্তকী । যে সেখানে আছ, সকলে মাথা নত ক'রে নমস্কার করো, মহারাজ জগৎসিংহ আসছেন ।

(অষ্টজন নর্তকীর স্কন্ধোপরি বাহিত চতুর্দোশার মধ্যে সুসজ্জিত সিংহাসনে উপবিষ্ট, মহারাজ জগৎসিংহ ওরফে খুড়োমহাশয়ের প্রবেশ)
দেহ-রক্ষকগণ । সকলে মাথা নত করো—মাথা নত করো ।

(রঘুদয়াল ও গোবর্দ্ধন ব্যতীত সকলে মাথা নত করিল)

গোবর্দ্ধন । চল চল হে, এখান থেকে যাওয়া যাক । শালা খুড়ো, রাজবাটীর অর্ধেক লোককে হত্যা করিয়ে, রাজ্যটাকে ছারখারে দিয়ে, এখন নিজে রাজা হয়ে এলেন । আর দেশের লোকগুলো ভেড়ার মত সেই সর্ব্বনেশে লোকটাকে রাজা ব'লে মেনে নিচ্ছে ; শুধু মেনে নিচ্ছে না, মাথা নত ক'রে নমস্কার করচে । যশদ্বীরের লোকগুলো কি ভানুমতীর খেয়ালে পড়েছে হে ?

১নং দেহ-রক্ষক । মাথা নত করো—মাথা নত করো, নইলে—
গোবর্দ্ধন । নইলে কি করবে আমাদের ?

১নং দেহ-রক্ষক । মাথা নত করবে না ? কতোয়াল ! কতোয়াল !
বন্দী করো এই ছোটো লোককে ।

গোবর্দ্ধন । তবে রে মাইনে-খেকো কুকুরের দল ! মাথা নত কর্তে হবে ? আয় দেখি (তরবারি বাহির করিয়া) কে কার মাথা নত করায় !

১নং দেহ-রক্ষক । বন্দী কনুব ।

গোবর্দ্ধন ও রঘুদয়াল । সাবধান কুকুরের দল ! আর এক পদ অগ্রসর হ'লে, এই তরবারির আঘাতে মাথা ঢুকাঁক ক'রে ছেড়ে দেব ।

খুড়ো । আহা হা—কিসের গোলমাল ? কিসের গোলমাল ? ঝগড়া করো না—ঝগড়া করো না । শান্তিভরে চল । আমি শান্তিপ্ৰিয় রাজা । যুদ্ধ টুকু ভালবাসিনে । চল, চল এখান থেকে যাওয়া যাক ।

রঘুদয়াল । খুড়ো ! এখানে বড় শক্ত ঘানি । আমাদের কাছে রাজা টাজা ফলিও না । তা হ'লে তোমার মাথার মুকুট কেড়ে নিয়ে হ্রদের জলে ভাসিয়ে দেব ।

খুড়ো । রঘুদয়াল ! মারফ কর বাবা, মারফ কর । এরা সব তোমাকে চিনতে পারেনি । চল, চল এগিয়ে চল ।

রঘুদয়াল । এস বাবা পথে এস । যা হ'ক খুড়ো, খুব রাজাগিরিটা ফলিয়ে নিলে । চল, চল, এ দেশ ছেড়ে যাওয়া যাক । এ দেশে আর ধর্ম ব'লে কিছু থাকবে না ।

গোবর্দ্ধন । আমাদের যেমন পোড়া কপাল পুড়েছে । তাই দেশের রাজা হ'ল খুড়োমশায় !
(প্রস্থান)

নর্তকীগণের গীত ।

ফুল ফুটেছে শুকনো গাছে,
দেখবি যদি আয় ।
পোড়ো ঘরে, সোহাগ ক'রে,
রং ফলিয়ে বাহার দেয় !
সাদা চুলে মদন হেঁসেছে !
পিঠের কুঁজে দখিণ হাওয়া এসে লেগেছে !

তুবড়ো গালে, হাঁটু জলে

প্রেমের হাসি খাবি খায় ! (আ মরে যাই !)

কামিনী সব ! উলুধ্বনি দাও ;

বর এসেছে, ঘোমটা টেনে প্রেমের গাওনা গাও ;

গুকনো খালে, শীতের কালে, ভরা জোয়ার ডেকে যায়!

(সিংহাসনোপরি খুড়োমশায়কে বহিয়া লইয়া সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য—মেবারের রাণার রাজসভা ।

সিংহাসন শূন্য । পার্শ্বে মন্ত্রীর আসনে চৈতরা উপবিষ্ট ; তাঁহার

দুই পার্শ্বে গণক ও খুড়োমশায় । সম্মুখে কাণোজী, দয়াল সা,

কর্ষিচাঁদ, নয়ান সা ইত্যাদি ওমরাহগণ ।

কাণোজী । কোথা রাণা ?

চৈতরা । রাণা অসুস্থ শরীর ।

কাণোজী । ছয়

মাস ধরি রাণা অসুস্থ শরীর ! মন

কিন্দা অবয়ব অসুস্থ তাঁহার,—সত্য

কিন্দা মিথ্যা আছে পশ্চাতে ইহার,—প্রজা

সবে পারে না বুঝিতে । কিন্তু হেথা রাজ্য

বিশৃঙ্খল,—সৈন্তগণ পায় নাই কেহ

মাসিক বেতন, অনশন অক্ষুণ্ণ

করিছে পীড়ন । কি উপায় তার ?

চৈতরা । শাস্ত

হও নাগরিক ! অনায়াসে নাশে হেন

সামান্য বিপদ, সর্বদর্শী রাজ-মন্ত্রী ।
 ধনাত্মক অচিরে তুষ্টিবে সৈন্তদলে,
 বেতন প্রদানে ।

কাণোজী ।

মন্ত্রিবর ! শুনি পুনঃ,
 মেবারের প্রজাগণ অতি উৎপীড়িত ।
 রাজকর অতীব বর্ধিত ! এ বৎসর
 বিধাতার অভিশাপে,—বৃষ্টির অভাবে
 শস্যসৃষ্টি হ'ল না মেবারে, পতিপ্রেম-
 বিচ্যুতা রমণী যথা সন্তানবিহীনা ।
 পারে নাক প্রজা, নিবাতে জঠর-জ্বালা,
 কহ রাজকর-জ্বালা কেমনে নিবায় ?
 অন্নহীন, পথে পথে ঘুরে, হাহাকারে
 মেদিনী কাটায় । “হা অন্ন, হা অন্ন” বলি'
 ওই শুন, দীর্ঘ করে মেবারের স্বর্ণ—
 মণিময় দরিদ্র-বারণ সিংহদ্বার ।
 খুল খুল দ্বার, দরিদ্রের ভার, লহ
 রাজা নিজ স্বন্ধে তুলি' । অভিমান ভুলি'
 পিতৃসম সন্তানেরে করহ পালন ।
 নাম রবে স্তমন্ত্রী বলিয়া, কুসুমের
 মত যশের সৌরভ, ছুটিবে দিগন্ত
 ব্যাপি' । মন্ত্রী, মন্ত্রী ! রাজার দক্ষিণ কর !
 দীনজনে হও হে দক্ষিণ ; প্রজাগণে
 করহ নিস্তার রাজকর করি' ক্ষমা !

চৈতন্য । রাজকর-ক্ষমা ! অসম্ভব ! না পাইলে
মুক্তিকা হইতে রস, মহা মহীরুহ
যথা শুষ্ক হয়ে যায়, সেই মত বিনা
রাজ-কর, শূন্য হবে রাজার ভাণ্ডার !

নয়ান সা । কিন্তু যবে মুক্তিকা নীরস, সন্নিকট
সরিৎ অথবা খাল বিল হ'তে পয়ো-
নালীযোগে না আনিলে নারিরশি, কহ
কোন্ মহীরুহ জীবন রাখিতে পারে ?
কহ, কোন্ তরু, মরুভূমি-মাঝে, রহে
বিদ্যমান ?

গণক । ঘোর ঘূর্ণীপাকে ভ্রাম্যমান
তৃণদল সম, বৃথা ঘোরে অন্ধ তর্ক-
রাশি ! অহর্নিশি ভ্রমি আমি মেবারের
দিকে দিকে,—করহ বিশ্বাস,—ছূর্তিক্ষের
হতাশন নহে তত প্রজ্বলিত, যেই
মত কহিলা কাণোজী ।

চৈতন্য । যেই প্রজাগণ
করিছে চীৎকার প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে, ছুষ্ঠ
তারা । ছূর্তিক্ষের বহি হ'তে, সমধিক
প্রবঞ্চনা-ধূম ধূমায়িত তাহাদের
মন্দজন-পরামর্শ-সিক্ত দারু-হৃদে ।

কাণোজী । একি অবিচার ! জীবন মৃত্যুর মাঝে
প্রজা যবে ফেলে নাভিস্বাস, রাজা তারে

করে উপহাস ! ভাবে তাহা প্রবঞ্চনা !
 হে নব সচিব ! কি কঠিন প্রাণ তব ?
 মনে রেখো, প্রজার উপরে অত্যাচার
 ডেকে আনে ভয়ঙ্কর পতিধ্বনি । হ'তে
 পারে মল্লিকায়, চূর্ণ হয়ে যেতে পারে,
 কাচ সম, নৃপতির সিংহাসন । হও
 সাবধান ।

কস্মিচাঁদ ।

দয়া করো বিপন্ন প্রজারে !
 মুমূর্ষুরে করো নাক মৃত্যুর আঘাত !
 দয়াগুণ, রাজার জীবনে, সুবিগ্নস্ত
 হীরক-মুকুট, অন্তহীন যশোরবি,
 মৃত্যুহীন প্রাণ ! দয়া আনে পাপ
 মর্ত্যধামে সৌরভ স্বর্গের ! হিংসা, ঘেঘ,
 নিষ্ঠুরতা জেলে দেয় যবে, অষ্টাদিকে
 ঘোর দাবানল, তারে নিভায় স্বরিতে
 মন্দাকিনী-পয়স্বিনী দয়ার সরিৎ ।

দয়াল সা ।

হায় মল্লিবর ! বিপন্নের কাতরোক্তি
 শুনি, যে রাজার প্রাণ-পয়োধরে, নাহি
 হয় দুগ্ধের সঞ্চারণ, ক্লীব সেই জন ।
 তার সিংহাসন, জাত-গৃহে নষ্ট হয়
 গর্ভস্রাব সহ । চক্রেয় কোমুদী সম,
 ফুল কুমুমের সুগন্ধি সৌরভ সম,
 সলিলের তৃষ্ণানাশী শক্তি সম, দয়া,—

মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, রাজার রাজত্ব ।
তাই কহি, কর দয়া বিপন্ন প্রজারে ।
নাম রবে, স্রবশ ছড়াবে, মুক্তকণ্ঠে
প্রজাদের আশীর্বাদ রচিবে স্বরগ ।

চৈতরা

হে ধর্ম-শিক্ষক ! শিক্ষালয়ে দিও শিক্ষা
ছাত্রগণে, এ সকল ধর্ম-উপদেশ !

নহে ইহা রাজসভায়োগ্য ভাষামালা !

কর্মিচাঁদ ।

বৃষ্টিধারা মরুভূমি করে না উর্ধ্বরা !

নয়ান সা ।

মুক্ততার নাহি অবসর ! যদি চাহ
মেবার দেশেরে রক্ষিতে বিপদ হ'তে,
লহ অস্ত্র, হে কার্ণোজী । বুঝাইয়া দেও
গর্কক্ষীত কর্তৃপক্ষে অসি-আফালনে,
মেবারবাসীর প্রাণ, ভীলের করুণা
'পরে নহেক নির্ভর ।

কার্ণোজী ।

মন্ত্রি ! ভীল তুমি !

তাই বুঝেও বুঝ না প্রজার বেদনা !

ক্ষত্রিয়ের রক্ত যদি বহিত শিরায়,

দয়া মায়্যা মহা ধর্ম, পারিতে বুঝিতে ।

চিরকাল করিয়াছ নরদেহবলি,

কুৎসিত মার্জারমাংসে গঠিত শরীর,

তুমি কি বুঝিবে, কত না মাধুর্য আছে

কারুণ্যের মাঝে ? বহুপশু কি বুঝিবে

স্বসভ্য মানব-ভাব !

চৈতরা ।

আরে ক্ষত্র-দর্শি !

সাবধানে কথা কও রাজসভাতলে !
মনে রেখো মন্ত্রী আমি এ রাজ্যের ! ক্ষুদ্র
এক ওমরাহ মুখ হ'তে স্তব বিনা
নিন্দাবাদ না শুনিব কভু ! ভূমিচর
ক্ষুদ্র পিপীলিকা আকাশে উঠিলে, আসে
মরণ নিশ্চিত তার !

নয়ান

সুন্ধ হ' রে ভীল !

দাসবংশে জন্ম যার,—তার রসনায়
উদ্ধত প্রলাপ না শোভে কখন ! তুই
পদসেবী আমাদের ! সৌভাগ্যের গুণে
করেছিলি বনবীরে কন্যাদান, তাই
উন্নতের পাছকার মত, উঠেছিস্
উন্নত পদবী 'পরে ! নহে কে চিনিত ?
কে সস্থ করিত, মেবারের সচিবের
পবিত্র আসনে, অপবিত্র কুকুরের
লাঙ্গুল-লেহন ?

চৈতরা ।-

(কোষ হইতে অসি খুলিয়া) সাবধান নয়ান সা !

ক্ষত্রিয়-অধম ! এই অসি বুঝাইয়া
দিবে কে কুকুর, কেবা তার প্রভু ! নীচ,
দস্তসার, পৃথিবীর ভার ! আজ তোরে—

কাণোজী

আরে আরে দস্যু-ব্যবসায়ী ভীল ? কোথা
ছিল অসি তোর, মেবারের সিংহাসনে

মহারাণা সংগ্রাম আসীন যবে ? মনে
 নাই, পর্বতগহ্বরে বাস ? মনে নাই,
 শৃগালের মত দিবাভাগে জঙ্গলের
 মাঝে অবস্থিতি ? মেবারের আসিয়াছে
 নিশা আজ, তাই যত উলুকের পাই
 পরিচয় ! দূর হ' রে পেচকের দল !
 মেবারের দিকে দিকে এখন (ও) আগ্রত
 নিশারক্ষী ওমরাহ-দল !

চৈতরা ।

রাজ-দ্রোহী !

কে কোথায় আছ সৈন্তগণ ! বাধ
 এই বিদ্রোহীর দলে !

(ছয়জন সৈনিকের প্রবেশ ও কাণোজী, নয়ান সা ও
 কশ্মিটাদকে বাধিতে অগ্রসর হইল)

কাণোজী । (অসি নিষ্কাশন করিয়া) সাবধান সৈন্তগণ !

লজ্জা নাই ? মেবারের অধিবাসী হয়ে,—
 ক্ষত্রিয়ের রক্ত দেহে বহে',—ক্ষত্রশত্রু
 ভীলের আদেশে, ক্ষত্রিয়ে বাধিতে চাসু ?

চৈতরা ।

যাও, সৈন্তগণ ! বাধ বিদ্রোহীর দলে !
 আরে বেতন-বিক্রীতকায় দাস দল !
 মৃত্তিকার স্তূপ সম কিহেতু নিশ্চল ?

১ম সৈনিক । মন্ত্রী মহাশয় ! আমাদের শরীর আপনার কাছে
 বিক্রীত । কিন্তু শরীরের মধ্যে যে আত্মা সাড়া দিচ্ছে, সে যে স্বাধীন
 ভাবেই তার শাসন প্রচার কচ্ছে । ক্ষমা করবেন মন্ত্রী মহাশয় ! আজ

আমরা আপনার আজ্ঞায়, আমাদের স্বদেশবাসীর গাত্র হাত তুলতে পারব না ।

চৈতর । আত্মার শাসন ! আরে বাতুল সৈনিক !

দাসজন করে যবে শরীর বিক্রীত,
আত্মাও তখনি হয় ক্রেতাকরগত !

১ম সৈনিক । য়ীর পাদমূলে বসি', শৈশব হইতে
করিয়াছি সমরকৌশল-শিক্ষালাভ,
যিনি পিতা দৈনিকজীবনে,—রক্তচক্ষে
তঁার ফিরিয়ে নয়ন, কোন্ ক্ষত্রবীর
রবে স্থির, না বলসি' সে অনলতাপে ?
মন্ত্রিবর ! যদি অন্নাভাবে যায় প্রাণ,
মরে পুত্রকন্যা পরিবার, তবু জেনো
পারিব না কৃতঘ্নতা-দস্যুতায় কভু
গুরুকণ্ঠ করিতে লুণ্ঠন ! ক্ষমা করো !

কাণোজী । সাধু, সাধু মেবারের সেনাদল ! বৃথা
রণশিক্ষা করি নাই দান ! গুরু-ঋণ
আজি পরিশোধ । আরে ভীল ! অতিবুদ্ধি
পতনের মূল ! ভূমিচর লতা যদি
মহীরুহ হ'তে উচ্চ হয়, প্রভঞ্জন
করে তারে পুনরায় ভূতলশায়িত !
চলিলাম আজি ! কিন্তু জেনো স্থির, তব
ভাগ্যাকাশে উঠিয়াছে ধ্বংসের পবন ।

(কাণোজী ও ওমরাহগণের প্রস্থান)

চৈতরা ।

আরে আরে প্রভুদ্রোহী সৈন্যগণ ! দেখি,
কোন গুরু রাখে, জল্লাদের হস্ত হ'তে
তোদের জীবন ! রাজরোষ-উন্মুক্ত
প্রলয়দাহন হ'তে, রক্ষা নাই কারো
আজি !

সৈনিক ।

চাহি না রাখিতে যুগিত জীবন !
মস্ত্রি ! ভীলরাজ ? তাই করো, ধ্বংস করো
আমাদের ; জল্লাদের হস্তে সঁপে দাও !
কুকুরের ক্ষুধিত ব্যাদানে দাও সঁপে
কুকুর-চরিত্র এই জন্মভূমি-বৈরী
দাসগণে । ভীলরাজ ! আর চাহি না'ক
দাসত্ব তোমার ! এই লও দাসত্বের
তরবারি, এই লও ভিক্ষালক্ষ ধনুঃ,
এই লও পদাঘাতবিনিময়ে ক্রীত
হলাহললিপ্ত এই রাজদত্ত বেশ !
যাই সবে বিধাতার মুক্ত শ্যাম-রাজ্যে
স্বাধীন সংগ্রাম করি উদর পূরাতে !
ভাই সব ! বাধ বুক ! চল যাই, রাখি
ভীলের লুণ্ঠন হতে নিজ জন্মভূমি ।

(সৈন্যগণ সদর্পে গ্রস্থান করিল ও চৈতরা বিশ্বম-
স্তিমিত নেত্রে চাহিয়া রহিল)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—মন্ত্রণা-কক্ষ ।

কর্শিচাঁদ, কাণোজী, নয়ান সা, লোহবন্দী ইত্যাদি ওমরাহগণ আসীন ।

কাণোজী । কহ বীর ওমরাহগণ, কতকাল
 আর, এইভাবে চলিবে মেবার-রাজ্য ?
 কতকাল আর, ভীলের রক্তিম আঁখি
 রাজপুত্র-তরবারি করিবে মলিন ?
 কহ কতকাল, এ জঞ্জাল গৃহ-দ্বারে
 অবহেলাভরে, রেখে দেবে স্তূপ ক'রে !
 ওই সুন, বিপন্ন প্রজার মর্শ্বভেদী
 আর্তনাদ,—ওই সুন হুর্ভিক্ষ-পীড়িত
 মেবারবাসিনীর 'হা অন্ন হা অন্ন বলি'
 মৃত্যুদ্বারে করুণ চাঁৎকার,—ওই সুন
 রাজকরপ্রপীড়িত লক্ষ মানবের
 ভারস্বরে করুণ ক্রন্দন ! কহ, স্তব্ব
 কি কারণ ? কহ, নিশ্চল কেন বা হেরি
 মেবারের হৃদয়ঙ্গম বীরদলে ? জরা-
 গ্রস্ত হয়েছ কি সব ? অথবা ভৈরব

ভীলের ভল্লের শক্তি করেছে নীরব ?
 বাহুমন্ত্র জানে কি চৈতরা ? শক্তিহারা
 তাই হেরি শক্তির কেতনে ! গেছে রাণা
 সঙ্গসিংহ, কিন্তু মরেছে কি তাঁর সনে
 মেবারের ওমরাহগণ, যাহাদের
 শরাসন মেদিনীরে আনিত মুষ্টির
 মাঝে ! কোথা গেল সে বীরত্ব মেবারের ?
 (যদি) বীর্য্য গেল, দেশ গেল, গেল সে সন্ত্রম,
 রাজপুত্র নাম নিভে গেল, তবে আর
 কেন ? করো চিত্তাসজ্জা, রাখ লজ্জা, নারী
 সম, অগ্নি-আবরণে ।

কশ্মির্চাঁদ ।

কে জানিত, সেই
 বনবীর হবে হেম প্রজার পীড়ক !
 রাজসভামাঝে আর দেয় না'ক দেখা,
 শুনে না'ক প্রজার ক্রন্দন ! আবেদন
 নিবেদন ফিরে আসে শূন্যসিংহাসন-
 পদে বৃথা আছাড়িয়া ! মেবারবাসীর
 চিরশত্রু এক ভীল, আছে দাঁড়াইয়া
 রোধিয়া রাণার কর্ণ !

নয়ান সা ।

ধিক ! অতি ধিক !
 মেবারের রাণা, ত্যজি' রাজসিংহাসন,
 করেছে আশ্রয় অন্তঃপুরে বনিতার
 বজ্রাঞ্চল-সিংহাসন !

দৌহবন্দ্য ।

বনবীর-বীর্ষ্যে

ভুলি 'হয়েছিলে মোহাচ্ছন্ন, তাই সবে
বসাইলে পৃথ্বীরাজ-গণিকাতনয়ে
মেবারের সিংহাসন 'পরে ! ভুলে গেলে
এরওপাদপে কভু ফুটে না সুরাভ
মালতীকুসুম ! শৃগালী-উদর হ'তে
সিংহশিশু কভু না সম্ভবে !

কর্ষ্মিচাঁদ ।

বনবীর

যুঝেছিল বহু যুদ্ধে গুজরাট সনে,
দেখাইল অত্যদ্ভুত সমরকৌশল !
এই মেবার রাজ্যেতে, বনবীর সম
কান্মুককুশল, রণবিদ্যা-বিশারদ,
ছিল না দ্বিতীয় । তাই তারে, বীর বলি'
সর্বওমরাহগণ পরামর্শ করি',
বসাইল মেবারের সিংহাসনে ! কেবা
জানিত, ঐ বীরত্ব-বসনে ছিল চাপা
পাপ কীটরাশি ! ওই সুর্যমন্দিরে
ছিল লুক্কায়িত এক কলুষপ্রতিমা !
তা জানিলে, খাল কাটি' বিষের সরিৎ,
কে আনিত মেবারের স্বর্ণভূমি-মাঝে !
হায় সাধের মেবার ! হায় বীরত্বের
নীলাভূমি ! তোমার স্মৃতিকা-গৃহে করি
পুষ্টিলাভ, করি ভালমতে তব ঋণ

কাণোজী ।

পরিশোধ ! মেবার ! মেবার ! বাপ্পারাও
 প্রথম নৃপতি যার !—রাজবংশজাত
 দ্বাদশ কুমার বলি দিয়া নিজ প্রাণ
 বাহার প্রতিমা পূজিল হৃদয়-রক্তে !
 বাহার প্রমোদবন, বীরেন্দ্র হামীর
 দূর কুমারিকা হ'তে যথা হিমাচল
 করিল গঠন !—আজি অদৃষ্টের দোষে
 অত্যাচারী দুরাচার ভীল-পদাঘাতে
 হইতেছ নিষ্পেষিত, নিঃস্বয় মথিত !
 মাগো ! বুঝা মোরে করেছিলে স্তম্ভদান !
 অকৃতী সন্তান, তাই মাগো পারি না'ক
 উদ্ধারিতে তোমা ! এর চেয়ে মৃত্যু ছিল
 শত গুণে শ্রেয়ঃ !

কস্মিচাঁদ ।

ধাকিত জীবিত যদি
 কুমার উদয়, সবে মিলি বসাতাম
 সিংহাসনে তারে !

নয়ান সা ।

হায় ভাগ্য ! নরাধম
 হিংস্র বনবীর বহুদিন করিয়াছে
 সে আশাপাদপে সমূলে ছেদন ! ছিঃ ! ছিঃ !
 জুধপোষ্য বালকেরে কেমনে বধিল
 অতি নীচ ঘাতকের মত !—কাঠুরিয়া
 কুঠার আঘাতে যথা ছিন্ন করে ক্ষুদ্র
 এক কোমল লতিকা !

প্রথম দৃশ্য]

সিংহাসন ।

১০৭

কাণোজী ।

বিশ্বাস আমার,
উদয়ের হত্যা-পরামর্শ, উপজিল
ভীলের মস্তিষ্ক হতে ।

নয়ান সা ।

নিঃসন্দেহ । তার
সনে মিলিয়াছে তনয়া তাহার, মিশে
যথা জলদের সনে জলদ-উদ্ভবা
চপলা চিকুর ।

কর্শ্চাঁদ ।

আরো আছে । পাপ বুদ্ধি
করে সদা বহু অভিসার । বহু পিতা
জন্ম দেয় বিষ-কণ্ঠা কুযুক্তিরে ।
শুনিলাম বিশ্বস্ত রসনা হতে, বুদ্ধ
জগৎসিংহ মিলিয়া ঠেতরা সনে, এই
পাপবুদ্ধি করেছে স্বজন ।

কাণোজী ।

অতি সত্য
কথা । সন্দেহ নাহিক তায় ।

কর্শ্চাঁদ ।

চতুরের
চূড়ামণি, অতি স্বার্থপর, অতি ক্রুর,—
এই জগৎসিংহ ।

নয়ান সা ।

সাবধান হতে হবে
আমাদের, এই মুক্তাস্বত্ররূপী ক্রুর
ভূজঙ্গ হইতে । (আশা সার প্রবেশ)
স্বাগত হে বজ্রবর
কুম্ভমেরু-ভূর্গাধিপ ! কহ কি সন্বাদ !

(পাম্নাধাত্রীর প্রবেশ)

পাম্না ।

প্রবঞ্চনা ? নহে প্রবঞ্চনা ।

উদয়ের ধাত্রী আমি, আছি সাক্ষী তার !
 শুন, শুন ক্ষত্রগণ ! যেই নিশামাবে
 উন্মুক্ত রূপাণ করে আসিল নিভূতে,
 নরাদম বনবীর বধিতে কুমারে,—
 ওহো ! বুক ফাটে বলিতে সে কথা,—দিহু
 আশুবাড়ি' নিদ্রিত সন্তানে মোর,—হিংসা-
 ক্রুর অসি তলে তার ! বাঁচিল কুমার,—
 কিন্তু গর্তুজাত পুত্র মোর, দধীচির
 মত, দিল অস্থি অতিথিরে ! মাতা আমি,—
 স্নেহ ভুলি', প্রভুর কল্যাণে, এক হস্তে
 অশ্রু মুছি, অস্ত্র হস্তে দেখায়ে দিয়েছি
 মর্শহীন ঘাতকেরে, আপন সন্তান !
 মাতা সত্য আমি,—কিন্তু শাব-খাদী মাতা !
 পশু হ'তে হয়ে ভয়ঙ্করী, রাক্ষসীর
 মত করেছি তক্ষণ, সন্তানের মাতৃ-
 ময় শরীরের মাংসরাশি ! কার তরে ?
 উদয়ের তরে । শুধু বাপ্পাবংশ-জাত
 নির্বাপ-উন্মুখ প্রদীপের তরে । শুধু
 গচ্ছিত রত্নেরে, দস্যুর কবল হতে
 রক্ষিবার তরে ! গেছে পুত্র, নাহি দুঃখ !
 বাপ্পার বংশের ধন বেঁচে আছে ;—পুত্র-

শোকে, এই যথেষ্ট সাস্তনা মোর !

কাণোজি ।

ধন্ত,

ধন্ত, ধাত্রি ! মাতঃ ! ধর্ম্মের অদ্বুত ধ্বজা

করিলে উড্ডীন । বাপ্পারাও-বংশজাত

যদি কোন' রাণা পুনঃ বসে সিংহাসনে,

তব চরণের পূজা করিবে অগ্রিম ।

মেবারের ভবিষ্যৎ-ইতিহাস অলঙ্ক—

অক্ষরে রেখে দিবে স্মৃতি তব ! মাতঃ !

বাক্যে তব দূর হ'ল উদয়-সংশয় !

তবে আর বিলম্ব কিসের ? চল যাই ;—

আনি তারে, বসাইয়া দেই, মেবারের

সিংহাসনে !

কাম্বিটাদ !

বজ্জগণ ! ওমরাহগণ ! ৫

সংগ্রাম সিংহের নামে করহ শপথ,

জন্মভূমি নাম লয়ে করো অঙ্গীকার,—

মেবারের সিংহাসনে উদয় সিংহেরে

স্থাপিত করিতে, যদি চূর্ণ হয়ে যায়

জীবনের চক্রনেমি, তথাপি—কখনো

হবনা পশ্চাৎ-পদ ।

কাণোজি ।

উঠ, জাগো, হও

সম্মিলিত ! চল সবে যাই, উপাড়িয়া

সিংহাসন হ'তে, বহুবৃক্ষ বনবীরে,—

বসাই তথায়, রাণা সংগ্রামসিংহের

জীবলোকে রক্ষিত আত্মায় । অত্যাচার,
ব্যভিচার,—একদিনে কর্ত্তরোধ করি,—
করি দূর, মেবারের পুণ্যভূমি হ'তে ।

সকলে । জয় রাণা উদয়সিংহের জয় । আমরা সকলেই প্রস্তুত ।

দয়াল সা । দাবানল জ্বলিছে মেবারে ! বিলম্বে কি
ফল ! চল যাই অসি মুক্ত করি' ।

সকলে । জয় মেবারের জয় ! জয় রাণা উদয়সিংহের জয় ।

(কোষ হইতে তরবারি উন্মুক্ত করিয়া, সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য—রাজবাটা সংলগ্ন উদ্যান ।

জগৎসিংহের প্রবেশ ।

জগৎ । হুঁ-হুঁ ! এবার যে মতলব দিয়েছি বাবা, এতে এক চিলে
ছুই পাখী সাবাড় । হুঁ-হুঁ ; যশস্বিরের তক্তার ওপর যখন ঠ্যাং
বাড়িয়েছি, তখন এ ঠ্যাং মেবারের সিংহাসনের ওপর না তুলে, আসন-
পিঁড়ি হলে বস্চি না বাবা ; তাতে যদি এ খুড়োমশায়ের শরীর থেকে
“খুড়োমশাই” টা অবধি বেরিয়ে যায়, তাতেও পেছপা হচ্চিনে বাবা !
দেখা যাক ! কত ধানে কত চাল !

(সম্মুখে দেখিয়া) এই যে, আমাদের বড় শ্বশুরের ভাড়া করা পরিবারটি
“ঠমকি ঠমকি, চমকি চমকি” এই দিকেই আসছেন । আহা ! রূপ ত নয়
যেন রতি ঠাকরণের লোহার সিন্দুক । যেমনি লৌহের মত কৃষ্ণবর্ণা,

ভেমনি লৌহের মত গুরুভারাক্রান্ত। আর কিবে সিন্দুক ! কারুর গাচ্ছিত প্রেম চুরি যাবার ভয়টি নেই বাবা ! আহা হা ! যেন মা গোবরেরধরী ধেনুমাতার জঠর হতে সবে বহির্গত হয়েছেন !

বড় শ্বশুরকে, মতলব ক'রে, খুব জুটিয়ে দেওয়া গেছে ! দেখা যাক, এখন বড় শ্বশুর আবার কাজটা হাসিল কর্তে পারে কি না ! যাই, আমি একটু আড়ালে যাই। ঐ তেতুল গাছটার পাশে একটু লুকাই। রাজ-সিংহাসনেও বসতে হয়, আবার মাঝে মাঝে বেকদতি সেজে বেল গাছেও উঠতে হয়। (প্রস্থান)

(টগর ও গোলাপের প্রবেশ)

গোলাপ । আহা হা টগর দিদি ! তোমার বাড়ী ভাতে ছাই পড়ল গা ! অমন মন্ত্রীটা হাতছাড়া হয়ে গেল !

টগর । ইল্লি ! আর অত টসে কাজ কি ! সে আমার ধন, আমার আঁচলেই বাঁধা আছে ।

গোলাপ । সত্যি বলছি দিদি ! আমি বুড়োকে আজকাল রোজ চাঁপার পেছনে ঘুরতে দেখি। পুরুষ মানুষকে ত চেননি দিদি ! ও যেন কুকুরের বিষ্ঠার মত, যেখানে গরম ছাই গাদা, সেখানেই তিনি হয়ে আছেন। বিশ্বাস না করো, এইখানেই একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাক, দেখতে পাবে এখনই তোমার রসের সাগর, রসিক নাগর চাঁপাকে নৌকার মত বুকে ভাসিয়ে হাসতে হাসতে, চলতে চলতে এইখানেই বেড়াতে আসবেন ।

টগর । তা হলে দাঁড়া। একগাছা ঝাঁটা আনি। আচ্ছা ক'রে ছুজনের রক্তের সম্বন্ধ ক'রে দেব ।

গোলাপ । এইখানটায় বেশ ঝোপ আছে। এস, ছুজনে এইখানটায়

লুকিয়ে থাকি । ঐষে আসচেন ছজনে, দেখতে পাচ্ছ ? পালিয়ে এস, পালিয়ে এস !

(উভয়ে একটি লতাকুঞ্জের পশ্চাতে লুকায়িত হইল,
পরে চৈতরা ও চাঁপার প্রবেশ)

চৈতরা । চাঁপা, প্রেয়সি ! যেদিন থেকে তুমি আমার চক্ষের পথিক হয়েছ, সেই দিন থেকে আমি তোমার প্রাণের দুয়ারে কাতর অতিথির মত দাঁড়িয়ে আছি ।

গোলাপ । (জনাস্তিকে) সব কথা শুনতে পেয়েছ টগর দিদি ?

টগর । (জনাস্তিকে) চুপ্ !

গোলাপ । (জনাস্তিকে) ঝড় উঠছে বলে, মনের সব দরজা-জানালা বন্ধ করে দিচ্ছ ?

চাঁপা । মন্ত্রী মহাশয় ! আপনার মুখ ত খুব মিষ্ট দেখতে পাই, কিন্তু কাজ ত মুখের মত মিষ্ট হয় না !

চৈতরা । ছি ! ছি ! প্রেয়সি ! তুমি পাষণ হতেও কঠিনহৃদয় । মেবার দেশের মন্ত্রী আজ তোমার কাছে নতজানু হয়ে প্রেম ভিক্ষা কচ্ছে, আর তুমি পাবাণী হয়ে, সেই কাতর প্রার্থনাকে উপেক্ষা করছ ?

চাঁপা । যান্ ! আমি ওসব ভুলানো কথায় ভুলি না । আমি এত ক'রে বলুম, আমার ভাইকে কুস্তমের দুর্গের সর্দার ক'রে দাও ! কই, তাকি তুমি কর্লে ?

চৈতরা । এই কথা ? আমি আজই দরবারে গিয়ে এর একটা পাকা লেখাপড়া করে দিচ্ছি । তোমার গা ছুঁয়ে বলচি—আজ আর কোনও রকমে অন্তথা হবে না ।

গোলাপ । (জনাস্তিকে) বুড়োর সঙ্গে ছুঁড়ির পিরিত—খণী পাওনা-

দারের সম্পর্ক! এ পিরিত মহাজনী কারবার। মদনদেব এখানে
পাওনাদারের গোমস্তা। বুঝলে টগর দিদি!

টগর। চুপ্।

গোলাপ। ওমা! কেঁদে ফেল্লে নাকি?

টগর। পোড়ার মুখ তোমার! চুপ্ ক'রে শোন্ না।

গোলাপ। পেছন দিক দিয়ে গিয়ে, গাঁটছড়াটা বেঁধে দেব দিদি?

চৈতরা। কিন্তু প্রেয়সি! রাণা ভাল ক'রে না সেরে উঠলে, তোমার
ভাই, কুম্ভমেরু ছুর্গ কখনই অধিকারে রাখতে পারবে না।

চাঁপা। তাই যদি হয়, একজন ভাল কবিরাজ ডেকে রাণাকে সারিয়ে
তোল না। আর ত প্রায় সেরে উঠেছেন, এখন ত আর আবোল তাবোল
বকেন না।

চৈতরা। তারও ব্যবস্থা করেছি স্তম্ভরি! তোমার ভাইকে কুম্ভ-
মেরু ছুর্গে নিরাপদ করে বসাবার জন্তে, তাও করেছি—অনেক চেষ্টা ক'রে
একটা দৈব ঔষধ বনবীরের জন্তে এনেছি। এ যে সে ঔষধ নয়, একেবারে
সাক্ষাৎ ভবানীপতির স্বপ্নলব্ধ মহৌষধ। পুরোহিত নিজে অন্নজল পরিত্যাগ
ক'রে, সাতদিন একাসনে বসে ধ্যান ক'রে, তবে এই ঔষধ প্রাপ্ত হয়েছেন।
কিন্তু এই ঔষধ প্রয়োগ করবার একটা কঠিন নিয়ম আছে। কোনও
আত্মীয় স্বজন রোগীকে এ ঔষধ খাইয়ে দিলে, ঔষধের কোনও উপকার
দর্শাবে না। তুমি যদি এই ঔষধটি রাণাকে খাইয়ে দিতে পার, তাহলে
রাণা নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করেন।

চাঁপা। আমি কি ক'রে খাইয়ে দেব?

চৈতরা। তুমি রাণার পানীয় ছুপ্পের সঙ্গে এই ঔষধটি মিশিয়ে দেবে,
তাহলেই হবে।

চাঁপা । বেশত, তা আর কঠিন কি ? কই ঔষধ দেন । আমি তাঁর ছুধের সঙ্গে মিশিয়ে দেব ।

চৈতরা । (উত্তরীয় হইতে খুলিয়া) এই লও সেই ঔষধ । তা'হলে আমি নিশ্চিন্ত হলাম ।

চাঁপা ! নিশ্চয় । কিন্তু আমার ভাইকে কুম্ভমেরুর্গের সর্দার করে দেওয়া চাই ।

চৈতরা । আমি তোমার গা ছুঁয়ে দিব্য কচ্ছি ।

চাঁপা । এখানে বেশীক্ষণ ছুঁলে এক সঙ্গে থেকে কাজ নেই । কে কোথায় দেখতে পাবে, আর আমার মাথা খাবে ! বিশেষ, গোলাপের যে আড়িপাতা স্বভাব !

চৈতরা । ঠিক বলেছ ! এ স্থান মোটেই নিরাপদ নয় ! তা হলে আসি প্রেয়সি ! হাসি মুখে বিদায় দাও ।

চাঁপা । মনে থাকে যেন আমার ভাইকে,—

চৈতরা । সে কথা ব'লে আর লজ্জা দিচ্ছ কেন ? নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয় ।

(উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান)

(গোলাপ ও টগর লুকাইবার স্থান হইতে বাহিরে আসিল)

গোলাপ । এর ভেতর একটা ভারি বড়যন্ত্র আছে টগর ! এ বুড়োকে তুমি সামান্য ভেব না ।

টগর । আ মবু পোড়ারমুখে বুড়ো ! তোমার পেটেপেটে এত ! একটা মেয়েমানুষে পেট ভরে না, আবার দশটাকে পাতে ক'রে নিয়ে বসেছ ! দাঁড়াও বুড়ো ইয়ার ! তোমার পিরিত করা বার ক'রে দিচ্ছি !

গোলাপ । সে তোমার ছুধের বাটীতে যখন চুমুক দিতে যাবে, তখন তুমি বেড়াল তাড়াতে বেও । এখন কি বুঝলে বল দেখি ! আমার সন্দেহ হচ্ছে, এর ভেতর একটা ঘোর ষড়যন্ত্র আছে । আমি এই বুড়োটাকে মোটেই বিশ্বাস কর্তে পারি না । রোজ রাত্রে ঐ বুড়ো,—আর খুড়ো-মশায়, এই বাগানে এসে কি ফিসির ফিসির করে' মতলব করে ! আমার ত জান ভাই, চিরকাল লোকের আড়িপাতা অভ্যেস ! আমি একদিন রাত্রে আড়িপেতে ছুজনের কথা শুনেছিলেম । ও ভাই ! সে কি ভয়ানক পরামর্শ ! সে মনে হলেও গায়ে কাঁটা দেয় ! ঐ খুড়োমশাই মতলব দিচ্ছে, কাকে বিষ খাইয়ে মারবার জন্তে ।

টগর । তা হ'লে ত বড় ভয়ানক কথা ! তা হ'লে নিশ্চয় এই বুড়ো মন্ত্রী আমাদের রাণাকে ঔষধ ব'লে বিষ খাওয়াবার চেষ্টায় আছে । গোলাপ, তুই রাণীমাকে বলে দে, এরা কয়জনে মিলে রাণাকে বিষ খাওয়াতে যাচ্ছে । সব বেটা বেটীর এক সঙ্গে শূল হয়ে যাক ।

গোলাপ । তুমি যা বলছ, তা না করলে দেখছি একটা সর্কনাশ হয়ে যাবে । আমরা চিরকাল রাণার জ্বন খেয়ে আসছি,—আজ চোখের সম্মুখে রাণাকে বিষ খাওয়াবে, এ কখনও ঘটতে দেবনা ।

টগর । কখনই না । চল ! এখনই আমরা রাণীমাকে সব কথা বলে দেইগে ।

গোলাপ । রাণীমাকেই বা কেন ? চল একেবারে খোদ রাণাকে গিয়ে বলিগে । সময় থাকতে, তিনি সাবধান হতে পার্কেন ।

টগর । তাই চল । (উভয়ের প্রস্থান)

(খুড়োমহাশয়ের পুনঃ প্রবেশ)

খুড়ো । ব্যস ! কেলা ফতে । এই টিলটিতে বুড়ো ঋগুরের গন্ডায়

পিণ্ডান। রাণাতে আর রাণার স্বপ্নের বগড়া লেগে যাবে। তা হলে রানীমাও চোখের বালি হয়ে দাঁড়াবেন। ব্যস্, তা হ'লেই পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে খুড়োমশাই মেবারের সিংহাসনে,—খুড়ি, খুড়ি, মুখে আনব না,— মুখে আনব না ; কে কোথায় গুনে ফেলবে, আর সব ঘুলিয়ে দেবে !

আহা হা ! বুড়ো স্বপ্নের বড় ইচ্ছে, একবার মরি বাঁচি ক'রে মেবারের সিংহাসনে উঠে। এদিকে গায়ের জোরে ত কুলোয় না, কাজেই এই বুদ্ধির মহাজনের কাছে বুদ্ধি ধার কর্ত্তে এসে ছিল। কেমন বুদ্ধি দিইচি!—হাঁ-হাঁ—ঠিক বুড়োর পছন্দ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বেটা বুড়ো কি নরোধম ! বেটা সিংহাসনের লোভে আপনার জামাইকে বিষ খাওয়াতে যাচ্ছে ! উঃ ! বেটা আমার চেয়ে নরোধম ! আমার চেয়ে ? কেন, আমি কি নরোধম নাকি ! কে বলে ! কিছু নয়, বাবা, ওসব পাপ টাপ কিছু নয় বাবা ! পেটে খেলেই পিটে সয় ! একবার যদি মেবারের সিংহাসনে উঠতে পারি, তা হলে স্বর্গ টর্গ আমার এই ট্যাকের ভেতর গজ্ গজ্ করতে থাকবে। বাবা মন ! এ সময় আর দ্বিধা করো না ! ঝপাং করে,—স্বয়ম্বরী মাগীদের মত,—সুযোগের সঙ্গে পিরিত করে বস। তা হলেই, ব্যস্,—

(বগল বাজাইতে ২ প্রস্থান)

ছাড় নাই মিথ্যার কৈতব ? এখনও
 কৃতব্রতা জ্বালে তব কঙ্কাল-মন্দিরে,
 বিষয়-বাসনা তৈলে নিষিক্ত প্রদীপ ?
 চৈতরা । মিথ্যা কথা ! নহি আমি বিশ্বাসঘাতক ।
 বনবীর । পাইয়াছি বহুল প্রমাণ, মেবারের
 সিংহাসন তরে,—জামাতার তপ্ত রক্তে
 ভাসাইতে চাও, বিষয়-বাসনা তরি
 তব !

চৈতরা । অসম্ভব কথা ! কে ঢেলেছে হেন
 বিষ, আবরণ-হীন শ্রবণে তোমার ?
 নহে বন্ধু সেইজন, ঘোর শত্রু তব !
 বনবীর । হোক শত্রু,—হোক বন্ধু,—জানিতে চাহি না ।
 বিশ্বাস আমার, জামাতার রক্ততরে
 জাগিয়া উঠেছে, মনোমাবে লুকায়িত
 রাক্ষস তোমার ! এস, এস হে স্বপ্তর !
 বনিতার স্নেহময় পিতা ! রেখো না'ক
 বিন্দুমাত্র আক্ষেপ তোমার,—কর পান
 শোণিত-সরিৎ এই জামাতৃ-হৃদয়,—
 উন্মুক্ত করিছু বাহা তোমার সম্মুখে !
 রে রাক্ষস ! লক্ লক্ কর পান ! লোকালয়ে
 জামাতার রক্ত পান নিষিদ্ধ সমাজে,—
 তাই আজি আনিয়াছি লোক-বসতির
 বহুদূরে,—চক্ষু কর্ণ নাসিকাবিহীন,

পৃথিবীর গুহ্যতম কোণে ! দেখিবে না
কেহ,—শুনিবেনা কেহ,—অবাধে পারিবে
জামাতার তপ্তরক্তে পিপাসা মিটাতে !
লহ অস্ত্র, কোষমুক্ত করহ রূপাণ,—
আজ অচৈতরা, অথবা অবনবীর
করিব মেদিনী !

চৈতরা ।

এতদূর উত্তেজিত ?

বৎস ! শাস্ত হও ! আজ আসি আমি ! এত
যদি সাধ তব, মম সনে রণ ! ভাল,
কাল প্রাতে হবে দ্বৈতরণ ! আজ গৃহে
ফিরে, ভেবে দেখো, কি কার্য্য করিতে তুমি
হইয়াছ আশুয়ান ! আজ আসি আমি !

(প্রস্থানোদ্যোগ)

(বনবীর তাঁহার উত্তরীর ধরিয়া ফেলিলেন)

বনবীর ।

আরে রে চতুর ! আরে ক্রুর প্রতিদ্বন্দ্বি !
কোথা যাবি ? সিংহাসন-পথ হ'তে আমি
যেই মত সরায়েছি, উদয় বিক্রমে—
সেই মত তোরেও আজিকে, দিব—দিব
সরায়ে অচিরে ! ইষ্ট নাম করু জপ ।

চৈতরা ।

করিব না বুদ্ধ আমি, জামাতার সনে ।

বনবীর ।

জামাতা ! হা হা হা ! সিংহাসনে হয় যার
লোভ, তার কাছে, জামাতা কি ছার ! নিজ
ঔরসসঞ্জাত পুত্র, মাংসপিণ্ড শুধু !

দগ্ধশেষ অঙ্গারেতে জ্বলেছে অনল !
 ষ্ঠেত মেঘে আনিয়াছে বজ্রের নির্যোধ !
 শাস্তিদাতা ! এস, শাস্তি তব মাধা পেতে
 লই। পদাঘাতে ক্ষুদ্র কীট তুলিয়াছে
 শির !

চৈতরা । তবে তাই হোক ! আজি রক্তে তোর
 ভীলজাতি-প্রেতাঙ্গার করিব তর্পণ !
 (উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান)
 (খুড়োমশায়ের প্রবেশ)

খুড়ো । এই যে—এই যে ! বেড়ে লেগেছে ! বেড়ে লেগেছে !
 ড্যাং ড্যাং ড্যাং,—কার হাঁড়িতে ভাত খেয়েছ, কে ভেঙ্গেছে ঠ্যাং !
 এই না হ'ল বুদ্ধি ! উঃ । এই মাধাটার মধ্যে কি বুদ্ধিই পোরা
 ছিল, যেন একেবারে হিমসাগর আম । কাহবা ! বাহবা ! শ্বশুর
 জামায়ে কেমন যুদ্ধ লাগিয়ে দিয়েছি । এইবার হয় শ্বশুর কুপোকাং—
 না হয় জামাইচন্দ্রের অধঃপাত !

(নেপথ্যের দিকে তাকাইয়া) ব্যস্ ! চৈতরাবধ ! আর কি !
 একটা বিশমণ পাথর পথ থেকে সরে গেল । এইবার গিয়ে রাণীকে
 খবর দিইগে ;—বেশ ক'রে ব্যাখ্যানা ক'রে শ্রীমতী রাণীস্বন্দরীকে
 বলিগে যে, তোমার সোহাগের সোয়ামি তোমার বাপকে পগারপার
 করে দিয়েছে ! তারপর শ্রাদ্ধ,—সেই শ্রাদ্ধের যজ্ঞে শ্রীমান জগৎসিংহ
 প্রধান হোতা ।

সিংহাসন এগিয়ে এল বলে,—আর একহাত, আর এই ছটো বুড়ো
 আঙ্গুল বাকি । (বুদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন ও প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য—রাজপুরী ।

রাণা বনবীর ও সুরেখা ।

সুরেখা । আমার পিতা ?

বনবীর । (উর্ধ্বে অঙ্গুলি দেখাইলেন ।)

সুরেখা । আমার পিতা ?

বনবীর । (পুনরায় উর্ধ্বে অঙ্গুলি দেখাইলেন)

সুরেখা । আমার পিতা কোথায়, রাণা ?

বনবীর । উর্ধ্বে ।

সুরেখা । তুমি তাকে বধ করেছ ?

বনবীর । কে তোমাকে বল্লে ?

সুরেখা । তুমি তাকে বধ করেছ কি না, সত্য কথা বলবে ।

বনবীর । বদি করে থাকি, তুমি কি করবে ? তার বধের প্রয়োজন হয়েছিল ।

সুরেখা । প্রয়োজন হয়েছিল ? তুমি কাকে বধ করেছ, তা জান ?

বনবীর । জানি ! আমার শত্রুকে বধ করেছি । সে আমার শত্রু,— দেশের শত্রু,—আমার সিংহাসনের শত্রু । আমি তোমাকে অনেকবার বলেছি, সুরেখা, যে আমার সিংহাসনের কণ্টক হয়ে দাঁড়াবে, তাকে উৎপাটিত করতে আমার তরবারি বা আমার রাজনীতি বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করবে না ।

সুরেখা । তোমার রাজনীতি ! আজ তুমি রাজনীতি-বিশারদ হয়েছ, তাই নিজের শত্রুকে বধ করতে কুণ্ঠিত হওনি ! এ

রাজনীতি কোথায় শিখেছিলে? এই সুরেখার কাছে! এই চৈতরার কন্ঠার কাছে! বুঝলে রাণা!

বনবীর। আমি বিশ্বস্তসূত্রে শুনেছি, সে আমার বিষপান করাতে চেষ্টা করেছিল।

সুরেখা। বিশ্বস্তসূত্রে! কে তোমার বিশ্বস্ত সূত্র?

বনবীর। শুনবে কে আমার বিশ্বস্ত সূত্র! অস্তঃপুরের তিনজন বিশ্বস্তা পরিচারিকা; আর—

সুরেখা। আর?

বনবীর। আর তোমারই পরামর্শ-সচিব বিশ্বস্ত কর্মচারী জগৎসিংহ!

সুরেখা। জগৎসিংহ? মিথ্যা কথা। সে তোমায় একথা বলেনি।

বনবীর। রাণি! বৃথা বাক্য-ব্যয়ে নাহি প্রয়োজন
রাজকার্যে চৈতরার ধ্বংসের সাধন
হয়েছিল আবশ্যিক, তাই মেবারের
রাণা, করিয়াছে উচ্ছেদ তাহারে। রাণি!
তোমার প্রশ্নের স্থান, অস্তঃপুর মাঝে;
রাজকার্যে নাহি অধিকার।

সুরেখা।

আরে, আরে

কৃতয় পুরুষ! কে শিখালে রাজকার্য
অবোধ রাণারে! ছিলে যবে যৌবনের
অগ্নি-মদিরায়, কোথা ছিল স্মৃশীতল
রাজনীতি জ্ঞান? কে তোমার তরবারি
ভেদি', আনিল কুটীল বুদ্ধি, বুদ্ধিহীন
মস্তিষ্কে তোমার? কে আনিল ক্ষীরনীর,

পঞ্জিল সরিতে ? আজি, কৃতঘ্ন পুরুষ !
 যে রমণী করে বুদ্ধিদান,—তার করে
 বক্তৃপান ? যেই শাখে বসি' করিতেছ
 সফল আশ্বাদ, সেই শাখা করিতেছ
 কুঠারে পাতিত ?

বনবীর ।

স্তব্ধ হও উন্মাদিনী !

সুরেখা

কেন ? কি কারণে স্তব্ধ হব ? যে পিতার
 স্নেহরসে আজীবন হয়েছি বর্ধিত,—
 যাহার গুণসে পাইয়াছি এ সৃষ্টির
 দৃষ্টিলাভ, যাহার চেষ্টায়, স্বকৌশলে,
 আজি আমি মেবারের সর্ব্বময়ী রানী,—
 তাঁরে তুমি হত্যা করিয়াছ ! তুমি স্বামী ?
 তুমি শত্ৰু মোর!—আজ হতে তুমি রাজ-
 পুত্র, আমি ভীল ! তুমি রাজা, আমি
 বিতাড়িত বিদ্রোহী প্রকৃতি ! তুমি ক্রুর
 কঠিন পাষণ, আমি সে পাষণ-ভেদী
 ভীলের ত্রিশূল ! সাবধান ! রাণা ! মনে
 রেখো সুরেখা নহেক শুধু ভার্য্যা তব,—
 সম্পত্তি ভোগের ! সে যে ভীলের বালিকা !
 সে অগ্রিম ভোগ করে, তার পরে অস্ত্রে
 ভোগ দেয় । সে যে স্বামী হ'তে উচ্ছে ধরে
 জাতিরে আপন ! মুঢ়,—

বনবীর ।

কি চাহ করিতে ?

সুরেখা । কি চাহি ! চাহি স্বামীর হিংস্র অবিচারে,
জনকের পক্ষ হ'তে, দণ্ড দিতে ! চাহি
রাজপুত্র-পক্ষ হ'তে, ভীলের সম্মান
উদ্ধারিতে হীরকের মত ! মূর্খ ! চাহি
প্রতিশোধ,—চাহি প্রতিশোধ !

বনবীর । একি রুদ্ধ
মূর্তি, হেরি সন্মুখেতে । লক্ষ্মীস্বরূপিণী
গৃহের ঘরনী,—উলঙ্গিনী, 'প্রতিহিংসা-
তাণ্ডবিনী,—বিলোলা রাক্ষসীরূপে ! প্রিয়ে !
প্রিয়ে ! সুরেখা ! সুরেখা !

সুরেখা । নহিক সুরেখা !
নহি প্রিয়া তব । ভীলের বালিকা যবে
হয় বিদলিতা, জীবনের অঙ্গ হ'তে
সব বিজাতীয় শোভা করে দূরীভূত !
স্বামিপুত্র-জ্ঞান তার, নাহি থাকে আর !
যেই অপমান আজি করিলে আমায়,
তার প্রতিশোধরূপে,—শলাট হইতে
সিন্দূরের রেখা, আপনি ফেলিছ ঘুছি' ।
রাজপুত্র !—ভুল করিয়াছ ! অতি ভুল !
এ ভুলের দণ্ড চাই আমি । সাবধান ! (প্রস্থানোদ্যোগ)

বনবীর । কোথা যায় জলন্ত অঙ্গার ! দৌবারিক ?
বন্দীকরো রমণীরে !

সুরেখা । বন্দী ! বন্দী ! আমি

ভীলের বালিকা, রাজপুত্র-হস্তে বন্দী !
তবে রে রাজপুত্র ! পিতৃ-হত্যার লহ
প্রতিশোধ !

(বজ্রাভ্যস্তর হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া, বনবীরকে হত্যা
করিতে ছুটিল ; সহসা পশ্চাৎ হইতে কাণোজী
আসিয়া সুরেথাকে ধরিয়া ফেলিল ।)

কাণোজী । শাস্ত হও ছুরস্ত বালিকা !
রাজ-রক্তে কলুষিত করিও না কভু
মেবারের ক্ষিতিতল ! ফেলে দ্রাও তব
শাণিত ছুরিকা ।

সুরেথা । ফেলে দেব, ফেলে দেব
শাণিত ছুরিকা ? যতদিন নাহি হয়
জনকের প্রেতাশ্মাতপর্ণ, যতদিন
ভীলবালা নাহি লয়, পিতৃহত্যা-শোধ,—
ততদিন, ততদিন,—এ ছুরিকা মম
জীবন-সঙ্গিনী ! জীবনের পথ্য মম,—
জীবনের শেষ, শেষ রক্তবিন্দু মম !
কে তুমি ?

কাণোজী । অগ্রেতে, ফেল হস্তের ছুরিকা ;
তারপর দিব পরিচয় !

সুরেথা । অসম্ভব !

কাণোজী । চরণে সন্তান ধরে !

স্বরেথা ।

সন্তান ! হা-হা-হা ! (হাস্ত)

স্বামীর বন্ধের পানে ছুটে যে রমণী
 স্ত্রীক্ষু ছুরিকা হস্তে,—তার কাছে কোন্
 মূল্য আছে সন্তান নামের ? ছেড়ে দাও
 —ছেড়ে দাও মোরে ; নহে,—নহে তোমাংরেও
 করিব না ক্ষুদ্র দ্বিধা, হত্যা করিবারে ।

কাণোজী

তাই করো—যদি এত রক্তের পিপাসা !

() রাজ-রক্ত,—পতিরক্ত-পাত, করো' না'ক

মেবারের ক্ষিতিলে । যেথা হবে হেন
 রক্ত-পাত, উদ্ধাপাত হইবে সেখানে ।

একবিন্দু রক্ত হতে সহস্র রাক্ষসী
 লইবে জনম । মেবারের দিকে দিকে,
 গৃহে গৃহে, পতি-অনুগতা নারী ছুটে
 যাবে পতির বধিতে । প্রলয় আসিবে !
 ঘোর ঝঞ্জা উপাড়িবে স্থপ্তিতরুণুল !

মাতঃ ! ক্ষান্ত হও,—রোধ কর পরিহার !

স্বরেথা ।

চল্ চল্ নারী ! যেথা তোর পিতা চলে
 গেছে ! চল্ চল্ নারী ! যেথা রমণীর
 স্বাধীন পৃথিবী আছে, লইতে তাহার
 পিতৃহত্যা-প্রতিশোধ ! চল্ চল্ নারী !
 যেথা রমণীর নাহি স্বামী, বাধা দিতে
 কর্তব্য পালনে ! পিতা ! পিতা ! পিতা !
 সন্তানের স্বর্গভূমি ! তনয়ার পুণ্য

তীর্থ স্থান ! ক্ষমা করো গোরে, যত দিন
 নাহি পারি করিতে তর্পণ, বাঙ্কারূপে
 করহ ধ্বনিত, মৃত্যুকাল-হাহাকার
 তব ! সাক্ষ্য অন্ধকারে করহ সৃজন
 সন্তোষাবী কবন্ধ মুরতি ! মধ্যাহ্নের
 সূর্য্য হয়ে, জাঁধি-বীর্ঘ্য বসুঁক অনল !

(উন্মত্ত ভাবে প্রস্থান)

কাণোজী ।

উন্মত্তা রমণী !

রাণা বনবীর ! আজি তব শেষ দিন !
 প্রজানির্ঘ্যাতন তব, আনিয়াছে শেষ
 অস্ত্র মেবার-শাসনে । ওই গুন বাজে
 ভেরী, ওই গুন জয়োল্লাস ! প্রজাকুল
 নির্ঘ্যাতনে উন্মাদ হইয়া, আনিয়াছে
 কুমার উদয়ে, বসাইতে মেবারের
 স্বর্ণ-সিংহাসনে । আসিয়াছি আমি শুধু
 জিজ্ঞাসিতে তোমা, ছাড়িয়া দিবে কি, বিনা
 রণে, মেবারের সিংহাসন ?

বনবীর ।

হা-হা-হা-হা ! (হাস্য)

মেবারের সিংহাসন ! সিংহাসন তরে
 পুনঃ এক ভিক্ষুক এসেছে ছয়ারেতে !
 প্রথম প্রহর গত নহে,—এক বৃদ্ধ
 নিকট-আত্মীয় করিল প্রয়াস, সিঁদ
 কাটি, চুরি করি' লইতে সে সিংহাসন !

জাগ্রত গৃহস্থ ছিল,—ধরি তারে, নিল
মূল্য প্রাণ-সিংহাসন, শরীর-মেবার
হতে তার ! না ফুরাতে সেই প্রহসন,
এক শাস্তিকামী ভিক্ষুক ছয়ারে ! ভিক্ষা
চাছে সিংহাসন ! বাতুলের আশা !

কাণোজী ।

বৃথা

রক্তপাত কেন,—

বনবীর ।

কিবা আসে যার্ন ! যাহা

দিই নাই গ্যায্য-অধিকারী জনে,—যার
তরে এ জীবন-বনস্থলী করিয়াছি
মরুভূমি,—যার তরে প্রেয়সী ভার্ষ্যারে
পতিভক্তি তেয়াগিয়ে বৈধব্য বরিতে
দিহ্ন অহুমতি,—সেই সিংহাসন ছেড়
দিব, স্বৈরিণী ভীতির এক বেপমান
অহুরোধে ? কাণোজী—কাণোজী ! চেন নাই
মোরো ! তাই কহ হেন কথা !

কাণোজী ।

কিন্তু যদি

লক্ষ লক্ষ অসি,—

বনবীর ।

হাঁ-হাঁ তাই ! শোণিতের

হৃদ যদি পার খনিবারে মেবারের
দিকে দিকে, গৃহে গৃহে—তবে যদি পার
ভাসাইয়া লয়ে যেতে স্বর্ণ-সিংহাসন ।

কাণোজী

ভাল তাই হবে,—তাই হবে বনবীর !

ওই গুন, প্রজাদের ঘন লুঙ্কার ! (নেপথ্যে হর হর ব্যোম)
 ওই দেখ, মেবারের কৃষক অবধি
 হল ছাড়ি' ধরিয়াছে কাশ্মুক কুপাণ,—
 শান্তিবীজ বপন করিতে মেবারের
 অশান্ত হরিৎ ক্ষেত্রে । ওই গুন পুনঃ

(নেপথ্যে “জয় রাণা উদয়সিংহের জয়”)

গর্জিতেছে পুন আকাশ জল স্থল,
 স্কন্ধে ধরি' উদয়সিংহেরে ! রাণা, আর
 কেন প্রজাদের নির্দোষ শোণিত-পাত ?
 ছাড় সিংহাসন, প্রজাকুল অসন্তুষ্ট
 তোমার শাসনে । আজ তারা পরিবর্ত্ত
 চাহে ।

বনবীর ।

মিথ্যা কথা । তিজরস ছড়ায়েছ
 হৃদয়ে তাদের, তাই তারা পরিবর্ত্ত
 চাহে ! কিন্তু এই নির্দোষ শোণিত-পাতে
 জন্মবে যে বিষতরু, তার জন্ত--দায়ী,
 অশান্তির উপপতি যত ওমরাহ ।

(একজন দেহরক্ষীর প্রবেশ)

দেহ-র ।

রাণা ! বিদ্রোহী প্রজার দল, অস্ত্র-করে
 প্রবেশিল রাজপুরী ।

বনবীর ।

দূর করে দাও
 তাহাদের । যে আছ যেখানে সৈন্তগণ,
 তরবারি অগ্রে করি, দাঁড়াও আসিয়া

সিংহাসন-চতুর্দিকে ! আগ্নেয় গিরির
মত, দ্রব মৃত্যু ছড়াব মেবারে আজি । (ছুটিয়া প্রস্থান)
কাণোজী । ভাল, তাই হবে । আজি রাজা আর প্রজা,—
কুঠার প্রস্তরে, রণ হবে । অগ্ন্যুৎপাত
হবে উভয়ের ঘর্ষণেতে ।

(পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য—রাজপুরীর চত্বর ।

চারিদিকে অগ্নি জ্বলিতেছে ।—বনবীরের ছুটিয়া প্রবেশ

বমবীর । গেল,—গেল,—সব গেল ! মেবারের রাজ-
পুরী দগ্ধ হল অগ্নিবোণে ! কে আছ তে
রাণার প্রকৃত বন্ধু ! হও হে উদয় !
সৈন্যগণ ! সৈন্যগণ ! রাজপুরী মাঝে
কে করিল অগ্নিবোণ ?

দেহ- (ছুটিয়া আসিয়া) রাণা ! রাণা ! ভীল-
সৈন্যগণ, চৈতরার প্রতিশোধ ল'তে,
জালাইয়া দিল মেবারের রাজ-পুরী !
রাণী মা স্বয়ং তাহাদের আজ্ঞা দিল
দহিতে মেবার রাজ্য !

বনবীর ।

বন্দী করেও তাঁরে ।

রাণী বলি করিওনা বিন্দুমাত্র দ্বিধা !

দশ শত সৈন্তে, আজ্ঞা দাও মোর নামে

রাক্ষসী রাজ্ঞীরে বন্দিণী করিতে ত্বরা !

যত ভীল দস্যুদলে করহ কোতল !

কোতল ! কোতল ! কারো নাহি ক্ষমা আজ !

দেহ-রক্ষী ।

হায় রাণা ! কোথা সৈন্ত ? চলে গেছে তারা

কর্ষ ছাড়ি' মাসাবধি । বেতন-অভাবে,

রাজসৈন্ত ছত্রভঙ্গ ।

বনবীর ।

বেতন-অভাবে ?

মন্ত্রী ময়, দেয় নাই বেতন তাদের ?

দেহ-রক্ষী ।

শুনি এইরূপ জনশ্রুতি রাণা !

বনবীর ।

হৃৎ

দিয়া কালসর্প করিহু পোষণ !

দেহ-রক্ষী ।

রাণা !

কীট যথা অল্পে অল্পে কাটে ওষু চমু

অজ্ঞাতে অবাধে পাঠহীন পাঠকের,—

সেই মত মন্ত্রীমহাশয় অন্তঃশূন্য

করিয়াকে রাজত্ব তোমার । সিংহাসন

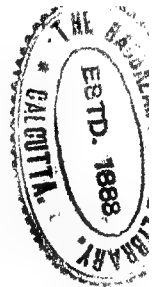
আজি কীট-দষ্ট দারু'পরে সমাসীন !

বনবীর ।

আর কিছুদিন আগে জানিতাম বদি !

আজি মেবার-রাণার কোন বন্ধু নাই !

কোন বন্ধু নাই ! ভাল, একা আমি শান্তি



দিব বিদ্রোহী ভীলেরে । দেখি কেবা রোধে

মোরে ! (প্রস্থান)

(প্রজ্বলিত মশাল হস্তে সুরেশ্বার প্রবেশ)

সুরেশ্বা । আশুণ লাগিয়ে দাও,—আশুণ লাগিয়ে দাও ! রাজপুত্রের
রাজ্য পুড়ে ছাই হয়ে বাক্ । ভীল ভাই সব ! মমতা করো না,—মমতা
করো না ! মেবারের রাণা তোমাদের রাজাকে হত্যা করেছে ! প্রতিশোধ
লও ! প্রতিশোধ লও ! আশুণ ! আশুণ !

(একজন ভীলের প্রবেশ)

ভীল । বহিন্ ! হামলোক্কা জাত ভাই সব ভাগ্ গেল । রাজপুত্র
বড়া লড়নেওয়ারা ! হামলোক্কা আধা পাকড়্ কিয়া,—আর আধা ভাগ্
গেল । আর হামলোক্ শক্বে না !

সুরেশ্বা । পারবে না ? পারবে না ? তোমরা না ভীল ? চল, চল,
আমি তাদের ডেকে ফিরিয়ে আন্টি । আশুণ ! আশুণ ! সমস্ত মেবার
রাজ্য পুড়িয়ে দিতে হবে ! শুধু ধ্বংস ! শুধু ধ্বংস !

(উভয়ের প্রস্থান)

(কাণোজী ও মেবার সৈন্যগণের প্রবেশ ।)

সৈন্যগণ । হর হর ব্যোম ।

কাণোজী । নিবাও স্বরিতে অগ্নি !

ভীল দস্যুগণে ধৃত করো অচিরাৎ ।

নহে রাজ-পুরী হবে তন্মনাৎ আজি !

সৈন্যগণ । হর হর ব্যোম ।

(সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য—রাজপুরীর দ্বারদেশ ।

কতকগুলি সৈন্তসহ খুড়োমশায়ের প্রবেশ ।

খুড়ো । দেখ যশস্বীরের সৈন্তগণ ! মেবারের সৈন্তরা তোমাদের তুলনায় কিছুই নয় ; যেমন চাঁদে আর জোনাকিতে তুলনা হয় না, যেমন মল্লিকাফুলে আর ধেঁটুকুলে তুলনা হয় না, যেমন কোকিলে আর কাদাখোঁচা পাখীতে একেবারেই সাদৃশ্য হয় না, তেমনি তোমাদের সঙ্গে মেবারের সৈন্তদের একেবারেই তুলনা হতে পারে না । তোমরা বীর, আর তারা ভীকর । এই, এখনই বুঝতে পারবে । ঐ দেখ, তোমাদের দেখে, মেবারের সৈন্তরা ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে !

(কাণোজী ও মেবার সৈন্তগণের প্রবেশ)

কাণোজী । যাচ্ছে বৈ কি ! এই যে বীরবর জগৎসিংহ । ভাঁড়গিরি ছেড়ে অস্ত্র ধরতে শিখলে কবে ? এসব সৈন্ত কোথা থেকে জোগাড় করলে ?

খুড়ো । এসব সৈন্ত আমার নিজের সৈন্ত । এরা যশস্বীরের বিখ্যাত রাজপুত্র-সৈন্ত । আজ আমাকে মেবারের সিংহাসনে বসিয়ে দিতে, এরা যশস্বীর থেকে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে এসেছে !

কাণোজী । বটে ! বটে ! তা হলে তু গুনে বড় আনন্দ হল ! আশা করেছিলুম, মোটেই যুদ্ধ হবে না ; কিন্তু দেখচি, আমাদের সে ছুঃখটা তুমিই নিবারণ করলে ।

খুড়ো । দেখ কাণোজী ! তোমার সৈন্তগণ যতই যোদ্ধা হোক, আমার সৈন্তদের কাছে কিছুতেই পারবে না । স্ততরাং, কেন শুধু শুধু

কতকগুলো নিরীহ ব্যক্তির রক্তপাত করবে ? আর মরতে ত মেবার-সৈন্যগুলোই মরবে, তাতে ত রাজ্যের ভীষণ ক্ষতি হবে । কেন না, লোক সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে রাজকরও কমে যেতে বাধ্য ।

কাণোজী ! তাহ'লে ভাঁড় মহাশয়, আপনি কি চান ?

খুড়ো ! আমি চাই, তোমরা যুদ্ধ টুঙ্গ না ক'রে আমাকে মেবারের সিংহাসনে বসিয়ে দাও । উদয়সিংহ কে ? ও ত নকল উদয়সিংহ । উদয়সিংহ ত বনবীরের হাতে বহুদিন হত্যা হয়েছে ।

কাণোজী ! তাহলে আপনি বলচেন, নকল উদয়সিংহকে সিংহাসনে না বসিয়ে, আপনাকে সিংহাসনে বসাতে ?

খুড়ো ! কেননা, আমিই—মেবারের সিংহাসনে বসতে উপযুক্ত পাত্র । যশস্বীর থেকে মেবার, এত একটা মাত্র লাফের কথা । আমি মেবারের ছরবস্থা দেখে, বড়ই ইচ্ছুক হয়েছি, যে একবার রাজত্বের রশ্মি হাতে ক'রে দেখাব, কেমন ক'রে একটা দেশ, রাজা রামচন্দ্রের মত সুপালন কর্তে হয় ।

কাণোজী ! বটে ! বটে ! তাহ'লে চলুন, আপনাকে সিংহাসনে বসিয়ে দেই । কিন্তু ওভাবে ত যাওয়া হবে না । আপনাকে পিছমোড়া ক'রে বেঁধে, তবে সিংহাসনে বসিয়ে দিব ।

খুড়ো ! পিছমোড়া ক'রে বেঁধে ? অ্যা ! সে কি ! তাহলে কি তুমি আমাকে ঠাট্টা কচ্ছ ? সৈন্যগণ ! প্রস্তুত হও । এদের কচুকাটা ক'রে ফেল । হাঁ,—হাঁ,—দেখ, দেখ, আমি একবার বাড়ী থেকে তোমাদের মাইনে টাইনে গুলো নিয়ে আসি । ততক্ষণ তোমরা যুদ্ধ করো । কিন্তু যুদ্ধে জেতা চাই,—নকল উদয়সিংহের মুণ্ড আমি তোমাদের হাতে বুলুতে দেখতে চাই । বুঝলে ? আমি ভেঁা ক'রে আসছি । (প্রস্থানোদ্যোগ)

কাণোজী । তবে রে চতুর সয়তান ! পালাবার মতলব ? (একজন মেবার সৈন্যের প্রতি) বুধসিংহ ? বাধ এই বর্কর ভাঁড়কে ।

খুড়ো । (ভীত হইয়া) অঁ্যা—অঁ্যা—আমি নই—আমি নই—
বশম্মারের সৈন্ত । কিন্তু আমরা থাকতে,—

মেবারের সৈন্ত । সাবধান বিদেশী রাজপুত । যদি মরবার ইচ্ছা না থাকে, চূপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবে ।

কাণোজী । যাও সয়তানকে কাণাগারে নিয়ে যাও ।

খুড়ো । কাণোজী—কাণোজী—আমায় ছেড়ে দাও বাপ্—আমায় দয়া ক'রে ছেড়ে দাও । আমি তোমাকে সাত ঘড়া সোণা আর অর্ধেক রাজস্ব দিচ্ছি । তোমায় বাবা ব'লে ডাক্‌চি ।

কাণোজী । বিশ্বাসঘাতক, স্বদেশদ্রোহি !

খুড়ো । দোহাই, দোহাই তোমার কাণোজী । আমি আর এমন কাজ কখন করব না । আমায় ছেড়ে দাও ।

কাণোজী । ছেড়ে যদি দেই, তাহ'লে অমনি ছেড়ে দেব না ।
তোর মাথা মূড়িয়ে, ষোল ঢেলে, নগরের বাহিরে দূর ক'রে দেব ।

১জন সৈন্ত । মহারাজ জগৎসিংহ ! আদেশ দেন ; আমরা আপনার জন্য যুদ্ধ করব ।

খুড়ো । না, না, না, না, অমন কাজ করো না । যুদ্ধ দেখলে আমার বড় ভয় করে । যুদ্ধ টুক করে কাজ নেই । তোমরা যে বার সব বাড়ী যাও ! আমার প্রাণ আঁতকে উঠছে । কাণোজী, কাণোজী, সেনাপতি ! আমি বিনা যুদ্ধে তোমার বশুতা স্বীকার কর্চি ।

একজন সৈন্ত । রাজা, আপনি একি বল্‌চেন ? আমরা এতজন বীর যোদ্ধা রয়েছি ; আর,—

খুড়ো । আহা-হা ! চুপ করো, চুপ করো । ও সব বাজে কথা আমার কাছে কওনা । যাও বাড়ী ফিরে যাও । আমি যশস্বীয়ে ফিরে গিয়ে তোমাদের মাইনে, বখশিশ্ব,—মায়, বিজয়-পদক শুদ্ধ সব কড়ায় গণ্ডায় হিসেব ক'রে দিয়ে দেব । কিন্তু বুদ্ধ,—রক্তপাত—উঃ ! বাপ্‌রে ! ওসব আর করে কাজ নেই ! লাল একেবারে নয়, কেবল শাদা ! শাদা হাঁসি, শাদা মন, আর শাদা হাতজোড় । তা হলেই জানবে, ছুনিয়া জয় হয়ে যাবে । (করঘোড়ে) হাঁ-হাঁ—সেনাপতি সাহেব ! কাণোজী সাহেব ! আপনার মত বীর পৃথিবীতে ক'জন আছে ? হাঁ-হাঁ—দেবতা ! বীরেন্দ্র !—আপনার তলোয়ার ! উঃ ! কি তলোয়ার ! যেন একখানি ইম্পাতের বজ্র ! আহা-হা । আপনি ওঁ বোকা সৈন্তের কথা শুনবেন না । আমি বল্‌চি, আমি রাজা, আমি আপনার বশ্বতা স্বীকার কর্চি । আমাকে ছেড়ে দিন, দোহাই আপনার !

কাণোজী । ভীরু কাপুরুষ ! তোকে বাঁধতে বা কারাগারে রাখতেও আমার ঘৃণা বোধ হচ্ছে । যা তোকে ছেড়ে দিলুম ! দে, নাকে খৎ দে । এক হাত নাকে খৎ দিবি । তবে ছাড়ব ।

খুড়ো । (নাকে খৎ দিতে দিতে) জয় রাণা উদয়সিংহের জয় ! জয় সেনাপতি কাণোজীর জয় ! বাবা, প্রাণে বাঁচলে অনেক খাঁদা নাক লক্ষ্য হয়ে যাবে । (দৌড়িয়া প্রস্থান)

১ম সৈন্ত ! পোড়া কপাল আমাদের ! তাই এমন রাজার বেতনভুক্‌ সৈন্ত হয়ে ছিলুম । চল ভাই সব, যশস্বীয়ে ফিরে যাই ।

(সকলের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য—হৃদতীর ।

আলুথানু বেশে সুরেখার প্রবেশ ।

সুরেখা ।

ওই—ওই—

ভীল বক্ষঃ হতে ছুটে শোণিতের ধারা !

ওই—ওই—

চৈতরার হৃদি-শৈল হতে, শোণিতের

সহস্র সরিৎ, উৎসরূপে লাফাইয়া

উঠি,—দেশ, জাতি, রাজত্ব ভাসায়ে,—ছুটে

যায় নিয়তির নির্ঝাঁপ সাগর পানে !

ওই—ওই—

ভীলসূর্য্য্য হ্রুবে যায় রাজপুত-অস্ত-

গিরি পাশে ! সুরেখা ! সুরেখা ! ভীলকন্যা

তুই ! যে শোণিত-হ্রদে ভীলেদের জাতি,

ভীলেদের বীর্য্য, শৌর্য্য, স্বর্ণ-সিংহাসন

দীর্ঘকাল সস্তরিয়া হল নিমজ্জিত,—

সেই হ্রদে প্রবেশিয়া, করু—করু স্বরা,

আপন জাতিরে আলিঙ্গন ? পরাজিতে ?

বিফলতা জীবনের খুলে দেছে দ্বার,—

পশিতেছে একে একে, নৈরাশু, বিবাদ,

আকাজ্জার অবসাদ,—যে সব পিশাচ

ভীলকন্যা-হৃদয়েতে পারে না পশিতে !

তবে আর কেন ! সব শেষ হোক ! পিতা ?
 যে দেশে গিয়াছ তুমি,—আকাজ্জার ভগ্ন
 স্থবির পঙ্কর সাথে লয়ে,—তার অন্ধ
 পশ্চাৎ প্রদেশে, রাখো এই বালিকার
 দেহ-হীন প্রাণ । ওই ! ওই ! রক্ত-চক্ষু
 বনবীর, দেখায় কুপাণ ! চল্ চল্ ভীল !—
 তেয়াগিয়ে রাজপুত্র-পরিচ্ছদ, চল্
 অন্তরের মাঝে চল্,—পেখা ধক্ধক্
 জ্বলিছে ভীলের হৃদে হোমের অনল !
 এই যে সন্মুখে হৃদ,—ওই মোর পিতা
 নৈরাশু-স্তিমিত নেত্রে, চেয়ে আছে তার
 তনয়ার মরণ-উৎসব দেখিবারে !
 পিতা ! পিতা ! বিফল হয়েছি, প্রতিজ্ঞায়
 দিতে শেবাছতি ! ক্ষমা করো মোরে !

(হৃদয়ের জলে ঝাঁপ দিতে অগ্রসর হইলেন ; পশ্চাৎ হইতে খুড়োমশায়ের
 প্রবেশ ও তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন)

খুড়ো । এ কি কচ্চেন রাপি মা ?
 সুরেখা । নিরতির কে তুমি অরতি ?—বনবীর
 সম, বাধা দাও ভীল বালিকারে ? দূর
 হও, ছেড়ে দাও মোরে ।

খুড়ো । নিরাশ হবেন না, রাপি মা, নিরাশ হবেন না । যত দিন এই
 জগৎসিংহ বেঁচে থাকবে,—

সুরেখা । জগৎসিংহ ?

(ফিরিয়া দেখিলেন.)

খুঁড়ে । নিরাশ হবেন না । আমার এখনও পাঁচশত সৈন্য ছদ্মের
 জন্ম প্রস্তুত হয়ে আছে ; তার ওপর যদি আপনার ভীল সৈন্যগুলি পাই,
 তা হ'লে এখনও উদয়সিংহকে উদয় গিরির পশ্চাতে পাঠিয়ে দিতে পারি ।
 সুরেখা ।

আরে আরে, কুচক্রী পামর ! হিংসাবিষে
 হয়ে জর্জরিত, পিচ্চনাম মোর, করি
 কলঙ্কিত, বুদ্ধিহীন রাণার হৃদয়
 বিষ-তিলক করিলি রাক্ষস ! গুপ্ত হত্যা
 ঘটাইলি জনকের ! আজি পুনরায়,
 কোন্ অভিসন্ধি লয়ে, এসেছিস্ মোরে
 ডুলাইতে ? বিশ্বাসঘাতক ! সন্নতান,
 দূর হরে সম্মুখ হইতে !

খুঁড়ে । এ কি কথা বলছেন মা ? আমি রাণার হৃদয় বিষ-তিলক
 করেছি ? আমি আপনার পিতার মৃত্যু ঘটরেছি ? এই স্নেহাধীন সন্তানের
 নামে শেষে এই দুর্গাম দিচ্ছেন ! আমি এর বিন্দু বিসর্গও জানি না ।
 এঁয়া ! বলেন কি মা ! আপনার পিতাকে, রাণা হত্যা করেচে ! উঃ ! কি
 পাষণ্ড ! কি পাষণ্ড ! বলেন কি মা ! এঁয়া !

সুরেখা । আরে রে কপট-ভাষি ! রাখ্ বৃথা ভাণ !
 চিনিয়াছি বহুদিন তোরে ! (স্বগতঃ) মিলিয়াছে
 সুন্দর সুযোগ ! ওরে ভীলের বালিকা ?
 আর কেন ? জেগে ওঠ্ প্রতিশোধ তরে !
 ওই তোর জনকের স্কন্ধচ্যুত শির
 শতজিহ্বা দিয়ে যাচে তুম্বার সলিল !
 প্রতিশোধ,—প্রতিশোধ যাচে ! ভীল কন্ডা !

বিলম্ব কিসের ? অরাতি শোণিতে করো

প্রোতাত্মা তর্পণ ! বিশ্বাসঘাতক ! ক্ষমা

চাও পিতার নিকটে । (খুড়োমশাইকে ছুরিকাঘাত)

খুড়ো । মেরে ফেলো—মেরে ফেলো ! কে আছে কোথায়, রক্ষা করো,
রক্ষা করো । (চিৎকার করিতে করিতে ভূমিতে পতন)

সুরেখা । (বক্ষের উপর বসিয়া পুনরায় ছুরিকা আঘাত)

রক্ষা ? রক্ষা ? বন্ধুঘাতি দস্যু ! আজি তোব
জীবনের শেষ দিন ।

খুড়ো । উপযুক্ত শাস্তি !—চৈতরা !—ক্ষ—মা— (মৃত্যু)

সুরেখা । মরণের পূর্বক্ষেণে স্তম্ভসন্ন বিধি—

মিলাইল আশাতীত প্রতিশোধ ! পিতা !

লহ এই শোণিত তর্পণ ! হও তুষ্ট !

আশীর্ব্বাদ করো,—যেন পরজন্মে পুনঃ

পারি তব বাকি ঋণ পরিশোধ দিতে !

(হৃদে ঝম্প প্রদান)

অষ্টম দৃশ্য—রাজপথ ।

চারণী ও চারকণ্ঠের গীত ।

বল ভাই উঠেঃস্বরে, বল ভাই আকাশ জুড়ে,
 বল ভাই, প্রতিধ্বনি তুলে তুলে, বিদ্যাগিরি-কন্দরে,
 মেবার আমার জন্মভূমি,—প্রাণ দেব সেই মেবারের তরে ।
 এই মেবারে জন্ম লভি', দেহে আগার অশ্রু-দমন-বল,
 এই মেবারের মাটির ধূলায়, অঙ্গে আমার কাঙ্ক্ষি বলমল ।
 এই মেবারের হাওয়ায় আমার বীরের হৃদয় কতই তেজে ভরা,
 এই মেবারের সূর্য্য চন্দ্র, কিরণ চালে কতই সুধা ধারা ।
 এই মেবারের গাছের ফলে, বীরের রক্ত জমাট বেধে রয়,
 এই মেবারের নদীর জলে, মন্দাকিনীর সুধা ধারা বয় ।
 এই মেবারের পাহাড় শিরে, স্বর্গ নেমে ভূতলে উদয়,
 এই মেবারের উপত্যকা কূলে, ফলে নন্দনকানন-গয় ।
 এই মেবারের পূজার মন্ত্র, হৃদয়-যন্ত্রে গাও মধুর স্বরে,
 মেবার আমার জন্ম ভূমি,—প্রাণ দেব সেই মেবারের তরে ।

(প্রস্থান)

নবম দৃশ্য—কারাগার।

বন্দী-অবস্থায় বনবীর।

বনবীর।

ওই ছুরি,—ওই ছুরি,—ওই ছুরি,—হেয়ি
 দশদিকে শুধু ছুরি, ছুরি, ছুরি ! ওহো !
 সারা বিশ্বে নাহি স্থান,—ছুরির তাণ্ডব
 হতে, পাই পরিত্রাণ ! চক্ষু যদি করি

নিমীলন, সহস্র সহস্র ছুরি, ছুটে
 আসে হানিতে আমারে ! খুলিলে নয়ন
 পুনঃ সেই দৃশ্য বিভীষণ ! নিদ্রা ! নিদ্রা !
 কতকাল ত্যজিয়াছ নয়ন আমার !

এস, এস, বারেকের তরে ! ছুরিক্তার
 দৃশ্য হ'তে বাঁচাও আমারে ! (চক্ষু নিমীলিত করিলেন)

ওকি ! ওকি !

পান্নার শিশুর ছিন্নমুণ্ড ! রক্ত ধারা
 ছিন্ন কর্তৃ হ'তে দর দর ধারে ঝরে !
 নির্দোষ বালক ! ক্ষমা কর, ক্ষমা কর !
 আর কভু বধিব না তোরে ! ওহো—ওহো !
 সম্বর, সম্বর বদন-ব্যাদান তব !
 আসিও না গ্রাসিতে আমারে ! কি বিশাল
 মুখের গহ্বর ! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দন্তগুলি,
 লৌহের কুদাল সম হইল বৃহৎ !

জিহ্বা লকলকি, উদ্ধারশি সম আসে
 লেহিতে আমারে ! চক্ষু ছুটি হোমকুণ্ড
 সম, অনল উদ্গারে ! ক্রভঙ্গে ভীষণ,
 ত্রিশূলীর শূল যেন করে আফালন !
 একি ! একি ! বে দিকে ফিরাই আঁধি, দেখি
 শুধু ছিন্ন মুণ্ড তার ! যাও, যাও, মম
 সম্মুখে হইতে ! যাবে না ? যাবে না ? ওহো !

হস্ত দিয়া চক্ষু আবৃত করিল)

আকাশ-বাণী । বনবীর ! আমি মহাকাল, আসিয়াছি
 নরকে লইতে তোরে !

বনবীর । নরক ! এ হ'তে
 কি সে ভয়ঙ্কর স্থান ?

আকাশ-বাণী । কোটিগুণ শাস্তি
 পাবি এস্থান হইতে ! ওই দেখ্ ছবি
 নরকের !

বনবীর । (সম্মুখে তাকাইয়া) ওহো ! কি ভীষণ ! কি ভীষণ !

দুরন্ত গর্জনে শোণিত-সমুদ্র বহে,
 অফুরন্ত যন্ত্রণা-আকর ! শত শত
 কুস্তীর ঘুরিছে, অন্তোরাশি উৎক্ষেপিয়া,
 দাস্তিক গমনে, পাপীরে সন্ধান করি' ;
 বদন-ব্যাদানে ব্রহ্মাণ্ড প্রবেশ করে ।
 কোটি কোটি ভুজঙ্গ বৃশ্চিক পাপি-অঙ্গে

মহারাজে করিছে দংশন । তরঙ্গের
ঘাতে প্রতিঘাতে, শোণিত-সাগর করে
খেলা, আছাড়িয়া পাতকীর দেহ-অস্থি
প্রস্তর-শিলায় ।

আকাশ-বাণী । এইখানে যেতে হবে
তোরে !

বনবীর । পারিব না ! পারিব না ! ক্ষমা করো !

আকাশ-বাণী । ক্ষমা ? ক্ষমা নাই পাতকীর, মহাকাশ-
পাশে ! সহস্র সহস্র যমদূত আছে
অক্ষুশ লইয়া ; সঙ্কেতে আমার, বাধি'
দৃঢ় অসংখ্য বন্ধনে, অক্লেশে আনিবে
তোর হতে কোটিগুণ শক্তিদধে হেথা !
তুই ছার তার কাছে ! প্রমত্ত মাতঙ্গ—
চরণের তলে, ক্ষুদ্রতম কীট তুই !
ওই দেখ্, চৈতরার কি দশা এখন !

বনবীর । ওকি ! এক লৌহ-সিংহাসন ভেঙ্গে পড়ে
চৈতরার শিরে ! চূর্ণ হ'ল শির তার !
কঠিন আয়সে, নিষ্পেষিত অস্থি তার !
মুহূর্ত্তে জন্মিল পুনঃ শরীর তাহার !
পুনঃ সেই সিংহাসন-লোভে ছুটে যায়
আরোহিতে তাহে ! আরে রে নির্বোধ ! পুনঃ
ওই সিংহাসন ভেঙ্গে পড়ে শিরে তোর !
চূর্ণ শির, ভুল্লিতেছ কতই যন্ত্রণা !

বার বার, অনিবার এই দৃষ্ট হয়
সজ্বাচিত ; লোভবশে বার বার সহ'
এ যন্ত্রণা, চৈতরা হ্রাস্তি ! রে চৈতরা ?
যেওনা যেওনু আর সিংহাসন-লোভে !

আকাশ-বাণী ! আরে মূঢ় ! সূধ্য কি তাহার, দূরে রহে
সিংহাসন হ'তে ? কোটি কোটি যমদূত
ঘুরিছে সম্মুখে, অঙ্কশ-প্রহারে, দিবে
আরো ভীষণ যন্ত্রণা ! আরো দেখ্ পাপী !
কি অবস্থা সুরেখার !

বনবীর ।

অগ্নি-দাহমান

লৌহ সিংহাসনে নিক্সিপ্তা সুরেখা, করে
ভীষণ চিৎকার ! চতুর্পার্শ্বে কোটি কোটি
ছিন্নমুণ্ড বায় গড়াগড়ি ! নিশি দিন
সিংহাসন-গাণ্ডি মাঝে হেরে সে ভীষণ
দৃষ্ট, —চৈতরার ছিন্ন মুণ্ড ! নিশিদান
শোক-অশ্রু জলে ভাসে !

আকাশ-বাণী ।

যে পিতার তরে

করেছিল মহা পাপ, —তার ছিন্ন মুণ্ড
চক্ষের সম্মুখে ভাসে অহরহ । এবে
তুই আয় ! দিবানিশি ছুরিকা-আঘাতে
কবু ছিন্ন অঙ্গ তার ।

বনবীর :

এই মোর শাস্তি ?

আকাশ-বাণী । এই মহাপাপ-প্রায়শ্চিত্ত তোর ! নিজ
হস্তে প্রিয়তমা বনিতার হৃদি ভেদ
করি', স্বকর্ণে শুনিবি তার যন্ত্রণার
ভীষণ-চিৎকার ! স্বচক্ষে দেখিবি রক্ত
জ্যেষ্ঠ, আশ্রয় বহুনে ! যুগ যুগান্তর,
কল্প কল্পান্তর যদি' এই শাস্তি তোর !

বনবীর । ওঃ ! ভগবান !

পান্না । (প্রবেশ করিয়া) বনবীর !

বনবীর । কোথা হতে-স্নেহ-
মাথা স্বর এল ! আগন্তুক ! এ ভীষণ
নরকের শাস্তি হতে পার কি রক্ষিতে
মোরে ? পায়ৈ ধরি,—পাদৈ ধরি,—রক্ষা ক'রো,—
রক্ষা ক'রো মোরে !

পান্না । বনবীর ! মুক্তি-পত্র
আনিয়াছি ভিক্ষা করি রাণার সকাশে !
আজি মুক্ত তুমি !

বনবীর । (দেখিয়া) কে ! কে ! পান্না ! আসিয়াছ
লইতে পুত্রের বুঝি হত্যা-প্রতিশোধ !
মরণ-উৎসব মম, সম্ভোগি' অন্তরে,
নৃত্য করে ছুরি তব ! এক নহে,—দুই,
তিন, চার,—ওহো ! শত শত ছুরি, ছুটে
আসে হস্ত হতে তব ! যে দিকে ফিরাই

আঁখি,—শুধু ছুরি, শুধু ছুরি,—শত
 শত পান্না ধাত্রী-করে, করে আশ্ফালন !
 মেরো না, মেরো না আর ! জলে গেছ, জলে
 গেছ ! কে আছ স্নহৎ ! কে আছ অনাথ-
 নাথ ! রক্ষা করে, রক্ষা করে ! ভগবান্ !
 বনবীর !

পান্না ।

বনবীর ।

ঐ—ঐ ! হত্যা,—হত্যা ! খুন ! খুন !
 আগুণ ! আগুণ ! জলে গেল, জলে গেল !

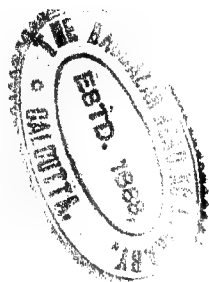
গুন্ন ।

বনবীর ! চেয়ে দেখ, আসি নাই হত্যা
 হেতু !

বনবীর ।

ঐ—ঐ ! আবার,—আবার ! ছুরি,—ছুরি !
 আগুণ ! আগুণ ! হত্যা—হত্যা ! ওঃ ! (বৃহৎ)

যবনিকা পতন ।



1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

2. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$

3. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$

4. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{10}$

5. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$

6. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{7} = \frac{1}{14}$

7. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{16}$

8. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{9} = \frac{1}{18}$

9. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{20}$

10. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{11} = \frac{1}{22}$

11. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{12} = \frac{1}{24}$

12. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{13} = \frac{1}{26}$

13. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{14} = \frac{1}{28}$

বাগবাজার সীডিং লাইব্রেরী

ডাক সংখ্যা.....

পরিগ্রহণ সংখ্যা.....

পরিগ্রহণের তারিখ

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি		
৪৮	২২	(১) চিহ্নের পরিবর্তে	(?) সম্বোধন চিহ্ন হইবে ।
৫৬	১৮	(কিন্তু) বাক্যের পরে	(প্রিয়ে !) বাক্য বসিবে ।
৫৭	১	‘মুশাসনে’ ও ‘মন্ত্রী এই দুই বাক্যের মধ্যে	‘বোগ্য’ বাক্যটি বসিবে ।
৮১	১০	‘স্বায়মস্বীগণে প্রভু’ এই বাক্যগুলির পরিবর্তে	‘প্রভুভক্ত কৰ্মচারী’ বাক্য গুলি বসিবে ।
৯৬	১১	‘নদী হতে সুবিচ্ছিন্ন’ এই বাক্যগুলির পরিবর্তে	‘নদীচ্ছিন্ন’ এই বাক্যটি বসিবে ।
১২২	৮	‘বাও’ বাক্যটি	লুপ্ত হইবে ।
১২২	১৬	‘সুরেখা’ বাক্যটি	লুপ্ত হইবে ।
১২৮	১০	‘রাণী’ বাক্যটির পর (১) চিহ্নের পরিবর্তে	(?) সম্বোধন চিহ্ন হইবে ।
১৩৫	২	‘বাছারে’ বাক্যটির পর (,) কমা চিহ্ন	ধাকিবে না ।
১৩৬	২	‘বনবীর পারিবে’ বাক্য গুলির পর	‘না’ কথাটি বসিবে ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—অনবধানতা বশতঃ প্রেফ সংশোধনে কতকগুলি বর্ণাঙ্কিত
রহিয়া গিয়াছে । সহৃদয় পাঠক পাঠিকাবর্গ অনুগ্রহ করিয়া
সেগুলি সংশোধন করিয়া লইবেন । ইতি বিনীত লেখক ।



